কৃষিই সমৃদ্ধি

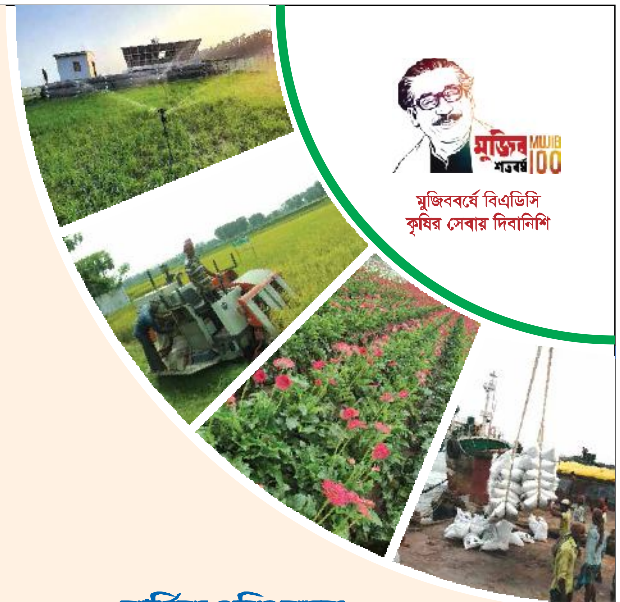

মুজিববর্ষে বিএডিসি
কৃষির সেবায় দিবানিশি

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৯-২০২০

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)
কৃষি মন্ত্রণালয়

আমাদের চাষিরা হলো সবচেয়ে দুঃখী ও নির্যাতিত শ্রেণি এবং তাদের অবস্থার উন্নতির জন্যে আমাদের উদ্যোগের বিরাট অংশ অবশ্যই তাদের পেছনে নিয়োজিত করতে হবে -বঙ্গবন্ধু

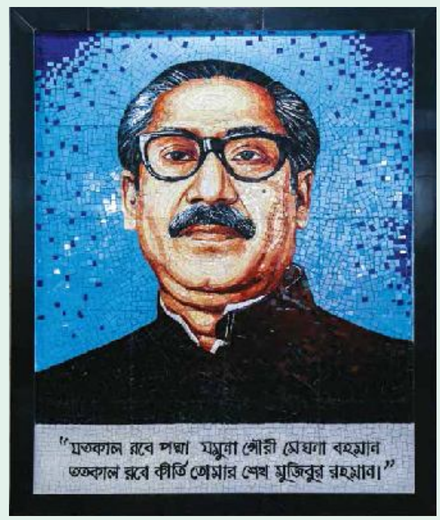

বিএডিসি'র সদর দপ্তর কৃষি ভবনের প্রধান ফটকে স্থাপিত
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ম্যুরাল

মুজিববর্ষে বিএডিসি
কৃষির সেবায় দিবানিশি

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৯-২০২০

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)
কৃষি মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৯-২০২০

সার্বিক তত্ত্বাবধান : ড. অমিতাভ সরকার
চেয়ারম্যান (গ্রেড-১)
বিএডিসি, ঢাকা

প্রণয়ন : মোঃ আঃ ছাত্তার গাজী
প্রধান (মনিটরিং)
বিএডিসি, ঢাকা

সম্পাদনা : তাহমিনা বেগম
যুগ্মপ্রধান (মনিটরিং), বিএডিসি

সম্পাদনা সহকারী : মোঃ জান্নাতুল মিয়া, **কম্পিউটার প্রোগ্রামার, বিএডিসি**
মোঃ আব্দুল খালেক, পরিসংখ্যানবিদ, বিএডিসি

কম্পোজ : রিমা পারভীন, সহকারী ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, বিএডিসি

প্রকাশনা : মনিটরিং বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, বিএডিসি

মুদ্রণ : **স্মার্ট প্রিন্টার্স**, ২১৮ ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি কৃষি। দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে কৃষির অবদান অপরিসীম। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উপলব্ধি করেছিলেন যে, কৃষির উন্নয়ন ব্যতীত বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। এজন্য তিনি স্বাধীনতা-উত্তর দেশ পুনর্গঠনে কৃষির ওপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে সবুজ বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন। তিনি খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ করে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে কৃষি গবেষণা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পুনর্গঠনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর শাসনামলে কৃষি খাতে সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছিল। বর্তমান সরকারও দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই কৃষির সার্বিক উন্নতির জন্য কৃষিবান্ধব বাস্তবমুখী নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে। ফলে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতের পাশাপাশি দেশের কৃষি ব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে হয়ে উঠছে টেকসই, নিরাপদ ও লাভজনক। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) তার উপর অর্পিত দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করে চলছে।

বিএডিসি তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই কৃষির তিনটি মুখ্য উপকরণ যথা: মানসম্পন্ন বীজ, সুষম সার ও সেচ সুবিধা যথাসময়ে সুলভ মূল্যে কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। দেশের কৃষকদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে বিএডিসি ৩৪টি বীজ উৎপাদন খামার ও ১১১টি চুক্তিবদ্ধ চাষি জোনের মাধ্যমে দেশব্যাপী বিভিন্ন ফসলের বীজ উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উৎপাদিত উচ্চ মানসম্পন্ন বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ করে পরবর্তী মৌসুমে কৃষক পর্যায়ে সুলভ মূল্যে সরবরাহ করা হচ্ছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে বিএডিসি নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় স্থাপিত/ সরবরাহকৃত সেচযন্ত্রের মাধ্যমে সেচ এলাকা সম্প্রসারণ করে আসছে। সেচের পানির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সেচদক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিএডিসি ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। এর ফলে পানির অপচয় হ্রাসের পাশাপাশি ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির সুপরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি, বহুমুখীকরণ ও ফলন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। পাশাপাশি বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, জলবায়ুর প্রতিকূল প্রভাব মোকাবেলা, সেচের পানির চাহিদা ও সহজলভ্যতার বিষয় বিবেচনায় নিয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের শস্য বিন্যাসেও পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে বিএডিসি সচেষ্ট রয়েছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য উপযুক্ত জাত নির্বাচনসহ কৃষির উন্নয়নে বিএডিসি'র প্রচেষ্টা ও কর্মকাণ্ডকে আরো ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে বিএডিসি বর্তমানে গবেষণা কার্যক্রমও পরিচালনা করছে। বিএডিসি'র গবেষণা কার্যক্রম সফল হলে তা এ দেশের কৃষি উন্নয়নের গতিকে নিঃসন্দেহে আরো ত্বরান্বিত করবে। বিএডিসি রাষ্ট্রীয় চুক্তির আওতায় তিউনিশিয়া ও মরক্কো হতে টিএসপি, মরক্কো ও সৌদি আরব হতে ডিএপি এবং বেলারুশ, রাশিয়া ও কানাডা হতে এমওপি সার আমদানি করছে। উক্ত তিন প্রকার নন-নাইট্রোজেনাস সার দেশব্যাপী সুলভ মূল্যে বিতরণ করা হচ্ছে। বিএডিসি সার আমদানি ও বিতরণের দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়ার পর কখনও সার সংকট দেখা যায়নি। বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের গতিকে ত্বরান্বিত করতে বিএডিসি'র কম্পিউটার ও ইন্টারনেটভিত্তিক কার্যক্রম ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিএডিসিতে শতভাগ ই-জিপি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। একইসাথে ই-ফাইলিং বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিএডিসি ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে চলেছে। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বিএডিসি এডিপিভুক্ত ২৬টি প্রকল্প ও রাজস্ব বাজেটভুক্ত ২৫টি কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। প্রায় শতভাগ সফল এ সকল প্রকল্প ও কর্মসূচির আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতিসহ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের উল্লেখযোগ্য তথ্য বার্ষিক প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

বার্ষিক প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্যসমূহ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের ক্ষেত্রে এবং ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। যাদের সহযোগিতা, মেধা ও শ্রমের বিনিময়ে বার্ষিক প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হলো তাদের প্রতি রইল আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

ড. অমিতাভ সরকার
চেয়ারম্যান (গ্রেড-১)
বিএডিসি, ঢাকা

সূচিপত্র

		মুখবন্ধ	
		নির্বাহী সারসংক্ষেপ	৯-১০
অধ্যায় ১			
	১.	পরিচিতি	১৩
	২.	রূপকল্প (Vision)	
	৩.	অভিলক্ষ্য (Mission)	
	৪.	কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ	
	৫.	প্রধান কার্যাবলী	
	৬.	সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল	১৪
	৭.	বিএডিসি পরিচালনা পর্ষদ	
	৮.	প্রশাসন উইং	
	৯.	অর্থ উইং	
	১০.	নিয়োগ, পদোন্নতি ও প্রশিক্ষণ	১৪-১৫
	১১.	চিকিৎসা কেন্দ্র	
	১২.	ডে-কেয়ার সেন্টার	
	১৩.	অডিট আপত্তি	
	১৪.	গবেষণা কার্যক্রম	
অধ্যায়-২		বীজ ও উদ্যান উইং	
	১.	২০১৯-২০২০ বর্ষে বিএডিসি কর্তৃক বীজ উৎপাদন ও বিতরণের পরিমাণ	১৯
	২.	বিএডিসি'র বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ নেটওয়ার্ক	২০
		ফসল সাব-সেক্টর : রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচি/কার্যক্রম	২১
	১.	বীজ বর্ধন খামারের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম	২১-২২
	২.	চুক্তিবদ্ধ উৎপাদনকারীদের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম	২৩-২৪
	৩.	উন্নতমানের দানাশস্য বীজ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ কার্যক্রম	২৪-২৫
	৪.	পাট বীজ উৎপাদন কার্যক্রম	২৫-২৭
	৫.	বীজের আপদকালীন মজুদ ও তার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম	২৭-২৮
	৬.	জাতীয় সবজি বীজ উৎপাদন কার্যক্রম	২৯
	৭.	এগ্রো সার্ভিস সেন্টার কার্যক্রম	৩০-৩১
	৮.	ফিরোজশাহ খামারে সিয়াম গ্রীন ও সিয়াম ব্লু জাতের নারিকেলের মাতৃবাগান স্থাপন কর্মসূচি	৩১-৩২
		ফসল সাব-সেক্টর : এডিপিভুক্ত প্রকল্প	৩৩
	১.	ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদনের মাধ্যমে টেকসই পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরণ প্রকল্প	৩৩-৩৫
	২.	ধান, গম ও ভুট্টার উন্নততর বীজ উৎপাদন ও উন্নয়ন প্রকল্প	৩৫-৩৭
	৩.	বিএডিসি'র উদ্যান উন্নয়ন বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উদ্যান জাতীয় ফসল সরবরাহ ও পুষ্টি নিরাপত্তা উন্নয়ন প্রকল্প	৩৭-৩৯
	৪.	বিএডিসি'র বিদ্যমান বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থাদির আধুনিকীকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প	৪০-৪১
	৫.	বিএডিসি'র সবজি বীজ বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প	৪১-৪৩
	৬.	প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত চাঁদপুর বীজ আলু উৎপাদন জোনের চুক্তিবদ্ধ চাষি পুনর্বাসন এবং বীজ আলু সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প	৪৪
	৭.	মানসম্পন্ন বীজআলু উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং কৃষক পর্যায়ে বিতরণ জোরদারকরণ প্রকল্প	৪৫-৪৭
অধ্যায়-৩		ক্ষুদ্রসেচ উইং	
		সেচ সাব-সেক্টর : রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচি	৫১
	১.	নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি	৫২
	২.	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বিজয়নগর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলায় ভূপরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ কর্মসূচি	৫৩
	৩.	শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলায় চেল্লাখালীতে নির্মিত রাবার ড্যামের তীর সংরক্ষণ ও পানির ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গভীরতা বৃদ্ধি কর্মসূচি	৫৩-৫৪
	৪.	নেত্রকোণা জেলার কলমাকান্দা উপজেলায় হাওরে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও কৃষকদের নিরাপদ ও দ্রুত ফসল পরিবহন সুবিধা প্রদান কর্মসূচি	৫৫-৫৬
	৫.	চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া উপজেলায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও সম্পূরক সেচ উন্নয়ন কর্মসূচি	৫৬-৫৭
	৬.	বান্দরবান জেলায় সৌরশক্তিচালিত পাম্পের সাহায্যে ভূপরিস্থ পানি ব্যবহার করে ফল ও সবজি বাগানে সেচ সম্প্রসারণ কর্মসূচি	৫৭-৫৮

	৭.	নবায়নযোগ্য জ্বালানী ব্যবহার করে খাগড়াছড়ি পার্বত্য এলাকায় ভূউপরিস্থ পানির মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি	৫৮
	৮.	কুড়িগ্রাম জেলার সদর, উলিপুর ও চিলমারী উপজেলার চরাঞ্চলে ভূগর্ভস্থ সেচ বিতরণ ব্যবস্থা নির্মাণের মাধ্যমে সেচ এলাকা সম্প্রসারণ কর্মসূচি	৫৯-৬০
	৯.	যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলায় ফুল এবং সবজি উৎপাদন সম্প্রসারণে ড্রিপ ইরিগেশন কর্মসূচি	৬০
	১০.	বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলার বীরশ্রেষ্ঠ মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর ইউনিয়ন ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি	৬১
	১১.	পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলায় ভূউপরিস্থ পানির সাহায্যে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি কর্মসূচি	৬১-৬২
	১২.	সাম্প্রতিক বন্যায় (আগস্ট-২০১৭) দিনাজপুর জেলায় ক্ষতিগ্রস্ত লো-লিফট পাম্প (এলএলপি) ও গভীর নলকূপ পুনর্বাসন কর্মসূচি	৬২-৬৩
	১৩.	মুন্সিগঞ্জ জেলায় ভূউপরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি	৬৩-৬৪
	১৪.	গোপালগঞ্জ জেলার গোপালগঞ্জ সদর উপজেলায় সেচকাজে ভূউপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি কর্মসূচি	৬৪-৬৫
	১৫.	গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী ও মুকসুদপুর উপজেলার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ এবং সেচ এলাকা সম্প্রসারণ কর্মসূচি	৬৫-৬৬
	১৬.	নোয়াখালী জেলার কবিরহাট ও কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও সম্পূরক সেচের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি কর্মসূচি	৬৬
	১৭.	খুলনা জেলার ডাকাতিয়া বিল জলাবদ্ধতা নিরসন ও ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি	৬৬-৬৭
		সেচ সাব-সেক্টর: এডিপিভুক্ত প্রকল্প	৬৮
	১.	ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়নে জরিপ ও পরিবীক্ষণ ডিজিটালাইজেশনকরণ-৪র্থ পর্যায় (১ম সংশোধিত) প্রকল্প	৬৮-৭২
	২.	নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলায় ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প	৭২-৭৩
	৩.	বৃহত্তর বগুড়া ও দিনাজপুর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প	৭৩-৭৪
	৪.	লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা উপজেলার সানিয়াজান ইউনিয়নে ভূউপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সম্প্রসারণের মডেল স্থাপনের লক্ষ্যে পাইলট প্রকল্প	৭৫-৭৬
	৫.	সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প	৭৬-৭৮
	৬.	বৃহত্তর খুলনা ও যশোর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প	৭৮-৮০
	৭.	স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট	৮০-৮১
	৮.	পাবনা-নাটোর-সিরাজগঞ্জ জেলায় ভূউপরিস্থ পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন প্রকল্প	৮১-৮২
	৯.	বরিশাল বিভাগ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প	৮২-৮৩
	১০.	ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে ভূউপরিস্থ পানির সাহায্যে সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	৮৪-৮৫
	১১.	ঘোড়াশাল-পলাশ এগ্রো ইরিগেশন প্রকল্প ২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)	৮৫-৮৬
	১২.	কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূউপরিস্থ পানি ব্যবহারের জন্য রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প	৮৭-৮৮
	১৩.	ময়মনসিংহ বিভাগ এবং ঢাকা বিভাগের টাঙ্গাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলায় ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প	৮৮-৯০
	১৪.	রংপুর অঞ্চলে ভূউপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প	৯০-৯১
	১৫.	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)'র অফিস ভবন এবং অবকাঠামোসমূহ সংস্কার, আধুনিকীকরণ ও নির্মাণ প্রকল্প	৯১-৯৪
	১৬.	বৃহত্তর ঢাকা জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প	৯৪-৯৬
	১৭.	কুমিল্লা-চাঁদপুর-ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প	৯৬-৯৭
	১৮.	বৃহত্তর ফরিদপুর সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প	৯৭-৯৮
অধ্যায়-৪		সার ব্যবস্থাপনা উইং	১০০-১০২
	০১.	বিএডিসি'র বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন এবং নতুন গুদাম নির্মাণের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)	১০২-১০৬
অধ্যায়-৫			
	১.	উপসংহার	১০৭
	২.	পরিশিষ্ট-ক: ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ফসল সাব-সেক্টরের কর্মসূচি/কার্যক্রমসমূহের বরাদ্দ ও ব্যয়	১০৮
	৩.	পরিশিষ্ট-খ: ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ফসল সাব-সেক্টরের প্রকল্পসমূহের বরাদ্দ ও ব্যয়	১০৯
	৪.	পরিশিষ্ট-গ: ২০১৯-২০ অর্থ বছরে সেচ সাব-সেক্টরের কর্মসূচিসমূহের বরাদ্দ ও ব্যয়	১১০
	৫.	পরিশিষ্ট-ঘ: ২০১৯-২০ অর্থ বছরে সেচ সাব-সেক্টরের প্রকল্পসমূহের বরাদ্দ ও ব্যয়	১১১

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

কৃষিই বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল ভিত্তি। খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন, পুষ্টির যোগান, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন, সামগ্রিক স্থিতিশীলতা রক্ষা ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের জিডিপিতে কৃষিখাত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে, দেশের মোট শ্রমশক্তির প্রায় অর্ধেক কর্মসংস্থানের যোগান দিচ্ছে এবং কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাঁচামাল সরবরাহ করে যাচ্ছে। জনগণের খাদ্য ও পুষ্টির নিশ্চয়তা, কাজের সুযোগ সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য বিমোচনের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর সাথে কৃষির সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। এছাড়াও কৃষি বিভিন্ন ধরনের যোগান দেয়, বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকার জনগণের জীবিকাভিত্তিক আয়ের প্রধান উৎস। অতএব গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচনে কৃষি ক্ষেত্রের উন্নয়ন এবং এর প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা একান্ত অপরিহার্য। দেশের কৃষির সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। মানসম্পন্ন বীজ, সার ও আধুনিক সেচ সুবিধা সঠিক সময়ে সুলভ মূল্যে কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছানোই এ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য।

বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকার কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের মাধ্যমে বিএডিসি'র কৃষি উন্নয়নমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এ লক্ষ্যে বিএডিসি সারাদেশে ৩৪টি বীজ উৎপাদন খামার ও ১১১টি চুক্তিবদ্ধ চাষি জোনের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উৎপাদিত উচ্চ মানসম্পন্ন বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ করে পরবর্তী মৌসুমে কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করছে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বিএডিসি কর্তৃক ধান, গম, ভুট্টা, আলু, পাট, মসলা, ডাল ও তৈলবীজ এর সর্বমোট প্রায় ১.৩৮ লক্ষ মে.টন বীজ উৎপাদন ও ১.৩৯ লক্ষ মে.টন বীজ কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করা হয়েছে। একই সময়ে উদ্যান জাতীয় ফসলের ৩৬২.৩২ লক্ষ চারা ও গুটি/কলম, ৩.৪৭ লক্ষ মে.টন শাক-সবজি ও ফল উৎপাদন ও সরবরাহ করা হয়েছে।

২০১৯-২০ অর্থ বছরে বিএডিসি কর্তৃক ২৬টি প্রকল্প এবং ২৫টি কর্মসূচি/কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এসব প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দ ছিল ৬০৪.০২ কোটি টাকা, ব্যয় হয়েছে ৫৯৯.৬৬ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৯৯.২৮%। কার্যক্রম/কর্মসূচির অনুকূলে বরাদ্দ ছিল ১৭৩.৩৩ কোটি টাকা, ব্যয় হয়েছে ১৭৩.১১ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৯৯.৮৭%। সেচ সম্প্রসারণ ও সেচ এলাকা সম্প্রসারণের জন্য ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বিএডিসি কর্তৃক ১৮টি প্রকল্প ও ১৭টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বাস্তবায়িত সেচ প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ২২,০০০ হেক্টর সেচ এলাকা বৃদ্ধি/সম্প্রসারণ, ৬৭৮ কিলোমিটার খাল পুনঃখনন, ১৩.৪ কিলোমিটার ফসল রক্ষা বাঁধ, ৫৭৫ কিলোমিটার ভূগর্ভস্থ ও ভূউপরিস্থ সেচনালা, ০১টি রাবার ড্যাম, ০১টি হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম, ৭৪টি সৌরশক্তিচালিত সেচ পাম্প স্থাপন, ২৩টি সৌরশক্তিচালিত ডাগওয়েল স্থাপন, ৩৩৭টি সেচযন্ত্র [illegible], ৩৩৪টি সেচযন্ত্রে বিদ্যুতায়ন, ১০টি ওয়াটার কন্ট্রোল স্ট্রাকচার, ২৭টি ড্রিপ সেচ ব্যবস্থা প্রদর্শনী প্লট স্থাপন, ৪টি স্প্রিংকলার সেচ ব্যবস্থা প্রদর্শনী প্লট স্থাপন, ০১টি ফুল ও সবজির পলি হাউজ নির্মাণ, ১৫,৬০০ মিটার ফ্লেক্সিবল হোস পাইপ/ফিতা পাইপ সরবরাহ, ১৪টি ভবন মেরামত/সংস্কার ও ৩৮৪টি সেচ অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বিএডিসি'র মাধ্যমে টিএসপি ২.৩৬ লক্ষ মে.টন, এমওপি ৪.০৬ লক্ষ মে. টন ও ডিএপি ৫.৫১ লক্ষ মে. টনসহ সর্বমোট ১১.৯৩ লক্ষ মে. টন সার আমদানি করা হয়েছে। উক্ত সময়ে টিএসপি ২.৬১ লক্ষ মে. টন, এমওপি ৩.৩২ লক্ষ মে. টন ও ডিএপি ৬.২৭ লক্ষ মে. টনসহ সর্বমোট ১২.২১ লক্ষ মে. টন সার বিতরণ করা হয়েছে।

মুজিব জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে কৃষকদের প্রণোদনা হিসেবে বিএডিসি'র নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় (আওতাভিত্তিক) পরিচালিত সেচযন্ত্রসমূহের সেচচার্জ ৫০% হ্রাস, আউশ ধান চাষে সেচ প্রণোদনা বাবদ ৬ কোটি টাকা সরকারি তহবিল হতে প্রদান এবং আমন বীজের কেজি প্রতি ১০ টাকা হারে ভর্তুকি প্রদান করা হয়েছে। উক্ত প্রণোদনা করোনা ভাইরাসজনিত মহামারীতে কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে। আলোচ্য বছরে বিএডিসি'র সদর দপ্তর কৃষি ভবনের প্রধান ফটকে 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতি (ম্যুরাল)' এবং লাইব্রেরিতে সুসজ্জিত 'বঙ্গবন্ধু কর্নার' স্থাপন করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বিএডিসিতে ২৫ জন কর্মকর্তা ও ১২ জন কর্মচারীসহ মোট ৩৭ জনকে পদোন্নতি, ১০৭ জন কর্মকর্তাকে নিয়োগ, ২২১ জনকে অভ্যন্তরীণ, ৪৮৪ জনকে ইন-হাউজ, ১০১ জনকে বৈদেশিক ও ১৭,২৯০ জন কৃষক/কৃষি যন্ত্রচালক/মিস্ত্রিগণ-কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া দেশের অভ্যন্তরে ১৮টি সেমিনার/ওয়ার্কশপে ৭১১ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

বিগত ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বিএডিসি গবেষণা কার্যক্রম শুরু করে। আলোচ্য ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বিএডিসি'র গবেষণা সেলের মাধ্যমে ২৬টি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এর ফলে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বিএডিসি বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক ৬টি ফলের ও ১টি তৈলজাতীয় ফসলের নিজস্ব জাত ছাড়করণের চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের গতিকে ত্বরান্বিত করতে ইতোমধ্যে বিএডিসি'র কম্পিউটার ও ইন্টারনেটভিত্তিক কার্যক্রম ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিএডিসিতে প্রায় শতভাগ ই-জিপি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। একইসাথে ই-ফাইলিং বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিএডিসি ডিজিটাল নথি

ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে চলেছে। ই-ফাইলিং কার্যক্রমে ধারাবাহিকভাবে বিএডিসি কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রথম/ দ্বিতীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে শীর্ষ দশের মধ্যে অবস্থান করছে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বিএডিসি বিশ্ব খাদ্য দিবস উপলক্ষে আয়োজিত খাদ্য মেলা-২০১৯ এ ১ম পুরস্কার এবং জাতীয় সবজি মেলা-২০২০ এ ২য় পুরস্কার অর্জন করে।

বিশ্বায়নের এই যুগে কৃষিতে যুক্ত হচ্ছে নিত্য নতুন প্রযুক্তি ও ধ্যান-ধারণা। এই নতুন প্রযুক্তি ও ধ্যান-ধারণা এবং বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বিএডিসি বীজ, সেচ ও সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে আধুনিকায়ন অব্যাহত রেখেছে। বাংলাদেশের কৃষিকে বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তরের লক্ষ্যেও কাজ শুরু করেছে বিএডিসি। ফল ও সবজি রপ্তানীর ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সম্প্রতি বিএডিসি কর্তৃক রপ্তানিমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আম রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য বিএডিসি কর্তৃক Vapour Heat Treatment Plant স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বিএডিসি রপ্তানিযোগ্য নিরাপদ সবজি, ফুল ও ফলের চারা/কাটিং/কলম উৎপাদনে নেট হাউজ ও গ্রিন হাউজ, ড্রিপ ইরিগেশন, স্প্রিংকলার ইরিগেশন এবং হাইড্রোপনিক্সের মত আধুনিক ও লাগসই প্রযুক্তির ব্যবহার করছে। অধিকন্তু ফার্টিগেশন পদ্ধতিতে জৈব ও রাসায়নিক সার ব্যবহার করে সবজি ও ফুল/ফলের চারা ও কাটিং কলম উৎপাদন করছে। দেশের জনগণ ও কৃষকের কাছে একটি আদর্শ সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসেবে মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ, মানসম্পন্ন সার আমদানি ও সরবরাহ, আধুনিক সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিকূল প্রভাব মোকাবেলার মাধ্যমে জনগণের খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা পূরণের পাশাপাশি কৃষিকে একটি লাভজনক পেশায় রূপান্তরের লক্ষ্যকে সামনে রেখে অগ্রসর হচ্ছে বিএডিসি।

অধ্যায়-১

প্রতিষ্ঠান পরিচিতি
প্রশাসন উইং
অর্থ উইং

অধ্যায়-১

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি সেবাধর্মী সংস্থা। দেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কৃষক পর্যায়ে কৃষি উপকরণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে কৃষির উন্নয়নই এ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে বিএডিসি গুণগত মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ, ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং মানসম্পন্ন সার আমদানি ও বিতরণ কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করছে।

১. পরিচিতি

কৃষকদের নিকট কৃষি উপকরণের সহজপ্রাপ্যতা নিশ্চিতকল্পে এবং দেশের সেচ এলাকা সম্প্রসারণের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার ১৯৫৯ সনের ১৬ জুলাই খাদ্য ও কৃষি কমিশন গঠন করে। এ কমিশন দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং কৃষি উপকরণ কৃষকদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬১ সনের ১৬ অক্টোবর ৩৭নং অধ্যাদেশবলে ইস্ট পাকিস্তান এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (ইপিএডিসি) প্রতিষ্ঠা লাভ করে, যা বর্তমানে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) নামে পরিচিত ।

২. রূপকল্প (Vision): মানসম্পন্ন কৃষি উপকরণ যোগান ও দক্ষ সেচ ব্যবস্থাপনা।

৩. অভিলক্ষ্য (Mission):

১. উচ্চ ফলনশীল বিভিন্ন ফসলের বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও সরবরাহ বৃদ্ধি;
২. সেচ প্রযুক্তির উন্নয়ন, ভূপরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, সেচ দক্ষতা ও সেচকৃত এলাকা বৃদ্ধি;
৩. কৃষক পর্যায়ে মানসম্পন্ন নন-নাইট্রোজেনাস সার সরবরাহ।

৪. কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives):

প্রতিষ্ঠানের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:
১. কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা ও সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ;
২. ভূপরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার এবং
৩. নন-নাইট্রোজেনাস সার সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ।

আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:
১. দাপ্তরিক কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ;
২. কর্ম সম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি;
৩. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

৫. প্রধান কার্যাবলী (Functions):

১. মানসম্পন্ন ভিত্তি, প্রত্যায়িত ও মানঘোষিত বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ;
২. প্রতিকূলতা সহিষ্ণু তথা লবণাক্ততা, খরা ও জলমগ্নতা সহিষ্ণু জাতের বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ;
৩. উদ্যান ফসল, ডাল-কলাই, শাক-সবজি, ফল উৎপাদন ও সরবরাহ;
৪. গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত জাত ও প্রযুক্তি কৃষকের নিকট সহজলভ্যকরণ;
৫. সেচ দক্ষতা, সেচ এলাকা ও আবাদি জমির পরিমাণ বৃদ্ধি এবং সুলভ মূল্যে সেচ সুবিধা প্রদান;
৬. সেচ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও কৃষক পর্যায়ে সহজলভ্যতা বৃদ্ধি;
৭. খাল-নালা পুনঃখনন করে জলাবদ্ধতা দূরীকরণের মাধ্যমে আবাদী জমির আওতা বৃদ্ধি;
৮. ভূপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরনের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ;
৯. নন-নাইট্রোজেনাস (টিএসপি, এমওপি, ডিএপি) সার আমদানি, সংরক্ষণ ও সময়মত নির্ধারিত মূল্যে কৃষকদের মাঝে সরবরাহ;
১০. নন-নাইট্রোজেনাস সারের বাফার স্টক সৃজনের মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে সার সহজলভ্যকরণ ও সারের বাজার মূল্য নিয়ন্ত্রণ;
১১. কৃষির উন্নয়নে প্রায়োগিক গবেষণা (Adaptive Research) কার্যক্রম পরিচালনা।

৬. সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল

বিএডিসি'র কার্যক্রম ৫টি উইং যথা: প্রশাসন উইং, অর্থ উইং, বীজ ও উদ্যান উইং, ক্ষুদ্রসেচ উইং এবং সার ব্যবস্থাপনা উইং এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। সরকার কর্তৃক ১৭ নভেম্বর, ১৯৯৯ তারিখে গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিএডিসিকে পুনর্গঠন করত জনবল ৬৮০০ জনে নির্ধারণ করা হয়। পুনর্গঠিত জনবল কাঠামোতে ১৭০০টি পদ ১-১০ গ্রেডভুক্ত এবং ৫১০০টি পদ ১১-২০ গ্রেডভুক্ত। বিএডিসিতে ৬৮০০ জনবলের মধ্যে বর্তমানে ৩৩৫৬ জন কর্মরত রয়েছে এবং ৩৪৪৪টি পদ শূন্য রয়েছে।

৭. বিএডিসি'র পরিচালনা পর্ষদ

পরিচালনা পর্ষদ নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত:
- ক) কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান- সভাপতি;
- খ) নিয়ন্ত্রক ও মহাপরিচালক, সরকারি অডিট অধিদপ্তর- সদস্য;
- গ) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড- সদস্য;
- ঘ) নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল- সদস্য;
- ঙ) মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর- সদস্য;
- চ) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট- সদস্য;
- ছ) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট- সদস্য;
- জ) কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের একজন অন্যূন যুগ্মসচিব- সদস্য;
- ঝ) অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উক্ত বিভাগের একজন অন্যূন যুগ্মসচিব- সদস্য;
- ঞ) বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্তৃক মনোনীত উক্ত বোর্ডের একজন সদস্য- সদস্য;
- ট) কর্পোরেশনের ৫ (পাঁচ) জন পরিচালক- সদস্য এবং
- ঠ) কর্পোরেশনের সচিব- সদস্যসচিব।

৮. প্রশাসন উইং

বিএডিসি'র কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, উন্নয়ন কর্মকাণ্ড মনিটরিং ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি পৃথক প্রশাসন উইং রয়েছে। প্রশাসন উইং এর প্রধান চেয়ারম্যান। চেয়ারম্যানের সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিকল্পনা, মনিটরিং (আইসিটি সেলসহ), তদন্ত এবং অন্য বিভাগের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এছাড়া সংস্থাপন, নিয়োগ ও কল্যাণ, সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা, জনসংযোগ, আইন, সাধারণ পরিচর্যা, সমন্বয়, চিকিৎসা কেন্দ্র, ডে-কেয়ার সেন্টার ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সচিব, বিএডিসি'র মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এ উইং এর মাধ্যমে বিএডিসি'র প্রকল্প/কর্মসূচি প্রণয়ন ও প্রক্রিয়াকরণ, উন্নয়ন কার্যক্রম মনিটরিং ও মূল্যায়ন, অন্য কার্যক্রম, কর্মচারী ব্যবস্থাপনা ও শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম, বদলি, পদায়ন, নিয়োগ, পদোন্নতি, তদন্ত, আইনী কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়। কর্পোরেশনের পক্ষে এটি সরকার এবং অন্যান্য সংস্থার পাশাপাশি বিদেশি এজেন্সি'র সাথেও যোগাযোগ রক্ষা করে থাকে।

৯. অর্থ উইং

অর্থ, হিসাব ও অডিট বিভাগ নিয়ে অর্থ উইং গঠিত। সকল আর্থিক, হিসাব ও অডিট সংক্রান্ত কার্যাবলী এ উইং এর মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। অর্থ বিভাগ সংস্থার বাজেট প্রণয়ন, প্রাক্কলন ও বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে বিএডিসি'র বিভিন্ন উইং, বিভাগ/ শাখার ব্যয় নিয়ন্ত্রণ; অনুমোদিত, চুক্তিবদ্ধকরণ ও অন্যান্য সকল বিলের পরীক্ষা নিরীক্ষান্তে মঞ্জুরী প্রদান এবং সংস্থার অর্থ প্রাপ্তির জন্য মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে থাকে। হিসাব বিভাগ সংস্থার সকল বিভাগের আওতায় উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন প্রকল্পের বিল ভাউচার পাস ও পরিশোধ, সব ধরনের হিসাব সংরক্ষণ, বছরের সঠিকতা যাচাই ও অনুমোদিত, প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলসহ সকল তহবিলের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে থাকে। এছাড়াও সংস্থার সকল প্রকার ব্যাংক হিসাব খোলা, পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণ নিশ্চিতকরণ, হিসাব নিরীক্ষার জন্য বহিঃঅডিটের ব্যবস্থা গ্রহণ; অর্থ ছাড়করণের জন্য মহাহিসাব রক্ষকের সঙ্গে লিয়াজোঁ এবং আর্থিক বিধি-বিধানের যথাযথ বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করা ইত্যাদি কার্যাবলী উল্লেখযোগ্য। সংস্থার চলমান অডিট কার্যক্রম পরিচালনা, অভ্যন্তরীণ অডিট কর্মসূচি প্রণয়ন, অডিট কার্য সম্পাদন ও রিপোর্ট প্রদান; অডিট আপত্তি মীমাংসার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ; সিএ ফার্ম/ বহিঃঅডিট/ বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ স্থাপন, কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বেতন নির্ধারণের বিষয়ে মতামত প্রদান এবং বোর্ড সভায় অর্থ আত্মসাৎ ও গুরুতর আর্থিক অনিয়মের বিষয়গুলো তুলে ধরাসহ অডিট বিভাগ বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে।

১০. নিয়োগ, পদোন্নতি ও প্রশিক্ষণ

২০১৯-২০ অর্থ বছরে বিএডিসিতে ১০৭ জন কর্মকর্তা নিয়োগ, ২৫ জন কর্মকর্তা ও ১২ জন কর্মচারীসহ মোট ৩৭ জনকে পদোন্নতি, ২২১ জনকে অভ্যন্তরীণ, ৪৮৪ জনকে ইন-হাউজ ও ১০১ জনকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া দেশের

অভ্যন্তরে ১৮টি সেমিনার/ওয়ার্কশপে ৭১১ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।
বিএডিসি দুই ধরনের প্রশিক্ষণ আয়োজন করে থাকে, যেমন:

ক. স্থানীয় প্রশিক্ষণ; এবং
খ. বৈদেশিক প্রশিক্ষণ

বিএডিসি'র কর্মকর্তা কর্মচারীদের চাকরিকালীন প্রশিক্ষণের জন্য টাঙ্গাইলের মধুপুরে একটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান রয়েছে। পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষ, লাইব্রেরী, কম্পিউটার ল্যাব এবং প্রশিক্ষণার্থী ও প্রশিক্ষকদের উপযুক্ত বাসস্থান সুবিধাসহ এটিকে একটি আধুনিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। ১৯৬৮ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানটি বিএডিসি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করে আসছে। প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক ব্যবস্থাপনা অধ্যক্ষের উপর ন্যস্ত এবং তাঁকে সার্বিক সহযোগিতার জন্য একজন উপাধ্যক্ষ ও ৯জন প্রশিক্ষক রয়েছেন। প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানটি সাধারণত তিন ধরনের প্রশিক্ষণ আয়োজন করে থাকে, যা নিম্নরূপ:

- নব নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ;
- কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের রিফ্রেশার্স কোর্স;
- স্বল্পমেয়াদী বিশেষ প্রশিক্ষণ।

১১. চিকিৎসা কেন্দ্র
২০১৯-২০ অর্থ বছরে বিএডিসি'র চিকিৎসা কেন্দ্রের মাধ্যমে ৩,৮৭৭ জনকে চিকিৎসা সেবা দেওয়া হয়েছে। । এছাড়াও স্টাফ কোয়ার্টারে ১০৯ জনকে চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়েছে।

১২. ডে-কেয়ার সেন্টার
বিএডিসি'র চিকিৎসা কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৬ জন শিশু ডে-কেয়ার সেন্টারে নিয়মিতভাবে অবস্থান করেছে। মাসিক ৭০০ টাকার বিনিময়ে বিএডিসি'র কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ তাদের শিশুদের জন্য ডে-কেয়ার সেবা পাচ্ছেন।

১৩. অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য: ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত

সংস্থার নাম	পূর্ববর্তী বছরের আপত্তির জের	২০১৯-২০ বছরে উত্থাপিত আপত্তির সংখ্যা	মোট অডিট আপত্তির সংখ্যা	নিষ্পত্তির সংখ্যা	অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা
১	২	৩	৪	৭	৮
বিএডিসি	৮৮১৬	৩১৯	৯১৩৫	৫৭৬	৮৫৫৯

১৪. গবেষণা কার্যক্রম
বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকারের উদ্যোগে ২০১৬-১৭ অর্থ বছর হতে বিএডিসিতে গবেষণা কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বিএডিসি অর্ডিন্যান্সে গবেষণার ম্যান্ডেট থাকলেও দীর্ঘদিন বিএডিসিতে গবেষণা কার্যক্রম অনুপস্থিত ছিল। কিন্তু ২০১৮ সালে পাশকৃত বিএডিসি আইনে বিএডিসিকে সকল প্রকার গবেষণার ম্যান্ডেট দেয়া হয়েছে। আইনের তৃতীয় অধ্যায়ের ১৮ ধারায় 'কৃষি গবেষণার মাধ্যমে লাগসই ও টেকসই প্রাকৃতিক কলাকৌশল উদ্ভাবন এবং ফসলের উন্নতজাত উদ্ভাবন, নির্বাচন, প্রবর্তন এবং কার্যোপযোগী এর নামে ছাড়করণ' এবং ১০ নং ধারায় 'সেচযন্ত্র, সেচ এলাকা, পানি সম্পদ, পানির শোষণ, তথ্য ও প্রাপ্যতার জরিপ পরিচালনা এবং সমীক্ষা, গবেষণা পরীক্ষা ও ডাটা ব্যাংক তৈরী' বিষয়ে সরাসরি গবেষণার কথা বলা আছে। অন্যান্য হাইব্রিড বীজ উৎপাদন, বিতরণ, বিক্রি ও প্রত্যয়িত মানের বীজ উৎপাদন, টেকসই সাশ্রয়ী পরিবেশবান্ধব বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ, বীজ পরীক্ষণ, বাজার জরিপ, সাশ্রয়ী টেকসই সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি কার্যক্রমে প্রতিনিয়ত গবেষণা করা প্রয়োজন। এ সকল বিবেচনায় বিএডিসিতে একটি গবেষণা সেল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ সংস্থার কর্মরত কৃষি বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীবৃন্দ বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। ফসলের খরা সহিষ্ণু জাত উদ্ভাবন, বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক ফসলের জাত উন্নয়ন, ইকোলজিক্যাল ফার্মিং মডেল, মাল্টিলেয়ার বাণিজ্যিক ফল উৎপাদন মডেল, পরিবেশ বান্ধব ফিতে বাজেটিং ফসল উৎপাদন প্রযুক্তি, স্বল্প ব্যয়ে টিস্যু কালচার চারা উৎপাদন প্রযুক্তি, দেশীয় পরিবেশে বীজআলু ও মাঠআলু নির্দিষ্টকরণ, বাজার বিশ্লেষণ, সেচ দক্ষতা উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়কে সামনে রেখে গবেষণা কার্যক্রম শুরু করেছে। গবেষণার ফলে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বিএডিসি বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক ৬টি ফসলের ও ১টি তৈলজাতীয় ফসলের নিজস্ব জাত ছাড়করণের চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব বাজেটে বর্তমানে বিএডিসি-তে নিম্নলিখিত ২৬টি গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছেঃ

1	Selection of Heat Tolerant Cherry Tomato (*Solanum lycopersicum)* Cultivar ;
2	Development of Hybrid Cucumber (*Cucumis sativus);*
3	Multi Location Trial of Kanihati Rice Advance Line to Develop Short Duration Rice;
4	Development, Adaptation and Selection of Different Non-Notified Crops for Registration as BADC's Variety;
5	Collection, Characterization and Maintenance of Different Germplasms;
6	Purification and Improvement of Short Duration Rice (Aus/Aman) Cultivars and Quality Seed Supply for Climate Change Adaptation;
7	Selection and Development of Short Duration Potato;
8	Effect of Aquaponics Technology on Leafy Vegetables;
9	Optimization of Hydroponic Nutrition Solution for Leafy Greens Vegetable;
10	Effect of Different Seed Treating Agent to Control Seed Born Disease in Wheat and Rice Seed Production ;
11	Weight Loss Assessment of Seed Potato During Cold Storage Preservation.;
12	Standardization of Sieve Sizes for Grading of Different Crop Seeds to Minimize the Wastage During Seed Cleaning and Grading;
13	Protocol Development for Micro Propagation of Arabian Date Palm Through Tissue Culture ;
14	Studies on Molecular Characterization of BADC's Own Genetic Resources for Breeding Purpose ;
15	Studies of Genom Sequencing of Lalpakri for the Development of Stress Tolerant Potato Varieties;
16	Effect of CLYBIO Probiotic on Growth, Yield & Antifungal Action on Tomatoes;
17	Effect of Arbuscular Mycorrhizal Fungi (AMF) on Yield and Quality in Tomato (*Lycopersicon esculentum*);
18	Year Round Mango Production Technology Development in Bangladesh to Overcome Climatic Barrier;
19	Screening for Selection of Different Exotic Potato Varieties Suitable for Export Purpose;
20	Effect of Different Mulching Material on Temperature Within Soil and Pots/Tops in Roof Garden;
21	Reduction of Urea Fertilizer and Enhance of Seed Quality Through Application of Foliar of Urea, MoP, S and Zn Along with Soil Application of Rice Cultivation;
22	Effect of Cowdung Based Biofertilizer and Biopesticides on Rice;
23	Rainwater Banking for Family Farming in Coastal Areas of Bangladesh;
24	Effect of Seedling Age and Spacing on Mechanically Transplanted of Rice ;
25	Comperative Study of Yield Performance of Different Hybrid Maizes;
26	Resistration for Banglajira Rice Cultivar.

অধ্যায়-২

বীজ ও উদ্যান উইং

অধ্যায় - ২

বীজ ও উদ্যান উইং

মানসম্মত বীজ ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান ও মৌলিক কৃষি উপকরণ। অধিক হারে মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও কৃষকদের নিকট সরবরাহের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। ভাল বীজ এককভাবে ফসলের ফলন ১৫-২০% পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে সক্ষম। ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের জন্য বিএডিসি সারা দেশে ২৪টি দানাশস্য বীজ উৎপাদন খামার, ২টি পাট বীজ উৎপাদন খামার, ২টি আলু বীজ উৎপাদন খামার, ৪টি ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদন খামার, ২টি সবজি বীজ উৎপাদন খামার ও ১১১টি চুক্তিবদ্ধ চাষি জোনের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এছাড়া, এ সংস্থা ৯টি উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র ও ১৪টি এগ্রো-সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে উৎপাদিত বিভিন্ন ফসলের চারা, কলম, ৩টি ইত্যাদি উৎপাদন ও কৃষক পর্যায়ে বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উৎপাদিত বীজ প্রক্রিয়াজাত ও সংরক্ষণ করে পরবর্তী মৌসুমে কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করা হচ্ছে।

১. ২০১৯-২০ বর্ষে বিএডিসি কর্তৃক উৎপাদিত ও বিতরণকৃত বীজের পরিমাণ

পরিমাণ: মে. টন

ক্র নং	ফসলের নাম	২০১৯-২০ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা	২০১৯-২০ অর্থ বছরের উৎপাদন	২০১৯-২০ অর্থ বছরের বিতরণ
১.	আউশ	৩৩৩৫	৩০৮১	৩০৪৪
২.	আমন	২৩৬২২	২০২৮০	২১৭৩৮
৩.	বোরো	৬০৫৫৮	৫৯৫১৫	৬২৯৯১
৪.	বোরো হাইব্রিড	৯৫০	১২৯০	৭৯৬
৫.	মোট ধান বীজ=	৮৮৪৭১	৮৪১৬৬	৮৮৫২০
৬.	গম	১১০০১	১৪৮৯৪	১২০৫২
৭.	ভুট্টা	১০০	৮০	৫৫
৮.	মোট দানাশস্য বীজ=	৯৯৫৮০	৯৯১৪০	১০০৬২৭
৯.	আলু বীজ	৩৫৬১৪	৩৩৫০৩	৩৩৬৯৬
১০.	ডাল বীজ	২০১৮	২০৬৬	২১১৮
১১.	তেল বীজ	১৯১৩	১৭১৭	১৫১৯
১২.	পাট বীজ	৯৮৭	৮২৬	৭৯৩
১৩.	সবজি বীজ (শীতকালীন, গ্রীষ্মকালীন)	১০৭	১০৮	৯৮
১৪.	মসলা বীজ	২০৬	২০৫	১৭৮
	সর্বমোট=	১,৪০,৩৮৭	১,৩৭,৫১৫	১,৩৮,৮২৯

২. বিএডিসি'র বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিতরণ নেটওয়ার্ক

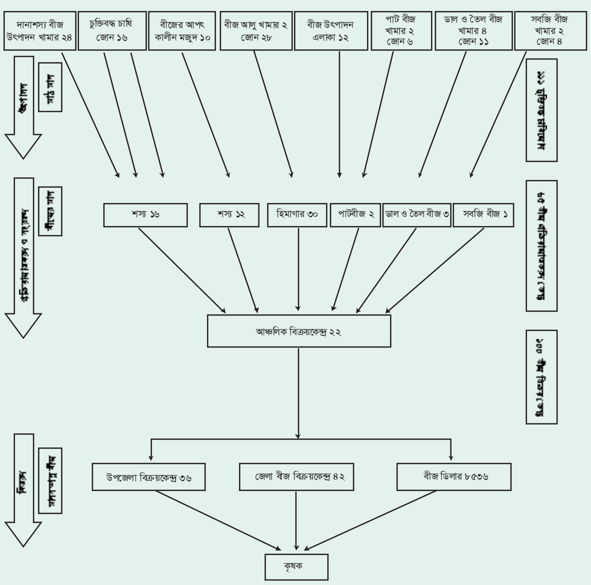

ফসল সাব সেক্টর: রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচি

বীজ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বিএডিসি'র বীজ ও উদ্যান উইং এর মাধ্যমে ৭টি কার্যক্রম ও ১টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৮টি বীজ কর্মসূচি/কার্যক্রমের অনুকূলে রাজস্ব বাজেটে বরাদ্দ ছিল ১৩১.০৪ কোটি টাকা, ব্যয় হয়েছে ১৩১.০৪ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ১০০%। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বিএডিসি কর্তৃক নিম্নোক্ত ৭টি কার্যক্রম ও ১টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে:

১. বীজ বর্ধন খামারের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম;
২. চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম;
৩. উন্নতমানের দানাশস্য বীজ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ কার্যক্রম;
৪. পাটবীজ উৎপাদন কার্যক্রম;
৫. বীজের আপৎকালীন মজুদ ও তার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম;
৬. জাতীয় সবজি বীজ উৎপাদন কার্যক্রম;
৭. এগ্রো-সার্ভিস সেন্টার কার্যক্রম;
৮. ভিয়েতনামী খাটো সিয়াম গ্রীন ও সিয়াম ব্লু জাতের নারিকেলের মাতৃবাগান স্থাপন কর্মসূচি।

১. বীজ বর্ধন খামারের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম

১.১ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য

- মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহের লক্ষ্যে প্রজনন বীজ হতে প্রয়োজনীয় ভিত্তি বীজ পরিবর্ধন;
- হাইব্রিড (F1) ধান বীজ উৎপাদন এবং চাষিদের মাঝে বিতরণ করে হাইব্রিড ধান বীজের চাহিদা মেটানো;
- হাইব্রিড (F1) ধান বীজ উৎপাদনের মাধ্যমে দেশে হাইব্রিড ধান বীজের আমদানি নির্ভরতা কমানো;
- খামার ব্যবস্থাপনা ও বীজ উৎপাদনের উপর কর্মকর্তা, কর্মচারী ও বেসরকারি উৎপাদকগণকে বীজ উৎপাদনের উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আধুনিক/উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন দক্ষ জনবল সৃষ্টি;
- সংগৃহীত বীজ উৎপাদনকারীর নিকট ভিত্তি বীজ সহজলভ্যকরণ।

মধুপুর বীজ উৎপাদন খামারে কম্বাইন হারভেস্টারের মাধ্যমে ধান কর্তন

মধুপুর বীজ উৎপাদন খামারে সেক্স ফেরোমন ফাঁদ

১.২. কার্যক্রম এলাকা ৮টি বিভাগ, ১৯টি জেলা, ২১টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	ঢাকা	মিরপুর
	টাঙ্গাইল	মধুপুর
	ফরিদপুর	ফরিদপুর সদর
	রাজবাড়ী	পাংশা
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	মুক্তাগাছা
	নেত্রকোণা	নেত্রকোণা সদর
রাজশাহী	পাবনা	আটঘরিয়া
রংপুর	নীলফামারী	নীলফামারী সদর
	ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও সদর
সিলেট	সিলেট	সিলেট সদর
	হবিগঞ্জ	মাধবপুর
চট্টগ্রাম	ফেনী	ফেনী সদর
	কক্সবাজার	কক্সবাজার সদর
খুলনা	খুলনা	পাইকগাছা
	ঝিনাইদহ	মহেশপুর
		ঝিনাইদহ সদর
	চুয়াডাঙ্গা	জীবননগর
		চুয়াডাঙ্গা
	মেহেরপুর	মেহেরপুর সদর
বরিশাল	বরিশাল	বরিশাল সদর
	পটুয়াখালী	বাউফল

১.৩ কার্যক্রমের মেয়াদ : জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২০
১.৪ কার্যক্রম ব্যয় : ১৭৫০.০০ লক্ষ টাকা
১.৫ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ : ১৭৫০.০০ লক্ষ টাকা
১.৬ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে অবমুক্ত : ১৭৫০.০০ লক্ষ টাকা
১.৭ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি : ১৭৫০.০০ লক্ষ টাকা
১.৮ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

১.৯ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন: (মে.টন)

প্রধান প্রধান কাজ	ডিপিপি/পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৯-২০		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (সংখ্যা/পরিমাণ)	
আউশ	১১৬০.০০	১১৬০.০০	১১৬৪.০০	১০০
আউশ (নেরিকা)	৫০.০০	৫০.০০	৫৪.৭৬	১১০
আমন	৩৭৮০.০০	৩৪৫৭.২২	৩৪২২.৮৩	৯৯
আমন (নেরিকা)	৮০.০০	৮০.০০	৮৫.৮২	১০৭
বোরো	৩৭০০.০০	৩৭৬৬.০০	৩৫৭৭.১৯	৯৫
বোরো (নেরিকা)	৫০.০০	৫০.০০	৪৮.৯৭	৯৮
হাইব্রিড ধান	৯৫০.০০	৯৩৫.০০	১২৭৩.১০	১৩৬
আলু	১৫০০.০০	১৪৫৫.০০	১৩০৯.২৫	৯২
গম	২৮৫.০০	৪৫৬.০০	৪৭২.০৮	১০৪
ডাল/ভুট্টা	১০.০০	৪৪.০০	৩০.৭৭	৭০
অন্যান্য	৫.০০	৫.০০	২.৪৪	৪৯
মোট	১১৫৬০.০০	১১৪৫৮.২২	১১৪৩৪.৫৫	১০০

২. চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম

২.১ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য

- গবেষণা প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত মৌল বীজ এবং বিএডিসি'র খামার হতে প্রাপ্ত ভিত্তি বীজ থেকে চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে ভিত্তি প্রত্যয়িত/ মানঘোষিত বীজ উৎপাদন;
- হাইব্রিড ধান/ ভুট্টা বীজের প্যারেন্টাল লাইন সংগ্রহ করে প্রশিক্ষিত চাষির মাধ্যমে F1 বীজ উৎপাদন করা;
- জোন এলাকায় বীজ উৎপাদনকারী চাষিদের সংগঠিত করে বীজ প্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- নতুন জাত বা কৃষি প্রযুক্তি কৃষকদের নিকট পরিচিত করিয়ে দেয়া ও প্রসার ঘটানো;
- চুক্তিবদ্ধ চাষিদের বীজ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ভিত্তিবীজ, সার ও অন্যান্য উপকরণ সময়মত প্রাপ্তিতে সহায়তা করা;
- বীজ শিল্প উন্নয়নের জন্য বেসরকারি বীজ উৎপাদনকারীদের সহায়তা ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা।

মাঠে চুক্তিবদ্ধ চাষি জোনে উৎপাদিত ফসলের মাঠ

২.২. কার্যক্রম এলাকা: ৮টি বিভাগ, ৩৬টি জেলার সকল উপজেলা

বিভাগ	জেলা
ঢাকা	ঢাকা, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, ফরিদপুর ও রাজবাড়ী
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ, শেরপুর, টাঙ্গাইল ও জামালপুর
চট্টগ্রাম	ফেনী, কক্সবাজার, কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম
খুলনা	ঝিনাইদহ, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর ও যশোর
বরিশাল	বরিশাল, ভোলা, বরগুনা, পটুয়াখালী
সিলেট	সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া
রাজশাহী	পাবনা, রাজশাহী, নাটোর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও বগুড়া
রংপুর	নীলফামারী, ঠাকুরগাঁও, রংপুর, গাইবান্ধা, দিনাজপুর ও পঞ্চগড়

২.৩ কার্যক্রমের মেয়াদ : জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২০
২.৪ কার্যক্রম ব্যয় : ৬৫০.০০ লক্ষ টাকা
২.৫ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ : ৬৫০.০০ লক্ষ টাকা
২.৬ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে অবমুক্ত : ৬৫০.০০ লক্ষ টাকা
২.৭ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি : ৬৫০.০০ লক্ষ টাকা
২.৮ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

২.৯. ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের প্রধান প্রধান কার্যক্রম

(মে. টন)

প্রধান প্রধান কাজ	ডিপিপি/টিপিপি/এনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৯-২০		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (সংখ্যা/পরিমাণ)	
আউশ	১১১৮.০০	১১১৮.০০	১১১৮.০০	১০০
আমন	৮৩৮০.০০	৮৩৮০.০০	৮১১৭.০০	৯৭
বোরো	৩০২১০.০০	৩০২১০.০০	৩০২১০.০০	১০০
গম	৮৫৪০.০০	৮৫৪০.০০	৮৫৪০.০০	১০০
মোট	৪৮২৪৮.০০	৪৮২৪৮.০০	৪৭৯৮৫.০০	৯৯.৫

২.১০. ২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের তথ্যাদি

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন (কর্মকর্তা-কর্মচারী/ ডিলার/কিষ ম্যানেজার/কৃষক)	২০১৯-২০		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা/জন)	অর্জন	
কৃষক প্রশিক্ষণ	কৃষক	১৪৪০ জন	১৪৪০ জন	১০০
কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ	কর্মকর্তা	৯০ জন	৯০ জন	১০০

৩. উন্নতমানের দানাশস্য বীজ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ কার্যক্রম

৩.১ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য:

- উন্নতমানের দানাশস্য বীজ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সুষ্ঠু পর্যায়ে বিপণন করে অধিক ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
- বিএডিসি'র মাধ্যমে বাস্তবায়িত বিভিন্ন বীজ উৎপাদন প্রকল্প/ কর্মসূচির মাধ্যমে উৎপাদিত দানাশস্যের ভিত্তি, প্রত্যায়িত, মানঘোষিত বীজ, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রে সংগ্রহ করে মাননিয়ন্ত্রণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ;
- সংগৃহীত বীজগুলো প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ করার পর বিতরণ মৌসুমে প্যাকেটজাত করে আঞ্চলিক বীজ গুদামে প্রেরণ করা এবং আঞ্চলিক বীজ গুদাম ও বীজ বিক্রয় কেন্দ্র হতে ডিলারদের মাধ্যমে তা বিতরণ/বিক্রয় করা। এছাড়া বেসরকারি বীজ উদ্যোক্তাদেরকে চাহিদা মোতাবেক ভিত্তিবীজ সরবরাহ;
- ১৬টি বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রের বীজ স্থানীয় পরীক্ষাগারে গুণগত মান পরীক্ষা করা এবং চূড়ান্তভাবে কেন্দ্রীয় বীজ পরীক্ষাগারে নমুনা বীজ পরীক্ষা করে বীজের গুণগতমান নিশ্চিত করা;
- সারা দেশব্যাপী একটি সুনিয়ন্ত্রিত ডিলার নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা এবং নিয়মিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বীজ বিতরণ ব্যবস্থায় কার্যকর ভূমিকা রাখার জন্য ডিলারদের দক্ষতা বৃদ্ধি;
- বীজ প্রযুক্তির ওপর নিয়মিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে বিএডিসি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা, যাতে দেশে একটি দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে ওঠে;
- বেসরকারি বীজ শিল্পের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে উৎপাদনকারীদেরকে উন্নতমানের বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, গুদামজাতকরণ এবং বিপণন কাজে প্রয়োজনীয় কারিগরি পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ প্রদান;
- মানসম্পন্ন বীজ ব্যবহার করে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বনির্ভরতা অর্জনে দেশকে সহায়তা করা।

[illegible] বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রের বীজ গুদামে [illegible]

৩.২. কার্যক্রম এলাকা: ৭টি বিভাগ, ১৬টি জেলা, ১৬টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	ঢাকা	ঢাকা সদর
	টাঙ্গাইল	মধুপুর
	ফরিদপুর	ফরিদপুর সদর
রাজশাহী	রাজশাহী	রাজশাহী সদর
	পাবনা	পাবনা সদর
	বগুড়া	বগুড়া সদর
রংপুর	দিনাজপুর	দিনাজপুর সদর
	ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও সদর
	রংপুর	রংপুর সদর
সিলেট	হবিগঞ্জ	মাধবপুর
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম সদর
	কুমিল্লা	কুমিল্লা সদর
খুলনা	চুয়াডাঙ্গা	চুয়াডাঙ্গা সদর
	যশোর	যশোর সদর
	মেহেরপুর	মেহেরপুর সদর
বরিশাল	বরিশাল	বরিশাল সদর

৩.৩ কার্যক্রমের মেয়াদ : জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২০
৩.৪ কার্যক্রম ব্যয় : ৮২৫০.০০ লক্ষ টাকা
৩.৫ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ : ৮২৫০.০০ লক্ষ টাকা
৩.৬ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে অবমুক্ত : ৮২৫০.০০ লক্ষ টাকা
৩.৭ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি : ৮২৫০.০০ লক্ষ টাকা
৩.৮ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

[illegible] বীজ পরীক্ষাগারে বীজের আর্দ্রতা পরীক্ষা কার্যক্রম

[illegible] বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ [illegible]

৩.৯. ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের প্রধান প্রধান কাজ:

(মে. টন)

প্রধান প্রধান কাজ	ডিপিপি/টিপিপি/এনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৯-২০		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (সংখ্যা/পরিমাণ)	
আউশ	২৭১৪.০৫	২৭১৪.০৫	২৫৩৩.৩২	৯৩
আমন	১৩৩৭৩.৯৫	১৩৩৭৩.৯৫	১১৮৩৫.৪৮	৮৯
বোরো	৩৭৮৯৮.০০	৩৭৮৯৮.০০	৩৫৬৩৭.২৯	৯৪
গম	৯২৭৪.০০	৯২৭৪.০০	৯২৫৯.২৮	১০০
মোট	৬৩২৬০.০০	৬৩২৬০.০০	৫৯২৬৫.৩৭	৯৪

৩.১০. ২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের তথ্যাদি

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন (কর্মকর্তা-কর্মচারী/ ডিলার/বিম ম্যানেজার/কৃষক)	২০১৯-২০		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা/জন)	অর্জন	
ধান ও গম বীজ ফসলের প্রো-আউট প্লটের মাঠ দিবস	কৃষক	৩০০ জন	৯০	৩০

৪. পাটবীজ উৎপাদন কার্যক্রম

৪.১ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য

- পাটের গবেষণালব্ধ প্রজনন বীজ (Breeder's Seed) হতে ভিত্তি বীজ (Foundation Seed) উৎপাদন করা;
- পাটের ভিত্তি বীজ হতে প্রত্যায়িত/মানঘোষিত বীজ (TLS) উৎপাদন করে মজুদ গড়ে তোলা;
- পরিবেশ রক্ষার জন্য পাটজাত দ্রব্য ব্যবহার বর্তমান সরকারের একটি উদ্দেশ্য বিধায় অধিক পরিমাণ পাট আঁশ উৎপাদন করার লক্ষ্যে উন্নত জাতের বীজ উৎপাদন করে তা সংস্থার বীজ বিপণন বিভাগের মাধ্যমে কৃষক পাট বীজ বিভাগের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বীজ ডিলারদের মাধ্যমে সরাসরি চাষিদের মধ্যে বিপণন করে পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
- চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে উন্নতজাতের প্রত্যয়িত/ মানঘোষিত বীজ উৎপাদন করে কৃষক পর্যায়ে বীজ প্রাপ্যতা বৃদ্ধি;
- বেসরকারি বীজ উৎপাদনকারীদের বীজ উৎপাদন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান;
- উন্নত জাতের ভিত্তি বীজের মজুদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;
- উন্নত জাতের পাট বীজ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ বিষয়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান।

দিনাজপুরের নশিপুর খামারে পাট বীজ ফসলের প্রো-আউট প্লট দৃশ্য

৪.২. কার্যক্রম এলাকা: ৫টি বিভাগ, ১৭টি জেলা, ৪৫টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	ঢাকা	সাভার, ধামরাই
	টাঙ্গাইল	টাঙ্গাইল সদর, মির্জাপুর, কালিহাতি, ভূয়াপুর, দেলদুয়ার, ঘাটাইল
	মানিকগঞ্জ	মানিকগঞ্জ সদর, ঘিওর, সাটুরিয়া ও সিংগাইর
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ সদর
রাজশাহী	রাজশাহী	রাজশাহী সদর, পুঠিয়া
	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, শিবগঞ্জ, গোদাগাড়ী, কানসাট
	নাটোর	নাটোর সদর
	বগুড়া	বগুড়া সদর
	সিরাজগঞ্জ	কামারখন্দ, শাহজাদপুর, উল্লাপাড়া
রংপুর	দিনাজপুর	দিনাজপুর সদর
	রংপুর	পীরগাছা, মিঠাপুকুর, গোবিন্দগঞ্জ
খুলনা	যশোর	যশোর সদর, মণিরামপুর, ঝিকরগাছা, চৌগাছা
	ঝিনাইদহ	ঝিনাইদহ সদর, কালিগঞ্জ, মহেশপুর, কোটচাঁদপুর
	মেহেরপুর	মেহেরপুর সদর, গাংনী
	চুয়াডাঙ্গা	চুয়াডাঙ্গা সদর, জীবননগর
	মাগুরা	মাগুরা সদর
	কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া সদর, ভেড়ামারা, দৌলতপুর, মিরপুর

৪.৩	কার্যক্রমের মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২০
৪.৪	কার্যক্রম ব্যয়	:	৫০০.০০ লক্ষ টাকা
৪.৫	২০১৯-২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ	:	৫০০.০০ লক্ষ টাকা
৪.৬	২০১৯-২০ অর্থ বছরে অবমুক্ত	:	৫০০.০০ লক্ষ টাকা
৪.৭	২০১৯-২০ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	৫০০.০০ লক্ষ টাকা
৪.৮	২০১৯-২০ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি	:	১০০%

৪.৯. ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের প্রধান প্রধান কাজ:

(মে. টন)

প্রধান প্রধান কাজ	ডিপিপি/টিপিপি/এনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৯-২০		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (সংখ্যা/পরিমাণ)	
পাট বীজ	৯৬০.০০	৯৬০.০০	৮১২.১৮	৮৫
আউশ	২৭০.০০	২৭০.০০	১৩৮.৩০	৫১.২২
আমন	৩৫৭.০০	৩৫৭.০০	৩২৯.২২	৯২.২১
বোরো	৫২৮.০০	৫২৮.০০	৫৩০.৫৮	১০১
গম	২৮৩.০০	২৮৩.০০	২৭০.০২	৯৫.৪১
আলু	১১২০.০০	১১২০.০০	১১৩৩.৯৩	১০১
মোট	৩৫১৮.০০	৩৫১৮.০০	৩২১২.২৬	৯১.৩১

৪.১০. ২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের তথ্যাদি:

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন (কর্মকর্তা-কর্মচারী/ ডিলার/বিম ম্যানেজার/কৃষক)	২০১৯-২০		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা/জন)	অর্জন	
কৃষক প্রশিক্ষণ	কৃষক	৬০০ জন	৬০০ জন	১০০

৫. বীজের আপৎকালীন মজুদ ও তার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

৫.১ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য:

- যে কোন দৈব দুর্বিপাকের সময় বীজের স্বাভাবিক সরবরাহ নিশ্চিত করা;
- বীজের সহজলভ্যতা ও প্রতিযোগিতামূলক স্থিতিশীল মূল্য নিশ্চিত করা;
- বীজের স্বাভাবিক সরবরাহ নিশ্চিত করে খাদ্য উৎপাদনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা;
- সর্বোপরি দেশের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে কার্যকরী ভূমিকা পালন করা।

ঝিনাইদহের মহেশপুরে আমন বীজ ফসলের মাঠ

৫.২. কার্যক্রম এলাকা: ৭টি বিভাগ, ২১টি জেলা, ৬৭টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	টাঙ্গাইল	ধনবাড়ি, গোপালপুর, মধুপুর, টাঙ্গাইল সদর, দেলদুয়ার, ঘাটাইল, নাগরপুর, সখিপুর, বাসাইল, কালিহাতি
	কিশোরগঞ্জ	কিশোরগঞ্জ সদর, হোসেনপুর, তাড়াইল
	গোপালগঞ্জ	কাশিয়ানী
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	মুক্তাগাছা, ঈশ্বরগঞ্জ, নান্দাইল
	শেরপুর	শেরপুর সদর
	জামালপুর	জামালপুর সদর, মেলান্দহ, সরিষাবাড়ি, মাদারগঞ্জ, বকশীগঞ্জ
সিলেট	হবিগঞ্জ	মাধবপুর
চট্টগ্রাম	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, আখাউড়া, নাসিরনগর
খুলনা	যশোর	যশোর সদর, মনিরামপুর, ঝিকরগাছা, চৌগাছা, শার্শা
	ঝিনাইদহ	ঝিনাইদহ সদর
	মাগুরা	মোহাম্মদপুর
	খুলনা	ডুমুরিয়া
	মেহেরপুর	মেহেরপুর সদর, গাংনী, মুজিবনগর
	চুয়াডাঙ্গা	চুয়াডাঙ্গা সদর, আলমডাঙ্গা, জীবননগর, দামুড়হুদা
রংপুর	দিনাজপুর	বীরগঞ্জ
	ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও সদর, বালিয়াডাঙ্গী, পীরগঞ্জ, রানীশংকৈল
	পঞ্চগড়	বোদা, আটোয়ারী
বরিশাল	ঝালকাঠি	ঝালকাঠি সদর
	বরিশাল	বরিশাল সদর, মেহেন্দীগঞ্জ, গৌরনদী, বাকেরগঞ্জ, বাবুগঞ্জ, আগৈলঝাড়া, উজিরপুর
	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী সদর, দুমকি, বাউফল, দশমিনা
	বরগুনা	আমতলী

৫.৩ কার্যক্রমের মেয়াদ : জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২০
৫.৪ কার্যক্রম ব্যয় : ৮০০.০০ লক্ষ টাকা
৫.৫ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ : ৮০০.০০ লক্ষ টাকা
৫.৬ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে অবমুক্ত : ৮০০.০০ লক্ষ টাকা
৫.৭ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি : ৮০০.০০ লক্ষ টাকা
৫.৮ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

৫.৯. ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের প্রধান প্রধান কার্যক্রম (মে. টন)

প্রধান প্রধান কাজ	ডিপিপি/পিপি/টিএপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৯-২০		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (সংখ্যা/পরিমাণ)	
আমন	২০০০	১৬৯৫	১৬৮৬	১০০
বোরো	৫০০০	৪৮১২	৪৮০০	১০০
গম	১০০০	১২৫০	১২৫০	১০০
মোট	৮০০০	[illegible]	[illegible]	১০০

৫.১০. ২০১৯-২০অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের তথ্যাদি

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন (কর্মকর্তা-কর্মচারী/ডিলার/ফিল্ড ম্যানেজার/কৃষক)	২০১৯-২০		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা/জন)	অর্জন	
[illegible] চাষি প্রশিক্ষণ	কৃষক	৬০০ জন	৬০০ জন	১০০

৬. জাতীয় সবজি বীজ কার্যক্রম

৬.১ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য
- সবজির ভিত্তি বীজ উৎপাদন, আধুনিক প্রযুক্তি ও বীজ শিল্প বিকাশে সেবা প্রদান;
- সবজির উৎপাদন, ফলনশীলতা এবং মাথাপিছু প্রাপ্যতা ও ব্যবহার বৃদ্ধি;
- আত্মকর্মসংস্থান, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, খাদ্য ঘাটতি ও অপুষ্টি লাঘব;
- সুসংগঠিত প্রথায় বেসরকারি পর্যায়ে উন্নত বীজ উৎপাদন করে সরবরাহ ও ব্যবহার বৃদ্ধি;
- বীজের স্বাভাবিক ব্যবহার নিশ্চিত করে খাদ্য উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা;
- সর্বোপরি দেশের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে কার্যকরী ভূমিকা পালন করা।

৬.২. কার্যক্রম এলাকা: ৪টি বিভাগ, ৫টি জেলা, ৫টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	ঢাকা	ঢাকা মেট্রোপলিটন
	ফরিদপুর	ফরিদপুর সদর
রংপুর	রংপুর	রংপুর সদর
খুলনা	মেহেরপুর	মেহেরপুর সদর
রাজশাহী	পাবনা	পাবনা সদর

৬.৩ কার্যক্রমের মেয়াদ : জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২০
৬.৪ কার্যক্রম ব্যয় : ৫৫০.০০ লক্ষ টাকা
৬.৫ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ : ৫৫০.০০ লক্ষ টাকা
৬.৬ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে অবমুক্ত : ৫৫০.০০ লক্ষ টাকা
৬.৭ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি : ৫৫০.০০ লক্ষ টাকা
৬.৮ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

রংপুরে সবজি বীজ উৎপাদন খামারে ঢেঁড়শের আবাদ

৬.৯. ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের প্রধান প্রধান কার্যক্রম (মে. টন)

প্রধান প্রধান কাজ	ডিপিপি/পিপি/টিএপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৯-২০		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (সংখ্যা/পরিমাণ)	
শীতকালীন সবজি বীজ	৫৫.৫১	৫৫.৫১	৬৩.৪৪	১১৪
গ্রীষ্মকালীন সবজি বীজ	৫১.৮৬	৫১.৮৬	৩১.১১	৬০
পেঁয়াজ বীজ ও বাল্ব বীজ	২০৫.০০	২০৫.০০	২০৫.৫০	১০০
মোট	৩১২.৩৭	৩১২.৩৭	২৯৯.০৫	৯৬

৬.১০. ২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের তথ্যাদি

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন (কর্মকর্তা-কর্মচারী/ডিলার/ফিল্ড ম্যানেজার/কৃষক)	২০১৯-২০		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা/জন)	অর্জন	
কৃষক প্রশিক্ষণ	কৃষক	৪০০ জন	৪০০ জন	১০০

৭. এগ্রো সার্ভিস সেন্টার কার্যক্রম

৭.১ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য

- এগ্রো-সার্ভিস সেন্টার কার্যক্রমের আওতায় বিদ্যমান ১৪টি সেন্টারের মাধ্যমে শাক সবজি, ফুল, ফল উৎপাদন ও বিপণন এবং এসব ফসলসহ ফলদ, বনজ ও ঔষধি বৃক্ষের চারা/গুটি কলম উৎপাদন ও সম্প্রসারণসহ এ জাতীয় ফসলের উৎপাদন বাড়িয়ে দেশের বিদ্যমান পুষ্টি সমস্যা দূরীকরণ এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা পালন;
- এ কার্যক্রমের মাধ্যমে বীজ, চারা, গুটি, কলম, শাকসবজি, ফল, ফুল, মসলা জাতীয় ফসল ইত্যাদি উৎপাদনে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার ও চাষিদেরকে কৃষি উপকরণ সরবরাহ এবং প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন;
- এগ্রো-সার্ভিস সেন্টারের আওতাধীন প্রকল্প এলাকার কৃষকদের শাকসবজি ও ফলমূল উৎপাদনে প্রশিক্ষণ দেয়া। তাছাড়া দানাদার জাতীয় খাদ্যের উপর চাপ কমিয়ে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের লক্ষ্যে প্রচলিত ও প্রবর্তনমূলক সবজি উৎপাদন বাড়িয়ে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের প্রচেষ্টা নেয়া।

দিনাজপুরের এগ্রো সার্ভিস সেন্টারে উৎপাদিত কাঁঠাল

৭.২. কার্যক্রম এলাকা: ৭টি বিভাগ, ১৩টি জেলা, ৪৮টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ময়মনসিংহ	কিশোরগঞ্জ	কিশোরগঞ্জ সদর, হোসেনপুর, করিমগঞ্জ, তাড়াইল, পাকুন্দিয়া, বাজিতপুর, কুলিয়ারচর
	জামালপুর	জামালপুর সদর
রংপুর	দিনাজপুর	দিনাজপুর সদর
	রংপুর	রংপুর সদর, মিঠাপুকুর
রাজশাহী	পাবনা	পাবনা সদর
সিলেট	সিলেট	সিলেট সদর, দক্ষিণ সুরমা
চট্টগ্রাম	বান্দরবান	লামা, আলিকদম, নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবান সদর, রুমাছড়ি
	নোয়াখালী	নোয়াখালী সদর, সুবর্ণচর
খুলনা	খুলনা	খুলনা সদর, ফুলতলা, ডুমুরিয়া, দৌলতপুর, দীঘলিয়া, রূপসা
	মেহেরপুর	মেহেরপুর সদর, গাংনী, মুজিবনগর, চুয়াডাঙ্গা সদর, আলমডাঙ্গা
বরিশাল	বরিশাল	বাকেরগঞ্জ, বাবুগঞ্জ, উজিরপুর
	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী সদর, দুমকি, বাউফল, দশমিনা, মির্জাগঞ্জ, কলাপাড়া, রাঙ্গাবালী, গলাচিপা
	বরগুনা	বরগুনা সদর, বেতাগী, বামনা, আমতলী, পাথরঘাটা

৭.৩	কার্যক্রমের মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২০
৭.৪	কার্যক্রম ব্যয়	:	৫০০.০০ লক্ষ টাকা
৭.৫	২০১৯-২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ	:	৫০০.০০ লক্ষ টাকা
৭.৬	২০১৯-২০ অর্থ বছরে অবমুক্ত	:	৫০০.০০ লক্ষ টাকা
৭.৭	২০১৯-২০ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	৫০০.০০ লক্ষ টাকা
৭.৮	২০১৯-২০ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি	:	১০০%

দিনাজপুরের এগ্রো সার্ভিস সেন্টারে মিশ্র ফসলের বাগান

মেহেরপুরের আমঝুপি এগ্রো সার্ভিস সেন্টারে টমেটোর বাগান

৭.৯. ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের প্রধান প্রধান কার্যক্রম

প্রধান প্রধান কাজ	ডিপিপি/পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৯-২০		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (সংখ্যা/পরিমাণ)	
সবজি	৫৪৬১১.৩৫ মে.টন	৫৪৬১১.৩৫	৫৪৭৪৫.০৮	১০০
মসলা	৫৮৮.০০ মে.টন	৫৮৮.০০	৫৯১.৩৬	১০১
ফলমূল	২৮০০.৬৫ মে.টন	২৮০০.৬৫	২৮১২.০০	১০০
মোট (সবজি, মসলা, ফলমূল)	৫৮০০০ মে.টন	৫৮০০০ মে.টন	৫৮১৫০.৪৪ মে.টন	১০০
সবজি চারা	৩৬৮৮৮৭৪ টি	৩৬৮৮৮৭৪	৩৭৭২৩৮১	১০২
ফুলের চারা	৩০০০০০ টি	৩০০০০০	৩০০২১৫	১০০
চারা/কলম	৪০৬১১২৬ টি	৪০৬১১২৬	৪০৬১৮৫২	১০০
নারিকেল চারা	২৫০০০০০ টি	২৫০০০০০	১৭৫০০০০*	১০০
মোট	৮৫০০০০০ টি	৮৫০০০০০ টি	৮৫০৯৪৪৮ টি	১০০

*বিক্রয়যোগ্য চারা ৭০% এর শতভাগ ধরে

৭.১০. ২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের তথ্যাদি

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন (কর্মকর্তা-কর্মচারী/ডিলার/কিস ম্যানেজার/কৃষক)	২০১৯-২০		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা/জন)	অর্জন	
শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন সবজী উৎপাদন কৌশল	কৃষক	৪২০০ জন	৪২০০ জন	১০০

৭.১১. ২০১৯-২০ অর্থ বছরে সেমিনার/কর্মশালার তথ্যাদি

সেমিনার/কর্মশালার নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন (কর্মকর্তা-কর্মচারী/ডিলার/কিস ম্যানেজার/কৃষক)	২০১৯-২০		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা/জন)	অর্জন	
সেমিনার	উপপরিচালক ও উপসহকারী পরিচালক	৩৫ জন	৩৫ জন	১০০

৮. ভিয়েতনামী খাটো সিয়াম গ্রীন ও সিয়াম ব্লু জাতের নারিকেলের মাতৃবাগান স্থাপন কর্মসূচি

৮.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য

- স্বল্প সময়ে ফল দানকারী ভিয়েতনামী খাটো সিয়াম গ্রীন (Dua X iem X anh) এবং সিয়াম ব্লু (Dua X iem X Luc) জাতের নারিকেল বাগান স্থাপন;
- স্থাপনকৃত ফলবাগান থেকে উৎপাদিত নারিকেল বীজ থেকে চারা উৎপাদন ও চাষি পর্যায়ে বিতরণ;
- স্বল্প সময়ে নারিকেল ফল উৎপাদনপূর্বক চাষির আর্থ সামাজিক উন্নয়ন;
- স্বল্প সময়ে উন্নত জাতের নারিকেল উৎপাদনপূর্বক গ্রামীণ সাধারণ মানুষের পুষ্টি চাহিদা পূরণ;
- ফল উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন।

৮.২. কর্মসূচি এলাকা: ৮টি বিভাগ, ২৫টি জেলা, ৩৩টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	মুক্তাগাছা
	জামালপুর	জামালপুর সদর
রংপুর	দিনাজপুর	দিনাজপুর সদর
	রংপুর	রংপুর সদর
	নীলফামারী	ডোমার
	কুড়িগ্রাম	কুড়িগ্রাম সদর
রাজশাহী	পাবনা	পাবনা সদর, আটঘরিয়া
	বগুড়া	বগুড়া সদর
সিলেট	সিলেট	সিলেট সদর
	হবিগঞ্জ	ইটাখোলা
ঢাকা	গাজীপুর	কাশিমপুর
	কিশোরগঞ্জ	কিশোরগঞ্জ সদর
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	পটিয়া
	বান্দরবান	লামা, বান্দরবান সদর
	নোয়াখালী	নোয়াখালী সদর, সুবর্ণচর
	ফেনী	ফেনী সদর
খুলনা	খুলনা	খুলনা সদর, পাইকগাছা
	যশোর	যশোর সদর
	কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া সদর, মিরপুর
	ঝিনাইদহ	মহেশপুর
	চুয়াডাঙ্গা	জীবননগর
	মেহেরপুর	মেহেরপুর সদর, গাংনী
বরিশাল	বরিশাল	সাকুটিয়া, বাবুগঞ্জ
	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী সদর, দশমিনা
	বরগুনা	বরগুনা সদর

৮.৩ কর্মসূচির মেয়াদ : জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২০
৮.৪ কর্মসূচি ব্যয় : ৩১১.৭৬ লক্ষ টাকা
৮.৫ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ : ১০৪.৯২ লক্ষ টাকা
৮.৬ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে অবমুক্ত : ১০৪.৯২ লক্ষ টাকা
৮.৭ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি : ১০৪.৯২ লক্ষ টাকা
৮.৮ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

[illegible]

৮.৯. ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত কর্মসূচির প্রধান প্রধান কার্যক্রম

প্রধান প্রধান কাজ	ডিপিপি/পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (সংখ্যা/পরিমাণ)	
৫২টি খামার /কেন্দ্রসমূহে স্থাপিত মাতৃবাগানের আন্তঃপরিচর্যা	৫০০০ টি গাছ	৫০০০	৫০০০	১০০

ফসল সাব-সেক্টর: এডিপিভুক্ত প্রকল্প

২০১৯-২০ অর্থ বছরে বিএডিসি কর্তৃক ফসল সাব-সেক্টরে ৭টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উক্ত ৭টি প্রকল্পের অনুকূলে উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ ছিল ১৪২.৪৪ কোটি টাকা, ব্যয় হয়েছে ১৪১.৪৫ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৯৯.৩০%। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বিএডিসি'র বীজ ও উদ্যান উইং কর্তৃক নিম্নোক্ত ৭টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে:

১. ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদনের মাধ্যমে টেকসই পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরণ প্রকল্প;
২. ধান, গম ও পাটের উন্নততর বীজ উৎপাদন ও উন্নয়ন প্রকল্প;
৩. বিএডিসি'র উদ্যান উন্নয়ন বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উদ্যান জাতীয় ফসল সরবরাহ ও পুষ্টি নিরাপত্তা উন্নয়ন প্রকল্প;
৪. বিএডিসি'র বিদ্যমান বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থাদির আধুনিকীকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প;
৫. বিএডিসি'র সবজি বীজ বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প;
৬. প্রাকৃতিক দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত চাঁদপুর বীজ আলু উৎপাদন জোনের চুক্তিবদ্ধ চাষি পুনর্বাসন এবং বীজ আলু সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প;
৭. মানসম্পন্ন বীজআলু উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং কৃষক পর্যায়ে বিতরণ জোরদারকরণ প্রকল্প।

৯. ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদনের মাধ্যমে টেকসই পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরণ প্রকল্প

৯.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- প্রত্যায়িত মানসম্পন্ন ১৭,৫০০ মে.টন ডাল ও তৈল বীজ উৎপাদন ও তা কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;
- ডাল ও তৈল বীজের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের মাধ্যমে জাতীয় পুষ্টি নিরাপত্তায় সহায়তা করা;
- ডাল ও তৈলবীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ সুবিধাদি আধুনিকায়ন করা;
- ডাল ও তৈল বীজের উপর কার্যক্রম ও চুক্তিবদ্ধ চাষিদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
- নতুন প্রযুক্তি চালু, পেশাগত জ্ঞান বৃদ্ধি ও প্রায়োগিক গবেষণার ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন করা।

৯.২ প্রকল্প এলাকা: ০৮টি বিভাগ, ৪৭টি জেলা, ১৪২টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
রংপুর	গাইবান্ধা	ফুলছড়ি, সাঘাটা
	কুড়িগ্রাম	ভুরুঙ্গামারী, ফুলবাড়ী, রাজারহাট, রৌমারী, উলিপুর, কুড়িগ্রাম সদর,
	লালমনিরহাট	আদিতমারী, পাটগ্রাম, হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট সদর
	নীলফামারী	নীলফামারী সদর
	পঞ্চগড়	বোদা, দেবীগঞ্জ, তেতুলিয়া
	রংপুর	বদরগঞ্জ, গংগাচড়া, রংপুর সদর, মিঠাপুকুর, পীরগাছা, পীরগঞ্জ
রাজশাহী	বগুড়া	নন্দীগ্রাম
	নওগাঁ	মান্দা
	নাটোর	লালপুর, নাটোর সদর, বড়াইগ্রাম
	রাজশাহী	বাঘা, চারঘাট, গোদাগাড়ী, পবা, পুঠিয়া, তানোর, রাজপাড়া
	চাপাইনবাবগঞ্জ	গোমস্তাপুর, নাচোল, নবাবগঞ্জ সদর
	পাবনা	আতাইকুলা, আটঘরিয়া, বেড়া, ঈশ্বরদী, পাবনা সদর, সাঁথিয়া, সুজানগর
	সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ সদর
ময়মনসিংহ	জামালপুর	জামালপুর সদর, ইসলামপুর, সরিষাবাড়ি, বকশীগঞ্জ,
	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ সদর, মুক্তাগাছা
	শেরপুর	নকলা, শেরপুর সদর
সিলেট	হবিগঞ্জ	মাধবপুর
ঢাকা	নরসিংদী	নরসিংদী সদর, বেলাবো, মনোহরদী, রায়পুরা, শিবপুর
	কিশোরগঞ্জ	ভৈরব, পাকুন্দিয়া
	ঢাকা	ধামরাই
	টাঙ্গাইল	বাসাইল, দেলদুয়ার, ঘাটাইল, কালিহাতি, মধুপুর, নাগরপুর, সখিপুর, টাঙ্গাইল সদর
	গাজীপুর	কাপাসিয়া, শ্রীপুর
	নারায়ণগঞ্জ	আড়াইহাজার, রূপগঞ্জ

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
	মানিকগঞ্জ	মানিকগঞ্জ সদর, সাটুরিয়া
	ফরিদপুর	ফরিদপুর সদর, বোয়ালমারী, মধুখালী, নগরকান্দা, সদরপুর
	শরীয়তপুর	জাজিরা, ভেদরগঞ্জ, দামুড্যা, গোসাইরহাট, নড়িয়া, শরিয়তপুর সদর
	গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ সদর, টুঙ্গিপাড়া
	মাদারীপুর	মাদারীপুর সদর, কালকিনী
	রাজবাড়ী	রাজবাড়ি সদর
চট্টগ্রাম	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	আশুগঞ্জ, নাসিরনগর, সরাইল, আখাউড়া, বাঞ্ছারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, নবীনগর
	কুমিল্লা	চান্দিনা, দাউদকান্দি, মুরাদনগর
	ফেনী	ফেনী সদর, ছাগলনাইয়া, সোনাগাজী
	চাঁদপুর	হাইমচর
	কক্সবাজার	চকোরিয়া
	নোয়াখালী	কোম্পানীগঞ্জ, বেগমগঞ্জ, সেনবাগ, কবিরহাট
	লক্ষীপুর	কমলনগর, লক্ষীপুর সদর, রায়পুর, রামগঞ্জ
	চট্টগ্রাম	মিরসরাই, ফটিকছড়ি, আনোয়ারা
খুলনা	খুলনা	ডুমুরিয়া, বটিয়াঘাটা
	কুষ্টিয়া	ভেড়ামারা
	ঝিনাইদহ	ঝিনাইদহ সদর, শৈলকুপা, কোটচাঁদপুর, মহেশপুর, কালীগঞ্জ
	চুয়াডাঙ্গা	জীবননগর, আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা সদর, দামুড়হুদা
	মেহেরপুর	মেহেরপুর সদর, গাংনী, মুজিবনগর
বরিশাল	বরিশাল	হিজলা, বরিশাল সদর
	বরগুনা	আমতলী, বামনা
	ঝালকাঠি	ঝালকাঠি সদর, নলছিটি
	ভোলা	ভোলা সদর
	পটুয়াখালী	দশমিনা, পটুয়াখালী সদর

৯.৩	প্রকল্পের মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২০
৯.৪	প্রকল্প ব্যয়	:	১৫৪৬৪.১৪ লক্ষ টাকা
৯.৫	২০১৯-২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ	:	২৯৮৯.০০ লক্ষ টাকা
৯.৬	২০১৯-২০ অর্থ বছরে অবমুক্ত	:	২৯৫৬.৭৬ লক্ষ টাকা
৯.৭	২০১৯-২০ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	২৯৪৭.৯৪ লক্ষ টাকা
৯.৮	২০১৯-২০ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি	:	১০০%

ফরিদপুর ফসল ও তৈলবীজ খামারের সূর্যমুখী বীজ ফসলের মাঠ

মেহেরপুর ফসল ও তৈলবীজ খ. বো. খামারের মটর বীজ ফসলের মাঠ

৯.৯ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	টিএপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৯-২০		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
ভিত্তি বীজ উৎপাদন	মে. টন	৭৯০.০০	১৪৪.০০	১৪৪.০০	১০০
বীজ ক্রয়	মে. টন	১৬৭৯০.০০	৩৪৬২.০০	৩৪৬২.০০	১০০
সানিং ফ্লোর নির্মাণ	বর্গমি.	২১০.০০	১০৫.০০	১০৫.০০	১০০

৯.১০. ২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের তথ্যাদি

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন (কর্মকর্তা-কর্মচারী/ফিল্ড/ফিল্ড ম্যানেজার/কৃষক)	২০১৯-২০		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা/জন)	অর্জন	
চুক্তিবদ্ধ চাষি প্রশিক্ষণ	কৃষক	২৫০	২৫০	১০০

১০. ধান, গম ও ভুট্টার উন্নততর বীজ উৎপাদন ও উন্নয়ন-২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত) প্রকল্প

১০.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- **প্রকল্প মেয়াদে চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে ১,৫০,০০০ মে. টন প্রত্যয়িত মানসম্পন্ন খাদ্যশস্য বীজ (ধান, গম ও ভুট্টা) উৎপাদন** এবং সংগ্রহ,
- **সংগৃহীত বীজের মান পরীক্ষা করা এবং সঠিকভাবে বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ এবং মাঠ পর্যায়ে বিতরণ নিশ্চিত করা;**
- বেসরকারি বীজ উদ্যোক্তাদের বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও উৎপাদিত বীজের মান নিয়ন্ত্রনে সেবা প্রদান।

[illegible] আবাদকৃত গমের বীজ ফসলের মাঠ

রংপুরের গম বীজ ফসলের মাঠ

১০.২ প্রকল্প এলাকা: ৭টি বিভাগ, ৩৫টি জেলা, ১৬৬টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	গাজীপুর	গাজীপুর সদর, শ্রীপুর, কালিয়াকৈর, কাপাসিয়া, কালীগঞ্জ
	টাঙ্গাইল	মির্জাপুর, দেলদোয়ার, বাসাইল, সখিপুর
	নরসিংদী	মনোহরদী, পলাশ
	ঢাকা	ধামরাই
	কিশোরগঞ্জ	কিশোরগঞ্জ সদর, করিমগঞ্জ, তাড়াইল, ইটনা, মিঠামইন, অষ্টগ্রাম, নিকলী, বাজিতপুর, পাকুন্দিয়া, হোসেনপুর, কটিয়াদী, কুলিয়ারচর, ভৈরব
ময়মনসিংহ	শেরপুর	শেরপুর সদর, নকলা
	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ সদর, হালুয়াঘাট, ধোবাউড়া, ফুলপুর, গৌরীপুর, ঈশ্বরগঞ্জ, গফরগাঁও, ভালুকা, ত্রিশাল, ফুলবাড়িয়া, মুক্তাগাছা, নান্দাইল, তারাকান্দা
	জামালপুর	জামালপুর সদর, মেলান্দহ, মাদারগঞ্জ, ইসলামপুর, দেওয়ানগঞ্জ, বকশিগঞ্জ, সরিষাবাড়ি
	নেত্রকোণা	নেত্রকোণা সদর, বারহাট্টা, মোহনগঞ্জ, আটপাড়া, কেন্দুয়া, মদন, খালিয়াজুড়ী, পূর্বধলা, দুর্গাপুর, কলমাকান্দা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
রংপুর	দিনাজপুর	ঘোড়াঘাট, বীরগঞ্জ, বোচাগঞ্জ
	রংপুর	রংপুর সদর, বদরগঞ্জ, পীরগঞ্জ, মিঠাপুকুর, কাউনিয়া, পীরগাছা, তারাগঞ্জ, গঙ্গাচড়া
	নীলফামারী	নীলফামারী সদর, সৈয়দপুর, জলঢাকা
	কুড়িগ্রাম	কুড়িগ্রাম সদর, নাগেশ্বরী, ভুরুঙ্গামারী, ফুলবাড়ী, উলিপুর, চিলমারী, রাজারহাট, রৌমারী, রাজিবপুর
	লালমনিরহাট	লালমনিরহাট সদর, আদিতমারী
	গাইবান্ধা	সুন্দরগঞ্জ, গোবিন্দগঞ্জ
	ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও সদর, বালিয়াডাঙ্গী, পীরগঞ্জ, রানীশংকৈল, হরিপুর
	পঞ্চগড়	বোদা, আটোয়ারী
রাজশাহী	জয়পুরহাট	আক্কেলপুর, ক্ষেতলাল, কালাই
	নওগাঁ	নওগাঁ সদর, রানীনগর
	বগুড়া	বগুড়া সদর, আদমদিঘী, কাহালু, দুপচাঁচিয়া, নন্দীগ্রাম, শেরপুর, ধুনট, সারিয়াকান্দি, সোনাতলা, শিবগঞ্জ, শাহজাহানপুর, গাবতলী
সিলেট	সিলেট	সিলেট সদর, দক্ষিণ সুরমা, কোম্পানিগঞ্জ, বিশ্বনাথ, গোপালগঞ্জ, জকিগঞ্জ, কানাইঘাট, জৈন্তাপুর, গোয়াইনঘাট, বিয়ানীবাজার, বালাগঞ্জ
	হবিগঞ্জ	বাহুবল, নবীগঞ্জ
	মৌলভীবাজার	মৌলভীবাজার সদর, রাজনগর, কমলগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল, কুলাউড়া
	সুনামগঞ্জ	ছাতক, জামালগঞ্জ, ধর্মপাশা
চট্টগ্রাম	কুমিল্লা	চৌদ্দগ্রাম, লাঙ্গলকোট, কুমিল্লা সদর দক্ষিণ, দাউদকান্দি
	লক্ষ্মীপুর	রামগতি, লক্ষ্মীপুর সদর
	নোয়াখালী	নোয়াখালী সদর, সুবর্ণচর, সেনবাগ, বেগমগঞ্জ
	ফেনী	ফেনী সদর, ছাগলনাইয়া, ফুলগাজী, পরশুরাম, সোনাগাজী, দাগনভূঞা
খুলনা	খুলনা	ডুমুরিয়া, কয়রা, পাইকগাছা
	যশোর	শার্শা
	বাগেরহাট	মোড়েলগঞ্জ
	সাতক্ষীরা	সাতক্ষীরা সদর, তালা, কলারোয়া, দেবহাটা, কালীগঞ্জ, শ্যামনগর, আশাশুনি
	ঝিনাইদহ	মহেশপুর, ঝিনাইদহ সদর
	চুয়াডাঙ্গা	জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা সদর, আলমডাঙ্গা, দামুড়হুদা
	মেহেরপুর	মেহেরপুর সদর, গাংনী, মুজিবনগর

১০.৩ প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২০

১০.৪ প্রকল্প ব্যয় : ৩১১৮০.৬৭ লক্ষ টাকা

১০.৫ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ : ৪৫১৭.০০ লক্ষ টাকা

১০.৬ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে অবমুক্ত : ৪৪৮৭.০০ লক্ষ টাকা

১০.৭ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি : ৪৪৭৫.১৮ লক্ষ টাকা

১০.৮ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

চুয়াডাঙ্গায় ভুট্টা বীজ ফসলের মাঠ

১০.৯ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৯-২০		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
ধান, গম ও ভুট্টার বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ	মে.টন	১৫০০০০	২৯৩১০.১১	৩১৬৮৩.২৪	১০৮
ভূমি উন্নয়ন	ঘন মি.	৭০০০	৮০০	৮০০	১০০
সানিং ফ্লোর নির্মাণ	বর্গ মি.	১৫০০	৩০০	৩০০	১০০
সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	রা. মি.	৪৮০০	৮০০	৮০০	১০০
অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ	রা. মি.	[illegible]	৩৪১	৩৪১	১০০
ড্রেন নির্মাণ	রা. মি.	১২৫০	২৫০	২৫০	১০০

১০.১০. ২০১৯-১০ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের তথ্যাদি

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন (কর্মকর্তা-কর্মচারী/ ডিলার/ফিল্ড ম্যানেজার/কৃষক)	২০১৯-২০		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা/জন)	অর্জন	
বীজ উৎপাদন, সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ	কর্মকর্তা	৪০	৪০	১০০

১১. বিএডিসি'র উদ্যান উন্নয়ন বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উদ্যান জাতীয় ফসল সরবরাহ ও পুষ্টি নিরাপত্তা উন্নয়ন প্রকল্প

১১.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- কৃষক ও সরকার খামার পর্যায়ে গুণগতমানসম্পন্ন বিভিন্ন ধরনের ফলমূল, শাক সবজি, ফুল, অর্কিড, শোভাবর্ধনকারী গাছ, ঔষধি গাছ, শাক-সবজির উন্নতজাতের চারা, কলমচারা, টিস্যু-কালচার ও বীজ উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রদর্শনী প্লটে প্রদর্শন, উৎপাদন ও বিতরণ;
- বিভিন্ন উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের আধুনিক ও যুগোপযোগী প্রযুক্তি বিষয়ে প্রকল্প এলাকার চাষি, নার্সারি মালিক এবং বেসরকারি উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
- উদ্যান ফসলের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে, প্রতিকূলতা সহনশীল জাতের উদ্যান ফসলের চাষাবাদে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ এবং টিস্যুকালচারের মাধ্যমে ভাইরাসমুক্ত মাতৃগাছ সম্পন্ন উচ্চমূল্যের উদ্যান ফসলের চারা উৎপাদন ও বিতরণ;
- মহিলা, শিশু ও বৃদ্ধসহ সকল জনগোষ্ঠীর নিকট ফলমূল, শাক সবজি, মসলা ইত্যাদি উদ্যান জাতীয় ফসল সরবরাহের মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক টেকসই পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরণ;
- কৃষি যন্ত্রপাতি, টিস্যুকালচার ল্যাবরেটরি, অফিস ভবন, রাস্তা উন্নয়ন, বিভিন্ন স্থাপনা, সম্প্রসারণ ও উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ।

বগুড়া উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রে পলি টানেলে ফুলের চাষ

১১.২ প্রকল্প এলাকা: ৫টি বিভাগ, ১১টি জেলা, ৬৩টি উপজেলা ও ৪টি সিটি কর্পোরেশন

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	ঢাকা	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন (আরবান কেলন সেন্টার), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন (সবজি ও মৎস্য হিমাগার), ধামরাই, সাভার, কেরানীগঞ্জ
	গাজীপুর	গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন (উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র, কাশিমপুর), শ্রীপুর, কালিয়াকৈর, কাপাসিয়া, কালীগঞ্জ
	টাঙ্গাইল	টাঙ্গাইল সদর (উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র, টাঙ্গাইল), দেলদুয়ার, ঘাটাইল, কালিহাতি, ভুয়াপুর, সখিপুর, বাসাইল
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	গফরগাঁও, ফুলবাড়িয়া, মুক্তাগাছা, ধোবাউড়া, ঈশ্বরগঞ্জ, হালুয়াঘাট, তারাকান্দা, গৌরীপুর
রাজশাহী	রাজশাহী	রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন, পবা, মোহনপুর, তানোর, গোদাগাড়ী
	বগুড়া	বগুড়া সদর, শাহজাহানপুর, শাবতলী, শেরপুর, ধুনট, সারিয়াকান্দি, কাহালু, নন্দিগ্রাম, শিবগঞ্জ
চট্টগ্রাম	চাঁদপুর	মতলব দক্ষিণ
	চট্টগ্রাম	পটিয়া, সাতকানিয়া, বাঁশখালী, আনোয়ারা, বোয়ালখালী, লোহাগড়া, চন্দনাইশ
	কুমিল্লা	কুমিল্লা সদর, নাঙ্গলকোট, মনোহরগঞ্জ, লাকসাম, মেঘনা, তিতাস, মুরাদনগর, বাঙ্গরা বাজার
খুলনা	কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া সদর, মিরপুর, ভেড়ামারা, কুমারখালী, দৌলতপুর, খোকসা
	যশোর	যশোর সদর, ঝিকরগাছা, চৌগাছা, বাঘারপাড়া, মনিরামপুর, শার্শা

১১.৩ প্রকল্পের মেয়াদ : জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২২

১১.৪ প্রকল্প ব্যয় : ১১০৫০.০০ লক্ষ টাকা

১১.৫ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ : ২৫৯০.০০ লক্ষ টাকা

১১.৬ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে অবমুক্ত : ২৫৮৫.৭৯ লক্ষ টাকা

১১.৭ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি : ২৫৮২.২৫ লক্ষ টাকা

১১.৮ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

বগুড়া উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে কৃষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

কাশিমপুর উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রে নিরাপদ ট্রাইকোডার্মা সার উৎপাদন কার্যক্রম

১১.৯ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন:

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৯-২০		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
স্থানীয় বীজ নারিকেল ক্রয়	লক্ষ সংখ্যা	৮.১০	১.৯২	১.৯২	১০০
হাইব্রিড ডোয়ার্ফ নারিকেল চারা	লক্ষ সংখ্যা	০.০৫	০.০২৫	০.০২৫	১০০
সুপারি বীজ ক্রয়	লক্ষ সংখ্যা	২.০০	০.৬৬৬	০.৬৬৬	১০০
নিরাপদ গ্রীষ্ম ও শীতকালীন সবজি উৎপাদনের জন্য বীজ ক্রয়	কেজি	২১০০.০০	৮৭০.০০	৮৭০.০০	১০০
সবজি ও মসলার বীজ ক্রয়	কেজি	৮৭০০.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	১০০
ফলের চারা উৎপাদনের জন্য বীজ ক্রয়	লক্ষ সংখ্যা	২৯.০০	১১.০০	১১.০০	১০০

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৯-২০		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
ঔষধি গাছের চারা উৎপাদনের জন্য বীজ ক্রয়	লক্ষ সংখ্যা	২.৩০	০.৭০	০.৭০	১০০
ফলের গ্রাফট, গুটি উৎপাদনের জন্য গ্রাফটিং মেটেরিয়াল ক্রয়	লক্ষ সংখ্যা	৭.৭৫	৩.০০	৩.০০	১০০
ফুল এবং শোভাবর্ধনকারী গাছের কাটিং, বাডিং, গুটি উৎপাদনের জন্য গ্রাফটিং মেটেরিয়াল ক্রয়	লক্ষ সংখ্যা	৩.০০	১.০০	১.০০	১০০
শাকসবজি ও অন্যান্য বীজ ক্রয়	কেজি	৩২০০.০০	২৪০৪.০০	২৪০৪.০০	১০০
বিভিন্ন প্রদর্শনী প্লট স্থাপন	সংখ্যা	১০৩৮.০০	৩২৪.০০	৩২৪.০০	১০০
দো-আঁশ মাটি দ্বারা ভূমি উন্নয়ন	ঘ.মি.	৩০৭০০.০০	১২২১৭.৬৫	১২২১৭.৬৫	১০০
গোবর সার দ্বারা ভূমি উন্নয়ন	ঘ.মি.	১২৬০০.০০	৫০৬০.০০	৫০৬০.০০	১০০
বারবেড ওয়ার ফেন্সিংসহ সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	রা.মি.	৩৯৮৮.০০	১৩২৩.১৩	১৩২৩.১৩	১০০
ক্যাকটাস শেড	সংখ্যা	০১	০১	০১	১০০
নেট হাউজ	সংখ্যা	২০	২০	২০	১০০
ট্রাইকোডার্মা উৎপাদন শেড	সংখ্যা	০৯	০৯	০৯	১০০
ভার্মিকম্পোস্ট উৎপাদন শেড	সংখ্যা	১০	১০	১০	১০০
ইনসুলেশন এবং ইনসুলেটেড দরজাসহ হিমাগারের দুটি কক্ষ সম্প্রসারণ	সংখ্যা	০২	০২	০২	১০০
হিমাগারের ইনসুলেটেড দরজা	সংখ্যা	০৫	০৫	০৫	১০০

১১.১০. ২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের তথ্যাদি:

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন (কর্মকর্তা-কর্মচারী/ ডিলার/ফিল্ড ম্যানেজার/কৃষক)	২০১৯-২০		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা/জন)	অর্জন	
কৃষক প্রশিক্ষণ	কৃষক	৭০৪০	৭০৪০	১০০
আরবান স্টেকহোল্ডার প্রশিক্ষণ	ডিলার	৩৬০	৩৬০	১০০
প্রযুক্তি হস্তান্তর ও উদ্বুদ্ধকরণ সফর	কৃষক	২২৫	২২৫	১০০
প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ	কর্মকর্তা	২৫৫	২৫৫	১০০
বৈদেশিক শিক্ষা সফর	কর্মকর্তা	০৬	০৬	১০০

১১.১১. ২০১৯-২০ অর্থ বছরে সেমিনার/কর্মশালার তথ্যাদি

সেমিনার/ কর্মশালার নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন (কর্মকর্তা-কর্মচারী/ ডিলার/ফিল্ড ম্যানেজার/কৃষক)	২০১৯-২০		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা/জন)	অর্জন	
Organic community gardening to enhance environmental sustainability practices and increase fruits, vegetables and organic food in urban and rural areas	কর্মকর্তা	১০০ জন	১০০	১০০

১২. বিএডিসি'র বিদ্যমান বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থাদির আধুনিকীকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প

১২.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- বিদ্যমান সুযোগ সুবিধাদি প্রতিস্থাপন, সম্প্রসারণ এবং আধুনিকায়নের মাধ্যমে ২০২১ সাল নাগাদ উচ্চফলনশীল ফল ও সবজি জাতসহ ধান, গম, ভুট্টা, ডাল ও তৈল, পাট, আলু এর ২,৪৯,৮০০ মে.টন মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিতে সহায়তা করা;
- অতি পুরাতন দালানকোঠা ও কৃষি যন্ত্রপাতি পরিবর্তনের মাধ্যমে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের খরচ কমানো;
- ১৬টি বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রের বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি;
- বিদ্যমান ১০০টি বীজ বিক্রয় কেন্দ্র নবায়নের মাধ্যমে বীজের বাজারজাতকরণ কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করা; এবং
- বেসরকারি পর্যায়ের বীজ উদ্যোক্তাদের বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণে সহায়তা প্রদান।

প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত কম্বাইন্ড হারভেস্টার ও ফর্কলিফট

১২.২ প্রকল্প এলাকাঃ ৮টি বিভাগ, ৪৩টি জেলা, ৪৩টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	ঢাকা	ঢাকা সিটি
	টাঙ্গাইল	মধুপুর
	কিশোরগঞ্জ	কিশোরগঞ্জ সদর
	নরসিংদী	নরসিংদী সদর
	ফরিদপুর	ফরিদপুর সদর
	রাজবাড়ী	পাংশা
ময়মনসিংহ	শেরপুর	শেরপুর সদর
	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ সদর
	জামালপুর	জামালপুর সদর
	নেত্রকোণা	নেত্রকোণা সদর
রংপুর	দিনাজপুর	দিনাজপুর সদর
	গাইবান্ধা	গাইবান্ধা সদর
	কুড়িগ্রাম	কুড়িগ্রাম সদর
	নীলফামারী	নীলফামারী সদর
	পঞ্চগড়	পঞ্চগড় সদর
	রংপুর	রংপুর সদর
	ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও সদর
রাজশাহী	পাবনা	পাবনা সদর
	নাটোর	নাটোর সদর
	নওগাঁ	নওগাঁ সদর
	রাজশাহী	রাজশাহী সদর
	বগুড়া	বগুড়া সদর
বরিশাল	বরিশাল	বরিশাল সদর
	বরগুনা	বরগুনা সদর
	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী সদর

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
সিলেট	হবিগঞ্জ	হবিগঞ্জ সদর
	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ সদর
	সিলেট	সিলেট সদর
চট্টগ্রাম	বান্দরবান	বান্দরবান সদর
	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর
	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম সদর
	কুমিল্লা	কুমিল্লা সদর
	কক্সবাজার	কক্সবাজার সদর
	ফেনী	ফেনী সদর
	লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর সদর
	নোয়াখালী	নোয়াখালী সদর
খুলনা	খুলনা	খুলনা সদর
	যশোর	যশোর সদর
	কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া সদর
	মাগুরা	মাগুরা সদর
	ঝিনাইদহ	মহেশপুর
	চুয়াডাঙ্গা	চুয়াডাঙ্গা সদর
	মেহেরপুর	মেহেরপুর সদর

১২.৩ প্রকল্পের মেয়াদ	:	এপ্রিল ২০১৫ হতে ডিসেম্বর ২০১৯
১২.৪ প্রকল্প ব্যয়	:	২৩১৮৮.৫৫ লক্ষ টাকা
১২.৫ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ	:	৪৭.০০ লক্ষ টাকা
১২.৬ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে অবমুক্ত	:	৪৭.০০ লক্ষ টাকা
১২.৭ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	৪৬.৭০ লক্ষ টাকা
১২.৮ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি	:	১০০%

১২.৯ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনঃ

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৯-২০		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
ওয়েট সিড প্রসেসিং প্ল্যান্ট ক্রয়/স্থাপন	সংখ্যা	১	১ (আংশিক)	১ (আংশিক)	১০০

১৩. বিএডিসি'র সবজি বীজ বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প

১৩.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- জাতীয় সবজি বীজ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে খামার ও চাষি পর্যায়ে হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদন নিশ্চিতকরণ;
- সবজি উৎপাদনের একক প্রতি ফলন বাড়ানোর মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের পুষ্টিকর খাবার খাওয়ার মান সমৃদ্ধকরণ;
- বিভিন্ন প্রজাতির ও জাতের হাইব্রিড সবজি বীজের মাতৃ-পিতৃ সারি সংরক্ষণপূর্বক বীজ উৎপাদন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে এই খাতের আমদানি হ্রাসকরণ;
- সবজি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে হাইব্রিড বীজের প্রাপ্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যবহার বাড়ানো;
- কৃষক, বেসরকারি বীজ উৎপাদক, বীজ ডিলার ও এনজিওদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদন সংক্রান্ত বীজ প্রযুক্তির সম্প্রসারণ।

[illegible] উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রে হাইব্রিড টমেটো-৪ এর প্রদর্শন | মেহেরপুরে [illegible] হাইব্রিড বেগুন-৩ এর প্রদর্শন

১৩.২ প্রকল্প এলাকা: ৮টি বিভাগ, ২৪টি জেলা, ৯৫টি উপজেলা ও ৯টি সিটি কর্পোরেশন

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	ঢাকা	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ধামরাই, সাভার, কেরানীগঞ্জ
	গাজীপুর	গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, শ্রীপুর, কালিয়াকৈর, কাপাসিয়া, কালীগঞ্জ
	টাঙ্গাইল	টাঙ্গাইল সদর, মধুপুর, মির্জাপুর, ঘাটাইল, কালিহাতি, ভুয়াপুর
	কিশোরগঞ্জ	কিশোরগঞ্জ সদর, পাকুন্দিয়া, মিঠামইন
ময়মনসিংহ	জামালপুর	জামালপুর সদর, মেলান্দহ, সরিষাবাড়ি
	ময়মনসিংহ	ঈশ্বরগঞ্জ, ভালুকা, মুক্তাগাছা, নান্দাইল
বরিশাল	বরগুনা	বরগুনা সদর, আমতলি
	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী সদর, দুমকি, দশমিনা, কলাপাড়া
	বরিশাল	বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, বানারিপাড়া, মেহেন্দীগঞ্জ, গৌরনদী, বাবুগঞ্জ
রংপুর	রংপুর	রংপুর সিটি কর্পোরেশন, মিঠাপুকুর, কাউনিয়া, পীরগাছা, গংগাচড়া
	গাইবান্ধা	সাঘাটা, ফুলছড়ি, গোবিন্দগঞ্জ
	দিনাজপুর	দিনাজপুর সদর, পার্বতীপুর, ফুলবাড়ি, বিরামপুর, খানসামা, চিরিরবন্দর, বিরল
রাজশাহী	রাজশাহী	রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন, পবা, পুঠিয়া, তানোর, বাঘা, গোদাগাড়ী
	পাবনা	পাবনা সদর, সাথিয়া, বেড়া, আটঘড়িয়া, ভাঙ্গুড়া
	বগুড়া	বগুড়া সদর, দুপচাঁচিয়া, শেরপুর, ধুনট, সারিয়াকান্দি, সোনাতলা
সিলেট	সিলেট	সিলেট সিটি কর্পোরেশন, কোম্পানিগঞ্জ, কানাইঘাট, জৈন্তাপুর, বালাগঞ্জ
চট্টগ্রাম	বান্দরবান	বান্দরবান সদর, রুমা
	নোয়াখালী	নোয়াখালী সদর, সুবর্ণচর
	চট্টগ্রাম	পটিয়া, হাটহাজারী, রাউজান, মিরসরাই
	কুমিল্লা	কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন, হোমনা, চান্দিনা, দাউদকান্দি
খুলনা	মেহেরপুর	মেহেরপুর সদর, গাংনী, মুজিবনগর
	খুলনা	খুলনা সিটি কর্পোরেশন, ডুমুরিয়া, কয়রা, পাইকগাছা, ফুলতলা
	কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া সদর, মিরপুর, ভেড়ামারা, কুমারখালী, দৌলতপুর
	যশোর	যশোর সদর, ঝিকরগাছা, মনিরামপুর, কেশবপুর, শার্শা

১৩.৩ প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৩

১৩.৪ প্রকল্প ব্যয় : ৩৩৬০.০০ লক্ষ টাকা

১৩.৫ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ : ১০২৫.০০ লক্ষ টাকা

১৩.৬ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে অবমুক্ত : ১০২৫.০০ লক্ষ টাকা

১৩.৭ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি : ১০১৭.৪৭ লক্ষ টাকা

১৩.৮ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি : ৯৯.৯০%

১৩.৯ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৯-২০		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
বিভিন্ন জাতের হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদন (হাইব্রিড টমেটো, হাইব্রিড বেগুন, হাইব্রিড করলা, হাইব্রিড মিষ্টি কুমড়া)	কেজি	৪৩৩৫	১১৫০	১০৬৩.৮৫	৯২
প্যারেন্টাল লাইন সংরক্ষণ	কেজি	২৮৩	২.৪১	২.৪১	১০০
মাঠ প্রদর্শনী	সংখ্যা	৫০০	৭২	৭২	১০০
মাঠ দিবস	সংখ্যা	৫০	১২	১২	১০০
বক প্রদর্শনী	সংখ্যা	১০০	১৫	১৫	১০০
মিনি ট্রাক ক্রয় (৩ টন)	সংখ্যা	১	১	১	১০০
পাওয়ার টিলার এবং সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	১০	৫	৫	১০০
মাইক্রো	সংখ্যা	২	২	২	১০০
ময়েশ্চার মিটার	সংখ্যা	১০	১০	১০	১০০
ব্যারিড পাইপ এবং ফিটিংস	মি.	২০০০	১০০০	১০০০	১০০
জার্মিনেটর	সংখ্যা	২	২	২	১০০
ড্রাইং কন্টেইনার	সেট	৩১০০	২৫০০	২৫০০	১০০
ভূমি উন্নয়ন	ঘন মি.	১৫০০০	৬০০০	৬০০০	১০০
নেট হাউজ	সংখ্যা	১২	৫	৫	১০০
পলি হাউজ	সংখ্যা	৫	২	২	১০০
ভার্মি কম্পোস্ট উৎপাদন	মে.টন	৮৬৪	১৭৬	১৭৬	১০০
অফিস ভবন ও কার্যালয় ভবন মেরামত	সংখ্যা	৫	২	২	১০০
অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা মেরামত	সংখ্যা	২৬	১০	১০	১০০

১৩.১০. ২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের তথ্যাদি:

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন (কর্মকর্তা-কর্মচারী/ডিলার/ফিল্ড ম্যানেজার/কৃষক)	২০১৯-২০		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা/জন)	অর্জন	
কৃষক প্রশিক্ষণ	কৃষক	৭২০	৭২০	১০০
কর্মচারী প্রশিক্ষণ	কর্মচারী	২১০	২১০	১০০
বীজ ডিলার/বেসরকারি বীজ উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ	বীজ ডিলার	১৭০	১৭০	১০০
কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ	কর্মকর্তা	১০৫	১০৫	১০০

১৩.১১. ২০১৯-২০ অর্থ বছরে সেমিনার/কর্মশালার তথ্যাদি

সেমিনার/ কর্মশালার নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন (কর্মকর্তা-কর্মচারী/ডিলার/ফিল্ড ম্যানেজার/কৃষক)	২০১৯-২০		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা/জন)	অর্জন	
Extend and Impect of Hybrid Vegetable in Bangladesh	কর্মকর্তা	০১টি	০১টি	১০০

১৪. প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত চাঁদপুর বীজআলু উৎপাদন জোনের চুক্তিবদ্ধ চাষি পুনর্বাসন এবং বীজআলু সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি প্রকল্প

১৪.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত চাঁদপুরে চুক্তিবদ্ধ বীজআলু উৎপাদন জোনের চুক্তিবদ্ধ চাষি পুনর্বাসন;
- হিমাগারে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে বীজআলু বাছাইকরণ, প্যাকেজিং সুবিধা উন্নতকরণ এবং বীজ গুদামের জন্য আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা;
- অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে চুক্তিবদ্ধ চাষি জোনে উৎপাদিত মানসম্মত বীজআলু সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রম সম্পন্নের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিকরণ; এবং
- চাঁদপুরসহ পার্শ্ববর্তী কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, লক্ষ্মীপুর, ফেনী, নোয়াখালী জেলাসমূহের বীজআলুর চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে উল্লেখিত জোনের বীজআলু উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধিকরণ।

প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত বীজ আলুর গ্রেডার মেশিন

১৪.২ প্রকল্প এলাকা: ১টি বিভাগ, ২টি জেলা, ৬টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
চট্টগ্রাম	চাঁদপুর	চাঁদপুর সদর, শাহরাস্তি
	কুমিল্লা	কুমিল্লা সদর দক্ষিণ, লালমাই, লাকসাম, বরুড়া

১৪.৩	প্রকল্পের মেয়াদ	:	অক্টোবর ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২০
১৪.৪	প্রকল্প ব্যয়	:	১১৩৪.০০ লক্ষ টাকা
১৪.৫	২০১৯-২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ	:	৫৭৬.০০ লক্ষ টাকা
১৪.৬	২০১৯-২০ অর্থ বছরে অবমুক্ত	:	৫৭৬.০০ লক্ষ টাকা
১৪.৭	২০১৯-২০ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	৫৭৬.০০ লক্ষ টাকা
১৪.৮	২০১৯-২০ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি	:	১০০%

১৪.৯ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৯-২০		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
বীজ আলুর গ্রেডার মেশিন ক্রয়	সংখ্যা	২	২	২	১০০
বীজ আলুর ড্রায়ার মেশিন ক্রয়	সংখ্যা	২	২	২	১০০
ফর্কলিফট	সংখ্যা	২	২	২	১০০
ভূমি ক্রয় (অধিগ্রহণ)	একর	১.১৫	১.০৯	১.০৯	১০০

১৫. মানসম্পন্ন বীজআলু উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং কৃষক পর্যায়ে বিতরণ জোরদারকরণ প্রকল্প

১৫.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- কৃষকদের মাঝে মানসম্পন্ন বীজ আলু সরবরাহের মাধ্যমে বাংলাদেশে টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;
- সারা দেশের কৃষকদের নিকট সরবরাহের জন্য রোগমুক্ত উচ্চফলনের আধুনিক জাতের বীজ আলু উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ;
- বীজ আলু সংরক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নতুন হিমাগার স্থাপন এবং হিমাগারের সংরক্ষিত বীজ আলুর গুণগত মান বজায় রাখার স্বার্থে বিদ্যমান হিমাগারগুলি আধুনিকায়নের ব্যবস্থা করা;
- চুক্তিবদ্ধ চাষি, বীজ ডিলার, বেসরকারি বীজ উৎপাদনকারী, এনজিও ও সাধারণ কৃষকদের আধুনিক আলু চাষের কলাকৌশলের উপর জ্ঞান এবং দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
- আলুর নতুন জাত জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রদর্শনী প্লট স্থাপন, মাঠ পরিদর্শন ও মাঠ দিবসের আয়োজন করা এবং বিভিন্ন মিডিয়া ব্যবহার করে প্রচারণা চালানো;
- বীজ আলু সর্টিং, গ্রেডিং এবং প্যাকেজিং কার্যক্রমে গ্রামের মানুষ বিশেষ করে নারীদের নিয়োজিতকরণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
- টিস্যু কালচার প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আলুর রোগমুক্ত বীজ এবং নতুন জাত কৃষক পর্যায়ে সম্প্রসারণ;
- হিমাগারের বিদ্যুৎ খরচ সাশ্রয়ের লক্ষ্যে সৌর বিদ্যুৎ প্যানেল স্থাপন করা।

পঞ্চগড়ে অবস্থিত হিমাগারে বীজ আলুর সর্টিং কার্যক্রম

১৫.২ প্রকল্প এলাকা: ৮টি বিভাগ, ৪২টি জেলা, ১৭৮টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	ঢাকা	ঢাকা দক্ষিণ ও উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ধামরাই, সাভার, কেরানীগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, দোহার
	গাজীপুর	গাজীপুর সদর, শ্রীপুর, কালিয়াকৈর
	টাঙ্গাইল	টাঙ্গাইল সদর, মধুপুর, ঘাটাইল, কালিহাতি, গোপালপুর, ধনবাড়ী
	কিশোরগঞ্জ	কিশোরগঞ্জ সদর, পাকুন্দিয়া, হোসেনপুর, ইটনা, তাড়াইল, করিমগঞ্জ
	মানিকগঞ্জ	মানিকগঞ্জ সদর, সাটুরিয়া
	মুন্সিগঞ্জ	মুন্সিগঞ্জ সদর, লৌহজং, শ্রীনগর, গজারিয়া, টংগিবাড়ী, সিরাজদিখান
	ফরিদপুর	ফরিদপুর সদর, বোয়ালমারী
	গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ সদর, কাশিয়ানী, মুকসুদপুর
	মাদারীপুর	মাদারীপুর সদর, কালকিনি
ময়মনসিংহ	জামালপুর	জামালপুর সদর, মেলান্দহ, সরিষাবাড়ি
	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ সদর, মুক্তাগাছা, ঈশ্বরগঞ্জ, নান্দাইল, ফুলপুর
	শেরপুর	শেরপুর সদর, শ্রীবরদী, নকলা, নালিতাবাড়ী
বরিশাল	বরিশাল	বরিশাল সদর, বাবুগঞ্জ, গৌরনদী, আগৈলঝাড়া
	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী সদর, বাউফল, দশমিনা, গলাচিপা
	ভোলা	ভোলা সদর, চরফ্যাশন, লালমোহন, বোরহানউদ্দিন

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
রংপুর	গাইবান্ধা	গাইবান্ধা সদর, সাঘাটা, গোবিন্দগঞ্জ
	ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও সদর, বালিয়াডাঙ্গী, পীরগঞ্জ, রাণীশংকৈল, হরিপুর
	দিনাজপুর	দিনাজপুর সদর, বীরগঞ্জ, পার্বতীপুর, চিরিরবন্দর, বিরল, কাহারোল
	লালমনিরহাট	লালমনিরহাট সদর, কালীগঞ্জ
	কুড়িগ্রাম	কুড়িগ্রাম সদর, নাগেশ্বরী, ভুরুঙ্গামারী, ফুলবাড়ী, রাজারহাট, উলিপুর, চিলমারী, রাজিবপুর
	পঞ্চগড়	পঞ্চগড় সদর, বোদা, আটোয়ারী, দেবীগঞ্জ, তেতুলিয়া
	নীলফামারী	নীলফামারী সদর, সৈয়দপুর, ডোমার, কিশোরগঞ্জ, জলঢাকা, ডিমলা
রাজশাহী	রাজশাহী	পবা, পুঠিয়া, তানোর, দুর্গাপুর, মোহনপুর, বাগমারা, গোদাগাড়ী
	সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ সদর, উল্লাপাড়া, রায়গঞ্জ, শাহজাদপুর, কামারখন্দ
	পাবনা	পাবনা সদর, ঈশ্বরদী, সুজানগর
	বগুড়া	শেরপুর, শাজাহানপুর, নন্দিগ্রাম, কাহালু, শিবগঞ্জ, সারিয়াকান্দি, সোনাতলা
	জয়পুরহাট	জয়পুরহাট সদর, কালাই, আক্কেলপুর, ক্ষেতলাল, পাঁচবিবি
	নওগাঁ	নওগাঁ সদর, মহাদেবপুর, আত্রাই, নিয়ামতপুর, বদলগাছী
সিলেট	মৌলভীবাজার	শ্রীমঙ্গল, কমলগঞ্জ, কুলাউড়া
	হবিগঞ্জ	হবিগঞ্জ সদর, মাধবপুর
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	পটিয়া, হাটহাজারী, চন্দনাইশ, লোহাগাড়া সাতকানিয়া
	কুমিল্লা	দাউদকান্দি, হোমনা, তিতাস, মেঘনা, লাকসাম
	চাঁদপুর	চাঁদপুর সদর, শাহরাস্তি, হাজীগঞ্জ, মতলব, ফরিদগঞ্জ
	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর
	কক্সবাজার	কক্সবাজার সদর, চকোরিয়া, রামু
খুলনা	মেহেরপুর	মেহেরপুর সদর, গাংনী, মুজিবনগর
	ঝিনাইদহ	ঝিনাইদহ সদর, মহেশপুর কালীগঞ্জ, কোটচাঁদপুর, হরিনাকুন্ডু
	কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া সদর, মিরপুর, ভেড়ামারা, কুমারখালী, খোকসা
	যশোর	যশোর সদর, ঝিকরগাছা, চৌগাছা
	চুয়াডাঙ্গা	চুয়াডাঙ্গা সদর, দামুরহুদা, জীবননগর, আলমডাঙ্গা
	বাগেরহাট	চিতলমারী
	সাতক্ষীরা	সাতক্ষীরা সদর, শ্যামনগর, কালীগঞ্জ, দেবহাটা, তালা

১৫.৩ **প্রকল্পের মেয়াদ** : **সেপ্টেম্বর ২০১৯ হতে জুন ২০২৪**
১৫.৪ প্রকল্প ব্যয় : ৫৯৫৯৬.১২ লক্ষ টাকা
১৫.৫ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ : ২৫০০.০০ লক্ষ টাকা
১৫.৬ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে অবমুক্ত : ২৫০০.০০ লক্ষ টাকা
১৫.৭ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি : ২৪৯৯.৫৫ লক্ষ টাকা
১৫.৮ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

বীজআলু

[illegible] টিস্যু কালচার ল্যাব পরিদর্শন করছেন [illegible]

১৫.৯ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন:

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৯-২০		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
খামারে বীজ উৎপাদন	মে.টন	১২৪৪৮.৯৪	২৯১৫.২৪	২৯১৫.২৪	১০০
বীজের আনুষঙ্গিক খরচ	মে.টন	১৯৬৮২৪.৬৬	৩৩৪৫৩.৫৪	৩৩৪৫৩.৫৪	১০০
মোটরযান ক্রয়	সংখ্যা	১৫	১৫	১৫	১০০
কৃষি ও সেচ যন্ত্রপাতি এবং খুচরা যন্ত্রাংশ	সংখ্যা	৪১৪	৫০	৫০	১০০
কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	সংখ্যা	২০	১০	১০	১০০
অফিস সরঞ্জাম (ফটোকপিয়ার, ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া)	সংখ্যা	৭০	১৫	১৫	১০০
আসবাবপত্র	সংখ্যা	১০৫০	২০	২০	১০০
বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম	সংখ্যা	৫৭৮	২৫৮	২৫৮	১০০
বস্তা ক্রয়	লক্ষ সংখ্যা	৬৭.৪৮	৬.৫২	৬.৫২	১০০
ট্রিপল ক্রয়	সংখ্যা	৪০০০	২০০	২০০	১০০
অন্যান্য (রেমিডিয়েশনেড, গ্যারেজ, শেড, রাস্তা, ইলেকট্রিকসাবস্টেশন রুম, ইন্সপেকশন রুম ইত্যাদি)	সংখ্যা	২৫	০৫	০৫	১০০

১৫.১০. ২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের তথ্যাদি

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন (কর্মকর্তা-কর্মচারী/ ডিলার/বীজ ব্যবসায়ী/কৃষক)	২০১৯-২০		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা/জন)	অর্জন	
বীজআলু উৎপাদন, সংগ্রহ, সংরক্ষণ, মাননিয়ন্ত্রণ ও বালাই ব্যবস্থাপনা	চুক্তিবদ্ধ চাষি/বেসরকারি বীজ উৎপাদক/এনজিও কর্মী	৪৫০	৪৫০	১০০

অধ্যায়-৩

ক্ষুদ্রসেচ উইং

অধ্যায়-৩

ক্ষুদ্রসেচ উইং

ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সেচ অন্যতম অপরিহার্য কৃষি উপকরণ। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে বিএডিসি ক্ষুদ্রসেচ ব্যবস্থাপনায় দেশব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। সেচ সুবিধা, সেচ প্রযুক্তি ও সেচ এলাকা সম্প্রসারণের জন্য ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বিএডিসি কর্তৃক ১৮টি সেচ প্রকল্প ও ১৭টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

সেচ সাব-সেক্টর: রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচি

কৃষি জমি সেচের আওতায় আনয়ন তথা খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির নিমিত্ত ২০০৮-০৯ অর্থ বছর হতে বিভিন্ন প্রকল্পের পাশাপাশি ক্ষুদ্রসেচ কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু করা হয়। কৃষি জমিতে সেচ প্রদান ও সেচ এলাকা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বিএডিসি'র ক্ষুদ্রসেচ উইং কর্তৃক ১৭টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ সকল কর্মসূচির মাধ্যমে খাল পুনঃখনন, ভূপরিস্থ সেচনালা, ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ, ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণ, সেচ অবকাঠামো নির্মাণ, শক্তিচালিত পাম্প স্থাপন, গভীর নলকূপ স্থাপন ও পুনর্বাসন, আর্টেসিয়ান নলকূপ স্থাপন, সৌরশক্তিচালিত পাম্প ও ডাগওয়েল স্থাপন, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ১৭টি সেচ কর্মসূচির অনুকূলে রাজস্ব বাজেটে বরাদ্দ ছিল ৪২.২৮ কোটি টাকা, ব্যয় হয়েছে ৪২.০৬ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৯৯.৪৭%।

২০১৯-২০ অর্থ বছরে বিএডিসি কর্তৃক নিম্নোক্ত ১৭টি সেচ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে:

১. নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি;
২. ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বিজয়নগর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলার ভূপরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ কর্মসূচি;
৩. শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলার চেল্লাখালীতে নির্মিত রাবার ড্যামের তীর সংরক্ষণ ও পানির ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গভীরতা বৃদ্ধি কর্মসূচি;
৪. নেত্রকোণা জেলার কলমাকান্দা উপজেলার হাওরে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও বর্ষাকালের নিষ্কাশন ও দ্রুত ফসল পরিবহন সুবিধা প্রদান কর্মসূচি;
৫. চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও সম্পূরক সেচ উন্নয়ন কর্মসূচি;
৬. বান্দরবান জেলার সৌরশক্তিচালিত পাম্পের সাহায্যে ভূপরিস্থ পানি ব্যবহার করে ফল ও সবজিবাগানে সেচ সম্প্রসারণ কর্মসূচি;
৭. নবায়নযোগ্য জ্বালানী ব্যবহার করে খাগড়াছড়ি পাহাড়ী এলাকায় ভূপরিস্থ পানির মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি;
৮. কুড়িগ্রাম জেলার সদর, উলিপুর ও চিলমারী উপজেলার চরাঞ্চলে পোর্টেবল সেচ বিতরণ ব্যবস্থা নির্মাণের মাধ্যমে সেচ এলাকা সম্প্রসারণ কর্মসূচি;
৯. যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলার ফুল এবং সবজি উৎপাদন সম্প্রসারণে ড্রিপ ইরিগেশন কর্মসূচি;
১০. বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলার বীরশ্রেষ্ঠ মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর ইউনিয়নে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি;
১১. পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলার ভূপরিস্থ পানির সাহায্যে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি কর্মসূচি;
১২. সাম্প্রতিক বন্যায় (আগস্ট-২০১৭) দিনাজপুর জেলায় ক্ষতিগ্রস্ত লো-লিফট পাম্প (এলএলপি) ও গভীর নলকূপ পুনর্বাসন কর্মসূচি;
১৩. মুন্সিগঞ্জ জেলায় ভূপরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি;
১৪. গোপালগঞ্জ জেলার গোপালগঞ্জ সদর উপজেলায় সেচকাজে ভূপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি কর্মসূচি;
১৫. গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী ও মুকসুদপুর উপজেলার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ এবং সেচ এলাকা সম্প্রসারণ কর্মসূচি;
১৬. নোয়াখালী জেলার কবিরহাট ও কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও সম্পূরক সেচের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি কর্মসূচি এবং
১৭. খুলনা জেলার ডাকাতিয়া বিল জলাবদ্ধতা নিরসন ও ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি।

১. নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি

১.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য

- ২০টি সোলার চালিত পাম্প স্থাপনের মাধ্যমে অতিরিক্ত ১৬০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা নিশ্চিত করা;
- খাল-নালা পুনঃখনন, পুকুর খনন/সংস্কার ও সেচ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে ভূপরিস্থ পানির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে প্রায় ৬২০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান;
- সেচ পানির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে সেচ এলাকা সম্প্রসারণের মাধ্যমে ১৯৫০ মে.টন খাদ্যশস্য উৎপাদন।

নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলার চর-জুবলী ইউনিয়নে খাল পুনঃখনন কাজ

১.২ কর্মসূচি এলাকা: ০১টি বিভাগ, ০১টি জেলা, ০১টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
চট্টগ্রাম	নোয়াখালী	সুবর্ণচর

১.৩ কর্মসূচির মেয়াদ : জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২০
১.৪ কর্মসূচির ব্যয় : ৮৯১.০০ লক্ষ টাকা
১.৫ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ : ৩১০.৭০ লক্ষ টাকা
১.৬ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে অবমুক্ত : ৩১০.৭০ লক্ষ টাকা
১.৭ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি : ৩১০.৬৯ লক্ষ টাকা
১.৮ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

১.৯ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন:

কার্যক্রমের নাম	একক	পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৯-২০		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
০.৫ কিউসেক সোলার চালিত পাম্প স্থাপন	সংখ্যা	২০	১০	১০	১০০
খাল পুনঃখনন ও সংস্কার	কি. মি.	১৫	০২	০২	১০০
পুকুর পুনঃখনন ও সংস্কার	সংখ্যা	০৫	০১	০১	১০০
সোলার চালিত পাম্প দিয়ে ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	সংখ্যা	২০	০৫	০৫	১০০
ওয়াটার পাসিং নির্মাণ (বড়)	সংখ্যা	১০	০৩	০৩	১০০
ওয়াটার পাসিং নির্মাণ (ছোট)	সংখ্যা	১৫	০৪	০৪	১০০

২. ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বিজয়নগর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলায় ভূপরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ কর্মসূচি

২.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য

- আধুনিক সেচ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ৭০০ হেক্টর জমিতে কম খরচে সেচ সুবিধা প্রদান;
- খাল পুনঃখনন, ভূগর্ভস্থ সেচনালা ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করে সেচ এলাকা বৃদ্ধি এবং ৩৫০০ মে.টন খাদ্যশস্য উৎপাদন।

২.২ কর্মসূচি এলাকা: ০১টি বিভাগ, ০১টি জেলা, ০২টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
চট্টগ্রাম	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর ও বিজয়নগর

২.৩ কর্মসূচির মেয়াদ : জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২২
২.৪ কর্মসূচির ব্যয় : ৯৫৬.০০ লক্ষ টাকা
২.৫ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ : ৪৭.০০ লক্ষ টাকা
২.৬ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে অবমুক্ত : ৪৭.০০ লক্ষ টাকা
২.৭ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি : ৪৬.৪৬ লক্ষ টাকা
২.৮ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

২.৯ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন:

কার্যক্রমের নাম	একক	পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৯-২০		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (প্রতিটি ৬০০ মি.)	সংখ্যা	১৫	০৩	০৩	১০০
হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ	সংখ্যা	০৫	০১	০১	১০০

২.১০. ২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের তথ্যাদি

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরণ (কর্মকর্তা-কর্মচারী/ ডিলার/স্কিম ম্যানেজার/কৃষক)	২০১৯-২০		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা/জন)	অর্জন	
সেচ ব্যবস্থাপনা ও সেচযন্ত্র রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা সংক্রান্ত	স্কিম ম্যানেজার/কৃষক	৬০	৬০	১০০

৩. শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলায় চেল্লাখালীতে নির্মিত রাবার ড্যামের তীর সংরক্ষণ ও পানির ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গভীরতা বৃদ্ধি কর্মসূচি

৩.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্যঃ

- চেল্লাখালী রাবার ড্যামের দুই পাড়ে মোট ১.৬০ কি.মি. বাঁধ সিসি ব্লক ও পাইল ওয়াল দ্বারা নির্মাণের মাধ্যমে কৃত্রিম জলাধার তৈরি করে প্রায় ২৩০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান;
- নির্মিত জলাধারের তলদেশে জমাকৃত পলিমাটি/বালু পুনঃখনন করে জলাধারের পানি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- ভূপরিস্থ পানির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে সেচ এলাকা সম্প্রসারণপূর্বক অতিরিক্ত ১০০০ মে.টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা।

শেরপুর জেলায় চেল্লাখালী রাবার ড্যামের সিসি ব্লক ও গাইড ওয়াল নির্মাণ

৩.২ কর্মসূচি এলাকা: ০১টি বিভাগ, ০১টি জেলা, ০১টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ময়মনসিংহ	শেরপুর	নালিতাবাড়ি

৩.৩	**কর্মসূচির মেয়াদ**	:	**জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২১**
৩.৪	**কর্মসূচির ব্যয়**	:	**৬৫৫.৫০ লক্ষ টাকা**
৩.৫	২০১৯-২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ	:	২৫২.৫০ লক্ষ টাকা
৩.৬	২০১৯-২০ অর্থ বছরে অবমুক্ত	:	২৫২.৫০ লক্ষ টাকা
৩.৭	২০১৯-২০ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	২৫২.৫০ লক্ষ টাকা
৩.৮	২০১৯-২০ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি	:	১০০%

৩.৯ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন:

কার্যক্রমের নাম	একক	পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৯-২০		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
চেল্লাখালী জলাধার পুনঃখনন	কি.মি.	১.৯২	১.৯২	১.৯২	১০০
রাবার ড্যামের সিসি ব্লক ও গাইড ওয়াল নির্মাণ	কি.মি.	১.০৯	০.৩৬	০.৩৬	১০০

৪. নেত্রকোণা জেলার কলমাকান্দা উপজেলায় হাওরে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও কৃষকদের নিরাপদ ও দ্রুত ফসল পরিবহন সুবিধা প্রদান কর্মসূচি

৪.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য:

- আগাম বন্যা ও ভারী বর্ষণের ফলে কৃষকদের ফসল রক্ষার্থে, নিরাপদ ও দ্রুত কৃষি পণ্য পরিবহনের জন্য এবং কৃষকদের ধান চাষে উৎসাহিত করতে ১০০০ মিটার গোপাট পাকাকরণ;
- ৬ কি.মি. খাল পুনঃখননের মাধ্যমে খালের পানি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণের মাধ্যমে অতিরিক্ত ১২০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদানসহ অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদন ও
- সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন ও লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে পানির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

নেত্রকোণা জেলার কলমাকান্দা উপজেলায় হিন্দুরাজার খাল খনন/পুনঃখনন কার্যক্রম

নেত্রকোণা জেলার কলমাকান্দা উপজেলায় গোপাট পাকাকরণ

৪.২ কর্মসূচি এলাকা: ০১টি বিভাগ, ০১টি জেলা, ০১টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ময়মনসিংহ	নেত্রকোণা	কলমাকান্দা

৪.৩	কর্মসূচির মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১
৪.৪	কর্মসূচির ব্যয়	:	১৮৪.৫০ লক্ষ টাকা
৪.৫	২০১৯-২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ	:	১০৬.০০ লক্ষ টাকা
৪.৬	২০১৯-২০ অর্থ বছরে অবমুক্ত	:	১০৬.০০ লক্ষ টাকা
৪.৭	২০১৯-২০ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	১০৬.০০ লক্ষ টাকা
৪.৮	২০১৯-২০ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি	:	১০০%

৪.৯ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনঃ

কার্যক্রমের নাম	একক	পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৯-২০		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
ফ্লোপ টি পাক	মিটার	৫০০	৫০০	৫০০	১০০
খাল পুনঃখনন/সংস্কার	কি.মি.	০৪	০৪	০৪	১০০
আরসিসি/ ইউপিভিসি আউটলেট নির্মাণ	সংখ্যা	২৪	২৪	২৪	১০০
কনডুয়িট/ ওয়াটার পাস নির্মাণ	সংখ্যা	০২	০২	০২	১০০

৫. চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও সম্পূরক সেচ উন্নয়ন কর্মসূচি

৫.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্যঃ

- ৪৫ কিলোমিটার খাল মজা খাল পুনঃখননের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও সম্পূরক সেচ প্রদান করে অতিরিক্ত ৪৫০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান;
- ১০টি ১-কিউসেক এলএলপি এবং ০২টি ১-কিউসেক সোলার পাম্প স্থাপন ও ভূগর্ভস্থ সেচনালা (বারিড পাইপ) নির্মাণের মাধ্যমে ১৭০ হেক্টর জমিতে অতিরিক্ত সেচ সুবিধা প্রদান;
- সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন ও লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ভূপরিস্থ পানির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে উৎপাদন খরচ হ্রাসকরণসহ সেচ এলাকা সম্প্রসারণপূর্বক অতিরিক্ত ৩১০০ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদন;
- ৩০০ জন ম্যানেজার/ চালক/ স্কিমম্যান/ পাম্প অপারেটর ও কৃষকদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষি ও সেচ বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলায় স্থাপিত ০১ কিউসেক সোলার সেচপাম্প

চট্টগ্রাম জেলায় রাউজান উপজেলায় সেচ স্কীমের ভূগর্ভস্থ সেচনালা

৫.২ কর্মসূচি এলাকাঃ ১টি বিভাগ, ১টি জেলা, ১টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	রাউজান

৫.৩	কর্মসূচির মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২০
৫.৪	কর্মসূচির ব্যয়	:	৯৮৫.০০ লক্ষ টাকা
৫.৫	২০১৯-২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ	:	৩৯৫.০০ লক্ষ টাকা
৫.৬	২০১৯-২০ অর্থ বছরে অবমুক্ত	:	৩৯৫.০০ লক্ষ টাকা
৫.৭	২০১৯-২০ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	৩৯০.২২ লক্ষ টাকা
৫.৮	২০১৯-২০ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি	:	১০০%

৫.৯ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনঃ

কার্যক্রমের নাম	একক	পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৯-২০		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
৫-কিউসেক এলএলপি	সেট	১০	৫	৫	১০০
১-কিউসেক এলএলপির জন্য সৌরশক্তি চালিত পাম্প স্থাপন	সেট	০২	০২	০২	১০০
খাল মজা খাল পুনঃখনন	কি.মি.	৪৫	২০	২০	১০০
আরসিসি আউটলেট, ২ মুখ ভাল্ব	সংখ্যা	২০০	৮০	৮০	১০০
১ কিউসেক ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	সংখ্যা	১০	০৫	০৫	১০০
পাইপ কালভার্ট নির্মাণ	সংখ্যা	৩১	১৫	১৫	১০০
বক্স কালভার্ট নির্মাণ	সংখ্যা	১৫	০৫	০৫	১০০

৫.১০. ২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের তথ্যাদি

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন (কর্মকর্তা-কর্মচারী/ ডিলার/স্কিম ম্যানেজার/কৃষক)	২০১৯-২০		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা/জন)	অর্জন	
কৃষক প্রশিক্ষণ	স্কিম ম্যানেজার/ কৃষক	৯০	৯০	১০০

৬. বান্দরবান জেলায় সৌরশক্তিচালিত পাম্পের সাহায্যে ভূপরিস্থ পানি ব্যবহার করে ফল ও সবজি বাগানে সেচ সম্প্রসারণ কর্মসূচি

৬.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য

- সৌরশক্তি চালিত পাম্প স্থাপন, ছড়া/খাল পুনঃখনন, ক্রিবাঁধ নির্মাণ ও লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে পাহাড়ের ঢালে ও পাহাড়ের পাদদেশে সমতল ভূমিতে ভূপরিস্থ পানি ব্যবহার করে ফল ও সবজি বাগানে সেচ এলাকা সম্প্রসারণপূর্বক অতিরিক্ত ৪০০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান।

বান্দরবন জেলায় কর্মসূচির আওতায় নির্মিত বারিড পাইপ

৬.২ কর্মসূচি এলাকাঃ ১টি বিভাগ, ১টি জেলা, ৭টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
চট্টগ্রাম	বান্দরবান	বান্দরবান সদর, লামা, নাইক্ষ্যংছড়ি, রোয়াংছড়ি, আলীকদম, রুমা, থানচি

৬.৩	কর্মসূচির মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২০
৬.৪	কর্মসূচির ব্যয়	:	৯২৫.০০ লক্ষ টাকা
৬.৫	২০১৯-২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ	:	৩৭৭.৩৪ লক্ষ টাকা
৬.৬	২০১৯-২০ অর্থ বছরে অবমুক্ত	:	৩৭৭.৩৪ লক্ষ টাকা
৬.৭	২০১৯-২০ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	৩৭৭.১৪ লক্ষ টাকা
৬.৮	২০১৯-২০ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি	:	১০০%

৬.৯ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন:

কার্যক্রমের নাম	একক	পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৯-২০		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
সৌরশক্তি চালিত পাম্প স্থাপন	সংখ্যা	২৬	১০	১০	১০০
ড্রিপ ইরিগেশন স্থাপন	সংখ্যা	১৫	০৫	০৫	১০০
খাল পুনঃখনন	কি.মি.	১৫	০৫	৫.৫	১১০
আরসিসি আউটলেট	সংখ্যা	১২০	৪০	৪০	১০০
ওয়াটার কন্ট্রোল স্ট্রাকচার নির্মাণ	সংখ্যা	১৪	০৫	০৫	১০০
সৌরশক্তিচালিত পাম্প স্থাপন	সংখ্যা	২৬	০৫	০৫	১০০

৭. নবায়নযোগ্য জ্বালানী ব্যবহার করে খাগড়াছড়ি পাহাড়ী এলাকায় ভূপরিস্থ পানির মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি

৭.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য

- সৌর পাম্প চালিত সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন, ঝিরিবাঁধ নির্মাণ, ছড়া/খাল পুনঃখনন ও লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ভূপরিস্থ পানির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে সেচ এলাকা সম্প্রসারণপূর্বক অতিরিক্ত ৩৭০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদানসহ ৯২৫ মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন।

খাগড়াছড়ি জেলার মহালছড়ি উপজেলায় নির্মিত ঝিরিবাঁধ

৭.২ কর্মসূচি এলাকা: ১টি বিভাগ, ১টি জেলা, ৮টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
চট্টগ্রাম	খাগড়াছড়ি	খাগড়াছড়ি সদর, লক্ষীছড়ি, পানছড়ি, মানিকছড়ি, রামগড়, মাটিরাঙ্গা, গুইমারা, দীঘিনালা

৭.৩	কর্মসূচির মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২০
৭.৪	কর্মসূচির ব্যয়	:	৮৩৩.০০ লক্ষ টাকা
৭.৫	২০১৯-২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ	:	৩৩৯.৫২ লক্ষ টাকা
৭.৬	২০১৯-২০ অর্থ বছরে অবমুক্ত	:	৩৩৯.৫২ লক্ষ টাকা
৭.৭	২০১৯-২০ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	৩৩৬.৭৯ লক্ষ টাকা
৭.৮	২০১৯-২০ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি	:	১০০%

৭.৯ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন:

কার্যক্রমের নাম	একক	পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৯-২০		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
খাল পুনঃখনন	কি.মি.	০৫	০৫	৫.৫	১১০
সৌরশক্তিচালিত পাম্প স্থাপন	সংখ্যা	২০	২০	২০	১০০
ডাগওয়েল স্থাপন	সংখ্যা	০১	০১	০১	১০০
ওয়াটার কন্ট্রোল স্ট্রাকচার	সংখ্যা	০৫	০৫	০৫	১০০
ড্রিপ ইরিগেশন স্থাপন	সংখ্যা	০৫	০৫	০৫	১০০
আরসিসি আউটলেট	সংখ্যা	৪০	৪০	৪০	১০০

৮. কুড়িগ্রাম জেলার সদর, উলিপুর ও চিলমারী উপজেলার চরাঞ্চলে পোর্টেবল সেচ বিতরণ ব্যবস্থা নির্মাণের মাধ্যমে সেচ এলাকা সম্প্রসারণ কর্মসূচি

৮.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য

- কর্মসূচি এলাকায় ২০ টি ০.৫ কিউসেক সোলার পাম্প স্থাপন, ৪০টি পোর্টেবল সেচ বিতরণ ব্যবস্থা নির্মাণ, ১০টি স্প্রিংকলার ও ১০টি ড্রিপ সেচ ব্যবস্থা প্রদর্শনী প্লট স্থাপনের মাধ্যমে ৪৮০ হেক্টর অতিরিক্ত জমি সেচের আওতায় এনে অতিরিক্ত ১৪৪০ মে.টন খাদ্য শস্য উৎপাদন করা;
- ৬ কি.মি. ফিতা পাইপ ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং স্বল্প পানি ব্যবহারকারী ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
- কর্মসূচি এলাকায় ৬০০ জন কৃষক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সেচের পানির অপচয় রোধ সম্পর্কে সচেতন করা।

কুড়িগ্রাম সদরে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

৮.২ কর্মসূচি এলাকা: ১টি বিভাগ, ১টি জেলা, ৩টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
রংপুর	কুড়িগ্রাম	কুড়িগ্রাম সদর, উলিপুর, চিলমারী

৮.৩	কর্মসূচির মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২০
৮.৪	কর্মসূচির ব্যয়	:	৮৭১.৬০ লক্ষ টাকা
৮.৫	২০১৯-২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ	:	৩২৫.৪০ লক্ষ টাকা
৮.৬	২০১৯-২০ অর্থ বছরে অবমুক্ত	:	৩২৫.৪০ লক্ষ টাকা
৮.৭	২০১৯-২০ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	৩২৫.৪০ লক্ষ টাকা
৮.৮	২০১৯-২০ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি	:	১০০%

৮.৯ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন:

কার্যক্রমের নাম	একক	পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৯-২০		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
০.৫ কিউসেক সোলার পাম্প স্থাপন	সংখ্যা	২০	১০	১০	১০০
পোর্টেবল সেচ বিতরণ	সংখ্যা	৪০	১০	১০	১০০
স্প্রিংকলার সেচ ব্যবস্থাপনা প্রদর্শনী প্লট স্থাপন	সংখ্যা	১০	০৪	০৪	১০০
ড্রিপ সেচ ব্যবস্থার প্রদর্শনী প্লট স্থাপন	সংখ্যা	১০	০৪	০৪	১০০

৮.১০. ২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের তথ্য

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন (কর্মকর্তা-কর্মচারী/স্কিম ম্যানেজার/কৃষক)	২০১৯-২০		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা/জন)	অর্জন	
সেচ স্কীমের কৃষকদের "খামারে সেচ ব্যবস্থাপনা ও সেচ দক্ষতা" বিষয়ে প্রশিক্ষণ	কৃষক	১৫০	১৫০	১০০

৯. যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলায় ফুল এবং সবজি উৎপাদন সম্প্রসারণে ড্রিপ ইরিগেশন কর্মসূচি

৯.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য

- নিরাপদ সবজি, ফল ও ফুল উৎপাদন ও
- ৯৫%পানির অপচয় রোধকরণ।

যশোর জেলার গদখালীতে বিএডিসি কর্তৃক নির্মিত পলিহাউজ ও ডাগওয়েল

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান এবং বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুল ইসলাম গদখালী যশোরে পলি হাউজে নিরাপদ সবজি ও ফুল চাষ পরিদর্শন করেন

৯.২ কর্মসূচি এলাকা: ১টি বিভাগ, ১টি জেলা, ১টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
খুলনা	যশোর	ঝিকরগাছা

৯.৩	কর্মসূচির মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২০
৯.৪	কর্মসূচির ব্যয়	:	৭০৬.০০ লক্ষ টাকা
৯.৫	২০১৯-২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ	:	২৪৭.০০ লক্ষ টাকা
৯.৬	২০১৯-২০ অর্থ বছরে অবমুক্ত	:	২৪৭.০০ লক্ষ টাকা
৯.৭	২০১৯-২০ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	২৩৬.২৬ লক্ষ টাকা
৯.৮	২০১৯-২০ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি	:	১০০%

৯.৯ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন:

কার্যক্রমের নাম	একক	পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৯-২০		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
সৌরশক্তি চালিত পাম্প স্থাপন	সংখ্যা	০৮	০৮	০৮	১০০
ড্রিপ ইরিগেশন স্থাপন	সংখ্যা	০৮	০৮	০৮	১০০
খাল পুনঃখনন	কি.মি.	০২	০২	০২	১০০
ওয়াটার পাসিং/কলভার্ট	সংখ্যা	১০	১০	১০	১০০
ফুল/সবজি শেড নির্মাণ	সংখ্যা	০১	০১	০১	১০০
ডাগওয়েল স্থাপন	সংখ্যা	০৫	০৫	০৫	১০০
রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং অবকাঠামো নির্মাণ	সংখ্যা	০১	০১	০১	১০০

১০. বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলার বীরশ্রেষ্ঠ মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর ইউনিয়ন ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি

১০.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য

- ৪.৫০ কিলোমিটার ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণ করে পরবর্তী প্রায় ৩০০ হেক্টর জমিতে চাষাবাদের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে ইউনিয়নের ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
- ২৫ কিলোমিটার খাল মজা খাল পুনঃখননের মাধ্যমে জোয়ারের পানি খালে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি করে খালের পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধিপূর্বক অতিরিক্ত ৫০০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রধান;
- ০৬ টি ২ কিউসেক সেচ স্কীমে ভূগর্ভস্থ সেচনালা (বারিড পাইপ) নির্মাণের মাধ্যমে ৬০ হেক্টর জমিতে অতিরিক্ত সেচ সুবিধা প্রদান;
- দুই (২) টি ১-কিউসেক সোলার পাম্প (ভূগর্ভস্থ সেচনালাসহ) স্থাপনের মাধ্যমে ২০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ;
- সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন ও লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ভূপরিস্থ পানির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে উৎপাদন খরচ হ্রাস করাসহ সেচ এলাকা সম্প্রসারণপূর্বক অতিরিক্ত ৩৫২০ মেট্রিক টন খাদ্য শস্য উৎপাদন।

বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলার চর আলগী মৌজায় নির্মিত বক্স কালভার্ট

বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলায় কর্মসূচির আওতায় নির্মিত সেচ স্কীম

১০.২ কর্মসূচি এলাকা: ১টি বিভাগ, ১টি জেলা, ১টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
বরিশাল	বরিশাল	বাবুগঞ্জ

১০.৩	কর্মসূচির মেয়াদ	:	এপ্রিল ২০১৮ হতে জুন ২০২০
১০.৪	কর্মসূচির ব্যয়	:	৯৩৬.২১ লক্ষ টাকা
১০.৫	২০১৯-২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ	:	২৩৮.৫৭ লক্ষ টাকা
১০.৬	২০১৯-২০ অর্থ বছরে অবমুক্ত	:	২৩৮.৫৭ লক্ষ টাকা
১০.৭	২০১৯-২০ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	২৩৬.৭০ লক্ষ টাকা
১০.৮	২০১৯-২০ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি	:	১০০%

১০.৯ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন:

কার্যক্রমের নাম	একক	পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৯-২০		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
হাস মৌজা খাল পুনঃখনন (পাম্প হাউজসহ)	কি.মি.	২৫	০৯	০৯	১০০
ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	সংখ্যা	০৬	০২	০২	১০০
বক্স কালভার্ট নির্মাণ	সংখ্যা	১০	০৪	০৪	১০০

১১. পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলায় ভূপরিস্থ পানির সাহায্যে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি কর্মসূচি

১১.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য

- ৩৬ কি.মি. খাল পুনঃখননের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা দূরীকরণ এবং ৭২০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা সৃষ্টি করে অতিরিক্ত ৫০৩৮ মে.টন খাদ্য শস্য উৎপাদন;
- সেচ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা দূরীকরণ এবং উৎপাদিত ফসল বাজারজাতকরণে পরিবহন ব্যয় হ্রাস।

১১.২ কর্মসূচি এলাকা : ১টি বিভাগ, ১টি জেলা, ১টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
বরিশাল	পটুয়াখালী	বাউফল

১১.৩ কর্মসূচির মেয়াদ : জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২০
১১.৪ কর্মসূচির ব্যয় : ৪৮৬.০০ লক্ষ টাকা
১১.৫ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ : ২৭০.৫০ লক্ষ টাকা
১১.৬ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে অবমুক্ত : ২৭০.৫০ লক্ষ টাকা
১১.৭ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি : ২৬৯.৩৮ লক্ষ টাকা
১১.৮ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলায় বয়াতি অজুবাড়ি খাল পুনঃখনন

১১.৯ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৯-২০		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
খাল পুনঃখনন	কি:মি:	৩৬	২০	২০	১০০
ওয়াটার পাসিং	সংখ্যা	০৭	০৪	০৪	১০০
আর.সি.সি আউটলেট নির্মাণ	সংখ্যা	১৫০	১০০	১০০	১০০
ক্যাটল ক্রসিং নির্মাণ	সংখ্যা	৩০	১৫	১৫	১০০

১১.১০. ২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের তথ্যাদি:

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন (কর্মকর্তা-কর্মচারী/ডিলার/স্কিম ম্যানেজার/কৃষক)	২০১৯-২০		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা/জন)	অর্জন	
খামারে সেচ ব্যবস্থাপনা ও সেচ দক্ষতা	কৃষক	২৫ জন	২৫ জন	১০০

১২. সাম্প্রতিক বন্যায় (আগস্ট-২০১৭) দিনাজপুর জেলায় ক্ষতিগ্রস্ত লো-লিফট পাম্প (এলএলপি) ও গভীর নলকূপ পুনর্বাসন কর্মসূচি

১২.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য

- ক্ষতিগ্রস্ত এলএলপি ও গভীর নলকূপ পুনর্বাসনের মাধ্যমে সেচ এলাকা বৃদ্ধি ও সেচ সুবিধা নিশ্চিতকরণ।

১২.২ কর্মসূচি এলাকা: ১টি বিভাগ, ২টি জেলা, ১৩টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
রংপুর	দিনাজপুর	দিনাজপুর সদর, বিরল, বোচাগঞ্জ, বীরগঞ্জ, খানসামা, কাহারোল, চিরিরবন্দর, পার্বতীপুর, ফুলবাড়ী, বিরামপুর
	পঞ্চগড়	নবাবগঞ্জ, হাকিমপুর, ঘোড়াঘাট

১২.৩ কর্মসূচির মেয়াদ : জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২০
১২.৪ কর্মসূচির ব্যয় : ৫০৩.০০ লক্ষ টাকা
১২.৫ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ : ২১১.৫০ লক্ষ টাকা
১২.৬ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে অবমুক্ত : ২১১.৫০ লক্ষ টাকা
১২.৭ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি : ২১১.৫০ লক্ষ টাকা
১২.৮ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলায় নির্মিত গভীর নলকূপের পাম্প হাউজ

দিনাজপুর জেলার চিরিরবন্দর উপজেলায় বারিড পাইপের আউটলেট

১২.৯ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৯-২০		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
পাম্প ঘর নির্মাণ	সংখ্যা	৪০	২০	২০	১০০
১০ কেভিএ ট্রান্সফরমার ক্রয়	সংখ্যা	১২০	৬০	৬০	১০০
ডিজিটাল মিটার ক্রয়	সেট	৪০	২০	২০	১০০
সাবমারসিবল পাম্প ও মটর ক্রয়	সংখ্যা	৪০	২০	২০	১০০
রিসিংকিং/ওয়াশ বোরিং পাম্প স্থাপন	সংখ্যা	৩০	১০	১০	১০০
বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ	সংখ্যা	৩০	১৫	১৫	১০০

১৩. মুন্সিগঞ্জ জেলায় ভূপরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি

১৩.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য

- সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন ও লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ভূপরিস্থ পানির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে সেচ এলাকা সম্প্রসারণপূর্বক ৩০০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় এনে অতিরিক্ত ৬০০ মে.টন খাদ্য শস্য উৎপাদন;
- শুষ্ক মৌসুমে শুকিয়ে যাওয়া খাল পুনঃখননের মাধ্যমে ভূপরিস্থ পানি সংরক্ষণ করে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমানো ও
- ভূপরিস্থ পানির প্রবাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষা করা, পাশাপাশি দরিদ্র জনগণের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

১৩.২ কর্মসূচি এলাকা: ০১টি বিভাগ, ০১টি জেলা, ০৬টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	মুন্সিগঞ্জ	মুন্সিগঞ্জ সদর, গজারিয়া, টঙ্গীবাড়ী, লৌহজং, সিরাজদিখান, শ্রীনগর

১৩.৩ কর্মসূচির মেয়াদ : জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১
১৩.৪ কর্মসূচির ব্যয় : ৫৩৮.৪২ লক্ষ টাকা
১৩.৫ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ : ২৮১.৯৬ লক্ষ টাকা
১৩.৬ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে অবমুক্ত : ২৮১.৯৬ লক্ষ টাকা

১৩.৭ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি : ২৮১.৯২ লক্ষ টাকা
১৩.৮ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

মুন্সিগঞ্জ জেলায় নির্মিত ২ কিউসেক এলএলপি স্কীম

মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলায় নির্মিত ওয়াটার পাস

১৩.৯ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৯-২০		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	সংখ্যা	১২	[illegible]	০৮	১০০
খাল পুনঃখনন	কি.মি.	১৪	০৭	০৭	১০০
সেচ অবকাঠামো নির্মাণ	সংখ্যা	১০	০৩	০৩	১০০

১৪. গোপালগঞ্জ জেলার গোপালগঞ্জ সদর উপজেলায় সেচকাজে ভূপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি কর্মসূচি

১৪.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য

- ২১টি স্কীমে এলএলপি কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে ৭০০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করে ৪২০০ মে.টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা;
- ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ;
- ০৫টি স্থানে ভূগর্ভস্থ নিষ্কাশন নালা নির্মাণের মাধ্যমে ৪৮০ হেক্টর জমির জলাবদ্ধতা দূরীকরণ।

গোপালগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় রানাপাশা খাল খনন/পুনঃখনন

১৪.২ কর্মসূচি এলাকা: ০১টি বিভাগ, ০১টি জেলা, ০১টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ সদর

১৪.৩ কর্মসূচির মেয়াদ : জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১
১৪.৪ কর্মসূচির ব্যয় : ৬২১.২৫ লক্ষ টাকা

১৪.৫ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ : ৪১৩.৫০ লক্ষ টাকা
১৪.৬ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে অবমুক্ত : ৪১৩.৫০ লক্ষ টাকা
১৪.৭ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি : ৪১৩.৪৪ লক্ষ টাকা
১৪.৮ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

১৪.৯ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৯-২০		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
খাস মজা খাল পুনঃখনন	কি.মি.	০৯	০৪	০৪	১০০
ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	মিটার	১৫৫০০	৭০০০	৭০০০	১০০
পাম্প হাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	২১	০৫	০৫	১০০
ভূগর্ভস্থ ইউপিভিসি নিষ্কাশন নালা নির্মাণ	মিটার	২৫০০	১৫০০	১৫০০	১০০
হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ	সংখ্যা	০২	০১	০১	১০০
ওয়াটার পাস/পাইপ কালভার্ট নির্মাণ	সংখ্যা	১৫	০৪	০৪	১০০
সেচযন্ত্রে বিদ্যুতায়ন	সংখ্যা	২১	১০	১০	১০০

১৫. গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী ও মুকসুদপুর উপজেলায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণ এবং সেচ এলাকা সম্প্রসারণ কর্মসূচি

১৫.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য

- ২০টি স্কীমে এলএলপি কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে ৪২০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করে ২৪০০ মে.টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা;
- ১২ কি.মি. খাল পুনঃখনন এর মাধ্যমে সেচকাজে ভূপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধিতে সহায়তা করা;
- ১০টি স্থানে ভূগর্ভস্থ নিষ্কাশন নালা নির্মাণের মাধ্যমে ৩৮০ হেক্টর জমির জলাবদ্ধতা দূরীকরণ।

গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় ১-কিউসেক এলএলপি সেচ স্কীম

১৫.২ কর্মসূচি এলাকা: ০১টি বিভাগ, ০১টি জেলা, ০২টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	গোপালগঞ্জ	কাশিয়ানী ও মুকসুদপুর

১৫.৩ কর্মসূচির মেয়াদ : জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১
১৫.৪ কর্মসূচির ব্যয় : ৬৯২.৭৫ লক্ষ টাকা
১৫.৫ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ : ৩৫৬.৫০ লক্ষ টাকা
১৫.৬ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে অবমুক্ত : ৩৫৬.৫০ লক্ষ টাকা
১৫.৭ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি : ৩৫৬.৪৭ লক্ষ টাকা
১৫.৮ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

১৫.৯ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৯-২০		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
খাস মজা খাল পুনঃখনন	কি.মি.	১২	০৪	৪.২০	১০০
ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	মিটার	২০০০০	৮০০০	৮০০০	১০০
পাম্প হাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	৫০	২০	২০	১০০
ভূগর্ভস্থ ইউপিভিসি নিষ্কাশন নালা নির্মাণ	মিটার	৩৫০০	১৭৫০	১৭৫০	১০০
ওয়াটার পাস/পাইপ কালভার্ট নির্মাণ	সংখ্যা	১৪	০৬	০৬	১০০
সেচযন্ত্রে বিদ্যুতায়ন	সংখ্যা	৩০	১২	১২	১০০

১৬. নোয়াখালী জেলার কবিরহাট ও কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও সম্পূরক সেচের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি কর্মসূচি

১৬.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য

- খাল পুনঃখনন, সেচ অবকাঠামো নির্মাণ ও লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে আমন মৌসুমে সম্পূরক সেচে ভূপরিস্থ পানির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে প্রায় ১৫০০ হেক্টর সেচ এলাকা সম্প্রসারণ পূর্বক অতিরিক্ত ৪৫০০ মে.টন খাদ্য শস্য উৎপাদন।

১৬.২ কর্মসূচি এলাকা: ০১টি বিভাগ, ০১টি জেলা, ০২টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	
চট্টগ্রাম	নোয়াখালী	কবিরহাট ও কোম্পানীগঞ্জ

১৬.৩ কর্মসূচির মেয়াদ : জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২২
১৬.৪ কর্মসূচির ব্যয় : ৯২৪.০০ লক্ষ টাকা
১৬.৫ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ : ২১.০০ লক্ষ টাকা
১৬.৬ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে অবমুক্ত : ২১.০০ লক্ষ টাকা
১৬.৭ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি : ২০.৯৯ লক্ষ টাকা
১৬.৮ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

১৬.৯ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৯-২০		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
ওয়াটার পাসিং নির্মাণ	সংখ্যা	১৮	০১	০১	১০০

১৭. খুলনা জেলার ডাকাতিয়া বিল জলাবদ্ধতা নিরসন ও ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি

১৭.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য

- খাল পুনঃখনন ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে ২০০ হেক্টর জমির জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, ভূপরিস্থ পানির সুষ্ঠু ও পরিমিত ব্যবহার নিশ্চিত করে সেচ এলাকা সম্প্রসারণ ও সেচ সুবিধা প্রদান;
- ৪.০০ কি.মি. ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ পূর্বক সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি ও অতিরিক্ত ৬০০ মে.টন খাদ্যশস্য উৎপাদন।

১৭.২ কর্মসূচি এলাকা: ০১টি বিভাগ, ০১টি জেলা, ০২টি উপজেলা।।

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
খুলনা	খুলনা	ডুমুরিয়া ও ফুলতলা

১৭.৩ কর্মসূচির মেয়াদ : জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২২
১৭.৪ কর্মসূচির ব্যয় : ৪৫৮.৫০ লক্ষ টাকা
১৭.৫ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ : ৩৪.৯২ লক্ষ টাকা
১৭.৬ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে অবমুক্ত : ৩৪.৯২ লক্ষ টাকা
১৭.৭ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি : ৩৪.৬৬ লক্ষ টাকা
১৭.৮ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলায় নির্মিত ওয়াটার পাস

১৭.৯ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৯-২০		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
খাল খনন/পুনঃখনন	কি.মি.	২৫	০১	০২	১০০
আরসিসি আউটলেট	সংখ্যা	২০০	৫৬	৫৬	১০০
ওয়াটার পাস নির্মাণ	সংখ্যা	১০	০৩	০৩	১০০

সেচ সাব-সেক্টর: এডিপিভুক্ত প্রকল্প

ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সেচ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে বিএডিসি ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কৃষি নীতিতে ক্ষুদ্রসেচ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পরিবেশ সংরক্ষণের মাধ্যমে দেশের ভূগর্ভস্থ ও ভূপরিস্থ পানির সুপরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিত করে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে। কৃষি জমিতে সেচ প্রদান ও সেচ এলাকা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বিএডিসি'র ক্ষুদ্রসেচ উইং কর্তৃক ১৮টি সেচ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ সকল প্রকল্পের মাধ্যমে খাল পুনঃখনন, ভূপরিস্থ সেচনালা, ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ, রাবার ড্যাম নির্মাণ, হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম, ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণ, সেচ অবকাঠামো নির্মাণ, শক্তিচালিত পাম্প স্থাপন, গভীর নলকূপ স্থাপন ও পুনর্বাসন, আর্টেসিয়ান নলকূপ স্থাপন, সৌরশক্তিচালিত পাম্প ও ডাগওয়েল স্থাপন, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ১৮টি সেচ প্রকল্পের অনুকূলে এডিপি বরাদ্দ ছিল ৪৫০.৫৮ কোটি টাকা, ব্যয় হয়েছে ৪৪৭.৩৫ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৯৯.২৮%।

২০১৯-২০ অর্থ বছরে বিএডিসি কর্তৃক নিম্নোক্ত ১৮টি সেচ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে:

১. ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়নে জরিপ ও পরিবীক্ষণ ডিজিটালাইজেশনকরণ-৪র্থ পর্যায় (১ম সংশোধিত) প্রকল্প;
২. নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষীপুর জেলায় ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প;
৩. বৃহত্তর বগুড়া ও দিনাজপুর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প;
৪. নবাবগঞ্জ জেলার নাচোল উপজেলার নিজামপুর ইউনিয়নে ভূপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সম্প্রসারণের মডেল স্থাপনের লক্ষ্যে পাইলট প্রকল্প;
৫. সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প;
৬. বৃহত্তর খুলনা ও যশোর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প;
৭. স্ট্রেনদেনিং এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (বিএডিসি অংশ);
৮. পাবনা-নাটোর-সিরাজগঞ্জ জেলায় ভূপরিস্থ পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন প্রকল্প;
৯. বরিশাল বিভাগ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প;
১০. রাবার ড্যাম এর মাধ্যমে ভূপরিস্থ পানির সাহায্যে সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়);
১১. চট্টগ্রাম-সিলেট এরিয়া ইরিগেশন প্রকল্প-৫ম পর্যায় (১ম সংশোধিত);
১২. কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূপরিস্থ পানি ব্যবহারের জন্য রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প;
১৩. ময়মনসিংহ বিভাগ এবং ঢাকা বিভাগের টাঙ্গাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলায় ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প;
১৪. বরেন্দ্র অঞ্চলে ভূপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প;
১৫. বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)'র অফিস ভবন এবং অবকাঠামো সমূহ সংস্কার, আধুনিকীকরণ ও নির্মাণ প্রকল্প;
১৬. বৃহত্তর ঢাকা জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প;
১৭. কুমিল্লা-চাঁদপুর-ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প ও
১৮. বৃহত্তর ফরিদপুর সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প।

১৮. ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়নে জরিপ ও পরিবীক্ষণ ডিজিটালাইজেশনকরণ-৪র্থ পর্যায় (১ম সংশোধিত) প্রকল্প

১৮.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- ক্ষুদ্রসেচের পানির উৎস হিসাবে ভূগর্ভস্থ ও ভূপরিস্থ পানির অবস্থা (পরিমাণ ও গুণাগুণ) পর্যবেক্ষণ ও ডাটা সংগ্রহ;
- ক্ষুদ্রসেচের পানির উৎসের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য আইসিটি প্রযুক্তির প্রয়োগ;
- ক্ষুদ্রসেচের কাজে ব্যবহৃত সেচযন্ত্রের সংখ্যা, সেচকৃত এলাকা, সেচ ও উৎপাদন খরচ, উপকৃত কৃষকের সংখ্যা ইত্যাদি জরিপের মাধ্যমে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ;
- ক্ষুদ্রসেচ সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন তথ্য পুস্তক, বুলেটিন, সাময়িকী, ট্রেনিং ম্যানুয়াল, রিপোর্ট ও প্রতিবেদন প্রকাশ;
- ক্ষুদ্রসেচ সেক্টরের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রসেচ কর্মসূচি, প্রকল্প, নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রণয়নে সরকার ও নীতি নির্ধারকগণকে প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান।
- প্রকল্পের জনবলকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সঠিক তথ্যাদি সংগ্রহের বিষয়ে দক্ষতা, জ্ঞান বৃদ্ধি এবং ডাটাকে তথ্যে রূপান্তর করে সামগ্রিক কাজের গতিশীলতা আনয়ন।

ভূগর্ভস্থ পানির স্তর পর্যবেক্ষণের জন্য ব্যবহৃত ডাটা লগার

১৮.২ প্রকল্প এলাকা: ৮টি বিভাগ, ৬৩টি জেলা, ৪৬৩টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	ঢাকা	দোহার, সাভার, কেরানীগঞ্জ, দোহার, নবাবগঞ্জ
	গাজীপুর	গাজীপুর সদর, শ্রীপুর, কালিয়াকৈর, কাপাসিয়া, কালীগঞ্জ
	গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ সদর, কাশিয়ানী, কোটালিপাড়া, মুকসুদপুর, টুঙ্গিপাড়া
	কিশোরগঞ্জ	অষ্টগ্রাম, বাজিতপুর, ভৈরব, হোসেনপুর, ইটনা, করিমগঞ্জ, কটিয়াদী, কিশোরগঞ্জ সদর, কুলিয়ারচর,
		পাকুন্দিয়া, মিঠামইন, নিকলী, তাড়াইল
	মাদারীপুর	মাদারীপুর সদর, রাজৈর, কালকিনি, শিবচর
	মানিকগঞ্জ	দৌলতপুর, ঘিওর, হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ সদর, সাটুরিয়া, শিবালয়, সিংগাইর
	মুন্সিগঞ্জ	মুন্সিগঞ্জ সদর, গজারিয়া, লৌহজং, সিরাজদিখান, শ্রীনগর, টংগিবাড়ী
	নারায়ণগঞ্জ	আড়াইহাজার, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ সদর, রূপগঞ্জ, সোনারগাঁও
	রাজবাড়ী	বালিয়াকান্দি, গোয়ালন্দঘাট, পাংশা, রাজবাড়ী সদর, কালুখালী
	শরীয়তপুর	বদরগঞ্জ, গোসাইরহাট, ডামুড্যা, নড়িয়া, শরীয়তপুর সদর, জাজিরা
	ফরিদপুর	আলফাডাঙ্গা, ভাঙ্গা, বোয়ালমারি, চরভদ্রাসন, ফরিদপুর সদর, মধুখালি, নগরকান্দা, সদরপুর, সালথা
	টাঙ্গাইল	গোপালপুর, বাসাইল, ভুয়াপুর, দেলদুয়ার, ঘাটাইল, কালিহাতি, মধুপুর, মির্জাপুর, নাগরপুর, সখিপুর, ধনবাড়ি, টাঙ্গাইল সদর
ময়মনসিংহ	নেত্রকোণা	আটপাড়া, বারহাট্টা, দুর্গাপুর, খালিয়াজুরি, কলমাকান্দা, কেন্দুয়া, মদন, মোহনগঞ্জ, নেত্রকোণা সদর, পূর্বধলা
	জামালপুর	বকশিগঞ্জ, দেওয়ানগঞ্জ, ইসলামপুর, জামালপুর সদর, মেলান্দহ, সরিষাবাড়ি
	ময়মনসিংহ	ভালুকা, ধোবাউড়া, ফুলবাড়িয়া, গফরগাঁও, গৌরিপুর, হালুয়াঘাট, ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ সদর, ত্রিশাল, মুক্তাগাছা, নান্দাইল, ফুলপুর
বরিশাল	বরগুনা	বরগুনা সদর, আমতলি, বামনা, বেতাগী, পাথরঘাটা, তালতলী
	বরিশাল	আগাইলঝরা, বাবুগঞ্জ, হিজলা, বরিশাল সদর, মুলাদী, উজিরপুর, বানারীপাড়া, মেহেন্দীগঞ্জ, গৌরনদী, বাকেরগঞ্জ
	ভোলা	ভোলা সদর, বোরহানউদ্দিন, চর ফ্যাশন, দৌলতখান, লালমোহন, মনপুরা, তজুমউদ্দিন
	ঝালকাঠি	ঝালকাঠি সদর, কাঠালিয়া, নলছিটি, রাজাপুর
	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী সদর, দুমকি, দশমিনা, কলাপাড়া, বাউফল, গলাচিপা, মির্জাগঞ্জ, রাঙ্গাবালি
	পিরোজপুর	ভান্ডারিয়া, কাউখালি, মঠবাড়িয়া, নাজিরপুর, পিরোজপুর সদর, নেছারাবাদ/স্বরূপকাঠি

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
রংপুর	দিনাজপুর	বিরামপুর, বীরগঞ্জ, বিরল, বোচাগঞ্জ, চিরিরবন্দর, ফুলবাড়ি, ঘোড়াঘাট, হাকিমপুর, কাহারোল, দিনাজপুর সদর, পার্বতীপুর, খানসামা, নবাবগঞ্জ
	গাইবান্ধা	ফুলছড়ি, গাইবান্ধা সদর, গোবিন্দগঞ্জ, পলাশবাড়ী, সাদুল্লাপুর, সুন্দরগঞ্জ, সাঘাটা
	কুড়িগ্রাম	ভুরুঙ্গামারী, চর রাজিবপুর, চিলমারী, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম সদর, নাগেশ্বরী, রৌমারী, উলিপুর
	লালমনিরহাট	আদিতমারী, হাতিবান্ধা, কালিগঞ্জ, লালমনিরহাট সদর, পাটগ্রাম
	নীলফামারী	ডিমলা, ডোমার, জলঢাকা, কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী সদর, সৈয়দপুর
	পঞ্চগড়	আটোয়ারী, বোদা, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় সদর, তেতুঁলিয়া
	রংপুর	বদরগঞ্জ, গংগাচড়া, মিঠাপুকুর, কাউনিয়া, পীরগাছা, রংপুর সদর, পীরগঞ্জ, তারাগঞ্জ
	ঠাকুরগাঁও	বালিয়াডাঙ্গী, হরিপুর, পীরগঞ্জ, রানীশংকৈল, ঠাকুরগাঁও সদর
রাজশাহী	জয়পুরহাট	আক্কেলপুর, জয়পুরহাট সদর, কালাই, ক্ষেতলাল, পাঁচবিবি
	বগুড়া	আদমদিঘী, বগুড়া সদর, দুপচাঁচিয়া, শেরপুর, ধুনট, গাবতলী, কাহালু, নন্দীগ্রাম, সারিয়াকান্দি, শাহজাহানপুর, সোনাতলা, শিবগঞ্জ
	নওগাঁ	আত্রাই, বাদলগাছি, মান্দা, ধামুরহাট, মহাদেবপুর, নওগাঁ সদর, নিয়ামতপুর, পত্নীতলা, পরশা, রানীনগর, সাপাহার
	নাটোর	বাগাতিপাড়া, বড়াইগ্রাম, গুরুদাসপুর, লালপুর, নাটোর সদর, সিংড়া
	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	ভোলাহাট, গোমস্তাপুর, নাচোল, নবাবগঞ্জ সদর, শিবগঞ্জ
	পাবনা	বেড়া, আটঘড়িয়া, ভাঙ্গুড়া, চাটমোহর, ফরিদপুর, ঈশ্বরদী, পাবনা সদর, সাঁথিয়া, সুজানগর
	রাজশাহী	বাঘা, বাগমারা, চারঘাট, দুর্গাপুর, পবা, পুঠিয়া, তানোর, গোদাগাড়ী, মোহনপুর, বাগমারা
	সিরাজগঞ্জ	বেলকুচি, চৌহালি, কামারখন্দ, কাজীপুর, রায়গঞ্জ, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ সদর, তাড়াশ, উল্লাপাড়া
সিলেট	হবিগঞ্জ	আজমিরিগঞ্জ, বাহুবল, বানিয়াচং, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ সদর, লাখাই, মাধবপুর, নবীগঞ্জ
	মৌলভীবাজার	বড়লেখা, কমলগঞ্জ, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার সদর, রাজনগর, শ্রীমঙ্গল, জুড়ি
	সুনামগঞ্জ	বিশ্বম্ভরপুর, ছাতক, দিরাই, ধর্মপাশা, দোয়ারাবাজার, জগন্নাথপুর, জামালগঞ্জ, শাল্লা, সুনামগঞ্জ সদর, তাহিরপুর, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ
	সিলেট	বিয়ানীবাজার, বিশ্বনাথপুর, কোম্পানিগঞ্জ, ফেঞ্চুগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, গোয়াইনঘাট, সিলেট সদর, জকিগঞ্জ, দক্ষিণ সুরমা, কানাইঘাট, জৈন্তাপুর, বালাগঞ্জ
চট্টগ্রাম	বান্দরবান	বান্দরবান সদর, লামা, আলীকদম, নাইক্ষ্যংছড়ি, রোয়াংছড়ি, রুমা, থানচি
	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	আখাউড়া, বাঞ্ছারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, কসবা, নবীনগর, সরাইল, আশুগঞ্জ, বিজয়নগর
	চাঁদপুর	চাঁদপুর সদর, ফরিদগঞ্জ, হাইমচর, হাজীগঞ্জ, কচুয়া, মতলব দক্ষিণ, মতলব উত্তর, শাহরাস্তি
	চট্টগ্রাম	আনোয়ারা, বাঁশখালী, বোয়ালখালী, চন্দনাইশ, ফটিকছড়ি, লোহাগাড়া, পটিয়া, হাটহাজারী, রাউজান, মিরসরাই, রাঙ্গুনিয়া, সন্দীপ, সাতকানিয়া, সীতাকুন্ড, বন্দর, চান্দগাঁও, ডাবলমুরিং, পাঁচলাইশ
	কুমিল্লা	বরুড়া, ব্রাহ্মণপাড়া, বুড়িচং, চান্দিনা, দাউদকান্দি, চৌদ্দগ্রাম, দেবিদ্বার, হোমনা, লাকসাম, মুরাদনগর, নাঙ্গলকোট, কুমিল্লা আদর্শ সদর, মেঘনা, তিতাস, মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা সদর, সদর দক্ষিণ
	কক্সবাজার	চকরিয়া, কক্সবাজার সদর, কুতুবদিয়া, মহেশখালী, রামু, টেকনাফ, উখিয়া, পেকুয়া
	ফেনী	ছাগলনাইয়া, দাগনভূইয়া, ফেনী সদর, পরশুরাম, সোনাগাজী, ফুলগাজী
	খাগড়াছড়ি	দিঘিনালা, খাগড়াছড়ি সদর, লক্ষীছড়ি, মহালছড়ি, মাটিরাঙ্গা, পানছড়ি, রামগড়
	লক্ষীপুর	লক্ষীপুর সদর, রায়পুর, রামগঞ্জ, রামগতি, কমলনগর
	নোয়াখালী	নোয়াখালী সদর, সুবর্ণচর, বেগমগঞ্জ, চাটখিল, কোম্পানিগঞ্জ, হাতিয়া, সেনবাগ, সোনাইমুড়ি, কবিরহাট
	রাঙ্গামাটি	বাঘাইছড়ি, বরকল, কাউখালি, কাপ্তাই, জুরাইছড়ি, লংগদু, নানিয়ার চর, রাজস্থলি, রাঙ্গামাটি সদর
খুলনা	বাগেরহাট	বাগেরহাট সদর, চিতলমারী, কচুয়া, ফকিরহাট, মোল্লাহাট, মংলা, মোরেলগঞ্জ, রামপাল, শরণখোলা
	চুয়াডাঙ্গা	আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা সদর, দামুড়হুদা, জীবননগর
	যশোর	অভয়নগর, বাঘারপাড়া, চৌগাছা, যশোর সদর, ঝিকরগাছা, মনিরামপুর, কেশবপুর, শার্শা
	ঝিনাইদহ	হরিণাকুন্ডু, ঝিনাইদহ সদর, কালীগঞ্জ, কোটচাঁদপুর, মহেশপুর, শৈলকুপা
	খুলনা	বটিয়াঘাটা, বাকোপ, ডুমুরিয়া, কয়রা, পাইকগাছা, দিঘলিয়া, তেরখাদা, খালিশপুর
	কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া সদর, মিরপুর, ভেড়ামারা, কুমারখালী, দৌলতপুর, খোকশা
	মাগুরা	মাগুরা সদর, মোহাম্মদপুর, শালিখা, শ্রীপুর
	মেহেরপুর	মেহেরপুর সদর, গাংনী, মুজিবনগর
	নড়াইল	কালিয়া, লোহাগড়া, নড়াইল সদর
	সাতক্ষীরা	আশাশুনি, দেবহাটা, কলারোয়া, কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা সদর, শ্যামনগর, তালা

ডাটা লগারের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর ও লবণাক্ততা পর্যবেক্ষণের জন্য স্থাপিত সেন্ট্রাল সার্ভার

১৮.৩ প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২১
১৮.৪ প্রকল্প ব্যয় : ৫৪৭৪.৪৯ লক্ষ টাকা
১৮.৫ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ : ১৫২৫.০০ লক্ষ টাকা
১৮.৬ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে অবমুক্ত : ১৫২৫.০০ লক্ষ টাকা
১৮.৭ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি : ১৫২২.০৩ লক্ষ টাকা
১৮.৮ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

১৮.৯ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৯-২০		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
পরীক্ষাগারের রাসায়নিক দ্রব্যাদি ক্রয়	সেট	৪২	০৫	০৫	১০০
(ক) সফটওয়্যার এবং ডাটা বেইজড উন্নয়নসহ প্রেক্ষাপটে নলকূপ ও স্তরের সংখ্যা, সেচ এলাকা ও সেচ খরচের ওপর সমীক্ষা	জন	৩০০ জন (১ মাস)	মোট সমীক্ষা কার্যক্রমের ৩৫%	মোট সমীক্ষা কার্যক্রমের ৩৫%	১০০
(খ) ভূগর্ভস্থ পানির টেকসই ব্যবহার এবং পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য অ্যাকুইফার ম্যাপিং সংক্রান্ত সমীক্ষা	জন	২৩৯ জন (১ মাস)	মোট সমীক্ষা কার্যক্রমের ৪০%	মোট সমীক্ষা কার্যক্রমের ৪০%	১০০
পরীক্ষাগারের যন্ত্রপাতি	সেট	৩৩	১০	১০	১০০
সেচের পানি পরীক্ষার জন্য ফিল্ডকীট/ পরীক্ষা কীট ক্রয়	সেট	২০০	৮২	৮২	১০০
ডাটালগার ক্রয়: (ক) ভূগর্ভস্থ পানির স্তর পর্যবেক্ষণের জন্য সেন্সর, মডেম, সীম, সফটওয়্যার, সার্ভার ইত্যাদিসহ ডাটালগার (৪০০টি); (খ) ভূগর্ভস্থ পানির ও লবণাক্ততা পর্যবেক্ষণের জন্য সেন্সর, মডেম, সীম, সফটওয়্যার, সার্ভার ইত্যাদিসহ ডাটালগার (৩০০টি);	সংখ্যা	৭০০	২৭২	২৭২	১০০
ভূগর্ভস্থ পানির স্তর পর্যবেক্ষণের জন্য ২ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট পর্যবেক্ষণ নলকূপ স্থাপন ও কমিশনিং	সেট	৩৫০	৭৫টি	১৮০টি	১০০

১৮.১০. ২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের তথ্যাদি

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন (কর্মকর্তা-কর্মচারী/ডিলার/স্কিম ম্যানেজার/কৃষক)	২০১৯-২০		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা/জন)	অর্জন	
Training on Fundamentals of Geographic Information System (GIS) and its Application in Minor Irrigation Activities	কর্মকর্তা	২০ জন	২০ জন	১০০

১৯. নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলায় ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প

১৯.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- প্রতি বছর ১৯০৫৫ লক্ষ টাকা মূল্যের ৯৫২৭৭ মেট্রিক টন কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
- মেঘনা মোহনার অতিরিক্ত মিষ্টি পানি ব্যবহার করে পানি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও উৎপাদন এর মাধ্যমে অধঃপতিত জমির পুনর্জীবন প্রদান;
- পরিবেশ বান্ধব সেচ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে ভূপরিস্থ পানির সেচের উন্নয়ন;
- জলাবদ্ধতা দূরীকরণের মাধ্যমে ২০০০ হেক্টর জমি কৃষি উৎপাদনের আওতায় আনয়ন ;
- ক্ষুদ্রসেচ সেক্টরের সেচ দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান, কৃষক দল ভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ।

নোয়াখালী জেলার কবিরহাট উপজেলায় খনন/পুনঃখননকৃত খাল

ফেনী জেলার ফুলগাজী উপজেলায় নির্মিত ওয়াটার কন্ট্রোল স্ট্রাকচার

১৯.২ প্রকল্প এলাকা: ১টি বিভাগ, ৩টি জেলা, ২০টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
চট্টগ্রাম	নোয়াখালী	নোয়াখালী সদর, সুবর্ণচর, বেগমগঞ্জ, চাটখিল, কোম্পানিগঞ্জ, হাতিয়া, সেনবাগ, সোনাইমুড়ি, কবিরহাট
	ফেনী	ছাগলনাইয়া, দাগনভুইয়া, ফেনী সদর, পরশুরাম, সোনাগাজী, ফুলগাজী
	লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর সদর, রায়পুর, রামগঞ্জ, রামগতি, কমলনগর

১৯.৩ প্রকল্পের মেয়াদ : ডিসেম্বর ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০২১
১৯.৪ প্রকল্প ব্যয় : ১৪৩৭০.৬৬ লক্ষ টাকা
১৯.৫ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ : ৩৪৫৫.০০ লক্ষ টাকা
১৯.৬ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে অবমুক্ত : ৩৪৫৫.০০ লক্ষ টাকা
১৯.৭ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি : ৩৪৫৫.০০ লক্ষ টাকা
১৯.৮ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

১৯.৯ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৯-২০		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
১০/৫/২/১ কিউসেক এলএলপির ভূগর্ভস্থ সেচ নালা মালামাল ক্রয়/সংগ্রহ	সেট	১৬০	২০	২০	১০০
অফিস ভবন নির্মাণ	সংখ্যা	০৪	০৩	০৩	১০০
খাল/নালা পুনঃখনন	কি.মি.	২০০	৬৫	৬৫	১০০
খাল/নালা পুনর্বাসন/সংস্কার	কি.মি.	২০০	৫৫	৫৫	১০০
১০/৫/২/১-কিউসেক এলএলপির ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	কি.মি.	১৮৭	৪৮	৪৮	১০০
বড়/মাঝারী/ছোট আকারের হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ	সংখ্যা	১২৫	৫০	৫০	১০০
এলএলপি স্কীমে বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ	সংখ্যা	১৬৫	৪০	৪০	১০০

১৯.১০. ২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের তথ্যাদি

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন (কর্মকর্তা-কর্মচারী/ডিলার/স্কিম ম্যানেজার/কৃষক)	২০১৯-২০		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা/জন)	অর্জন	
সেচযন্ত্রপাতি পরিচালনা, মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও সেচের পানির সাশ্রয়ী ব্যবহার তথা সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ	কৃষক	১০ ব্যাচ	১০ ব্যাচ	১০০

২০. বৃহত্তর বগুড়া ও দিনাজপুর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প

২০.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- **সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন ও আধুনিক সেচ প্রযুক্তি প্রয়োগ করে ১৮৩৪৩.১ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রতি** বছর প্রায় ৮২৫৪৩.৯৫ মে. টন খাদ্য শস্য উৎপাদন;
- **প্রকল্প এলাকায় খাল/নালা খনন/পুনঃখননের মাধ্যমে ভূপরিস্থ পানি নির্ভর সেচব্যবস্থার উন্নয়ন ও পানি নিষ্কাশন ত্বরান্বিতকরণ;**
- সেচ কাজে On Farm Water Management Technology এবং Alternate Wetting and Drying (AWD) প্রযুক্তির বিষয়ে কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং ফলন পার্থক্য (Yield Gap) কমানো;
- প্রকল্প এলাকায় আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন।

বগুড়া জেলার শালুখার চরে সৌরচালিত ডাগওয়েল

বগুড়া জেলার সোনাতলায় সৌরচালিত ০.৫ কিউসেক এলএলপি

২০.২ প্রকল্প এলাকা: ২টি বিভাগ, ৬টি জেলা, ৪৭টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
রংপুর	দিনাজপুর	বিরামপুর, বীরগঞ্জ, বিরল, বোচাগঞ্জ, চিরিরবন্দর, ফুলবাড়ি, ঘোড়াঘাট, হাকিমপুর, কাহারোল, দিনাজপুর সদর, পার্বতীপুর, খানসামা, নবাবগঞ্জ
	গাইবান্ধা	ফুলছড়ি, গাইবান্ধা সদর, গোবিন্দগঞ্জ, পলাশবাড়ী, সাদুল্লাপুর, সুন্দরগঞ্জ, সাঘাটা
	পঞ্চগড়	আটোয়ারী, বোদা, তেতুলিয়া, দেবীগঞ্জ
	ঠাকুরগাঁও	বালিয়াডাঙ্গী, হরিপুর, পীরগঞ্জ, রানীশংকৈল, ঠাকুরগাঁও সদর
রাজশাহী	জয়পুরহাট	আক্কেলপুর, জয়পুরহাট সদর, কালাই, ক্ষেতলাল, পাঁচবিবি
	বগুড়া	আদমদিঘী, বগুড়া সদর, দুপচাঁচিয়া, শেরপুর, ধুনট, গাবতলী, কাহালু, নন্দীগ্রাম, সারিয়াকান্দি, শাজাহানপুর, সোনাতলা, শিবগঞ্জ

২০.৩ প্রকল্পের মেয়াদ : অক্টোবর ২০১৭ হতে জুন ২০২১
২০.৪ প্রকল্প ব্যয় : ৮৯৯৩.৯৭ লক্ষ টাকা
২০.৫ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ : ২৯৫৪.০০ লক্ষ টাকা
২০.৬ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে অবমুক্ত : ২৯৩৭.৫০ লক্ষ টাকা
২০.৭ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি : ২৯৩০.০০ লক্ষ টাকা
২০.৮ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

বগুড়া জেলায় সোনতলা উপজেলায় খননকৃত খাল ও খালের পাড়ে ঘাস চাষ

২০.৯ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৯-২০		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	কি.মি.	১২১	৫৬	৫৬	১০০
হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ	সংখ্যা	১২০	৩৫	৩৫	১০০
সেচযন্ত্র বিদ্যুতায়ন	সংখ্যা	৮৫	২৮	২৮	১০০
খাল/নালা পুনঃখনন	কি.মি.	২৫০	১০৪	১০৪	১০০
সৌরচালিত ০.৫ কিউসেক এলএলপি স্থাপন	সংখ্যা	১০	১০	১০	১০০

২০.১০. ২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের তথ্যাদি

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন (কর্মকর্তা-কর্মচারী/ডিলার/স্কিম ম্যানেজার/কৃষক)	২০১৯-২০		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা/জন)	অর্জন	
খামার পানি ব্যবস্থাপনা, সেচযন্ত্র রক্ষণাবেক্ষণ ও সেচদক্ষতা বৃদ্ধি	কৃষক স্কিম ম্যানেজার	১৮০	১৮০	১০০

২১. লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা উপজেলার সানিয়াজান ইউনিয়নে ভূপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সম্প্রসারণের মডেল স্থাপনের লক্ষ্যে পাইলট প্রকল্প

২১.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- খাল পুনঃখনন, অন্যান্য সেচ অবকাঠামো ও আন্তঃসংযুক্ত সেচ বিতরণ ব্যবস্থা নির্মাণের মাধ্যমে লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা উপজেলার সানিয়াজান ইউনিয়নের সেচযোগ্য ১৮০২ হেক্টর জমি ভূপরিস্থ পানি নির্ভর সেচের আওতায় আনা;
- উন্নত সেচ প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সেচ খরচ হ্রাস/সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি;
- কৃষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচন।

লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা উপজেলায় নির্মিত ওভার হেড ট্যাঙ্ক

লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা সানিয়াজান ইউনিয়নে ০.৫ কিউসেক সোলার পাম্প

২১.২ প্রকল্প এলাকা: ১টি বিভাগ, ১টি জেলা, ১টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
রংপুর	লালমনিরহাট	হাতীবান্ধা

২১.৩ কর্মসূচির মেয়াদ : জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২১
২১.৪ প্রকল্প ব্যয় : ২৫৮৫.৯৫ লক্ষ টাকা
২১.৫ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ : ১০২০.০০ লক্ষ টাকা
২১.৬ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে অবমুক্ত : ১০২০.০০ লক্ষ টাকা
২১.৭ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি : ১০১৯.০০ লক্ষ টাকা
২১.৮ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

২১.৯ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৯-২০		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
খাল পুনঃখনন	কি.মি.	১০	০৪	০৪	১০০
১ কিউসেক সৌরশক্তিচালিত এলএলপি সেট ক্রয়	সেট	২০	০৮	০৮	১০০
০.৫ কিউসেক সৌরশক্তিচালিত এলএলপি সেট ক্রয়	সেট	২০	০৯	০৯	১০০
আন্তঃসংযুক্ত ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের মালামাল ক্রয়	সেট	১০	০৪	০৪	১০০
[illegible], ভাঙ্গানো ও [illegible]	সেট	৪০	৩০	৩০	১০০
ড্রিপ সেচ পদ্ধতির পরীক্ষামূলক প্লট স্থাপন	সংখ্যা	১০	০৫	০৫	১০০
২৫০ মি.মি. ডায়া বিশিষ্ট ভূগর্ভস্থ সেচনালার মালামাল নির্মাণ	সংখ্যা	৩০	১২	১২	১০০
১৫০ মি.মি. ভূগর্ভস্থ সেচনালার মালামাল ক্রয়	সংখ্যা	২০	০৯	০৯	১০০
৪০০ মি.মি. ডায়া বিশিষ্ট আন্তঃসংযুক্ত ভূগর্ভস্থ সেচনালার মালামাল নির্মাণ	সংখ্যা	১০	০৫	০৫	১০০
প্রোটেকশন ওয়াল নির্মাণ	কি.মি.	১.২	০.৬	০.৬	১০০

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৯-২০		ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
ছোট আকারের সেচ অবকাঠামো নির্মাণ	সংখ্যা	১০	০৮	০৮	১০০
ওয়াটার পাসিং অবকাঠামো নির্মাণ	সংখ্যা	৫০	৩০	৩০	১০০
হেডার ট্যাংক নির্মাণ	সংখ্যা	১০	০৫	০৫	১০০
বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ	সংখ্যা	১০	০৭	০৭	১০০
এলএলপির জন্য পাম্প হাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	৫০	৩৪	৩৪	১০০

২১.১০ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের তথ্যাদি

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন (কর্মকর্তা-কর্মচারী/ ডিলার/স্কিম ম্যানেজার/কৃষক)	২০১৯-২০		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা/জন)	অর্জন	
সেচ ব্যবস্থাপনা, সেচযন্ত্র রক্ষণাবেক্ষণ, খাদ্যশস্য ও বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সবজি উৎপাদন এবং সংরক্ষণ	কৃষক	১৫০	১৫০	১০০

২১.১১. ২০১৯-২০ অর্থ বছরে সেমিনার/কর্মশালার তথ্যাদি

সেমিনার/ কর্মশালার নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন (কর্মকর্তা-কর্মচারী/ ডিলার/স্কিম ম্যানেজার/কৃষক)	২০১৯-২০		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা/জন)	অর্জন	
ভূপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সম্প্রসারণে আন্তঃসংযুক্ত সেচ বিতরণ ব্যবস্থা নির্মাণের পাইলটিং এর সফলতা ও সম্ভাবনা	কর্মকর্তা, স্কীম ম্যানেজার ও কৃষক	৫০ জন	৫০ জন	১০০

২২. সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প

২২.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- সৌরশক্তিচালিত লো-লিফট পাম্প (এলএলপি) স্থাপন ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে ২২০০ হেক্টর জমিতে ভূপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করে বছরে অতিরিক্ত প্রায় ১১০০০ মে.টন খাদ্য শস্য ও শাকসবজি উৎপাদনের মাধ্যমে প্রায় ৬৬০০ কৃষক পরিবারকে উপকার করা;
- সেচকাজে সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যুতের সাশ্রয় এবং বিদ্যুৎ সুবিধা নেই এমন এলাকায় সৌরশক্তি নির্ভর সেচসুবিধা সম্প্রসারণ;
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য বিমোচন।

গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলার কাওরাইদ ইউনিয়নে সৌর সেচ স্কীম

জামালপুর জেলায় ০.৫ কিউসেক সোলার স্কীমের বারিড পাইপ লাইন

২২.২ প্রকল্প এলাকা: ৮টি বিভাগ, ৩৪টি জেলা, ১৪১টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	গাজীপুর	গাজীপুর সদর, শ্রীপুর, কালিয়াকৈর
	নরসিংদী	নরসিংদী সদর, রায়পুরা
	গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ সদর, কাশিয়ানী, কোটালিপাড়া, মুকসুদপুর, টুঙ্গিপাড়া
	কিশোরগঞ্জ	বাজিতপুর, ইটনা, কুলিয়ারচর, মিঠামইন
ময়মনসিংহ	নেত্রকোনা	খালিয়াজুড়ি, কেন্দুয়া, পূর্বধলা
	শেরপুর	নালিতাবাড়ি, ঝিনাইগাতী, শ্রীবরদী
	জামালপুর	বকশিগঞ্জ, মেলান্দহ
	ময়মনসিংহ	ভালুকা, ধোবাউড়া, গফরগাঁও, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ সদর, ফুলপুর, তারাকান্দা
বরিশাল	বরিশাল	আগৈলঝাড়া, বরিশাল সদর, মুলাদী, গৌরনদী
রংপুর	দিনাজপুর	বিরামপুর, বিরল, চিরিরবন্দর, ফুলবাড়ি, ঘোড়াঘাট, কাহারোল, দিনাজপুর সদর, নবাবগঞ্জ
	গাইবান্ধা	গোবিন্দগঞ্জ, পলাশবাড়ী, সাঘাটা
	কুড়িগ্রাম	ভুরুঙ্গামারী, নাগেশ্বরী
	লালমনিরহাট	আদিতমারী, কালিগঞ্জ, লালমনিরহাট সদর, পাটগ্রাম
	পঞ্চগড়	আটোয়ারী, বোদা, দেবীগঞ্জ, তেতুলিয়া
	ঠাকুরগাঁও	পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও সদর
রাজশাহী	নাটোর	নাটোর সদর, সিংড়া
	পাবনা	ভাঙ্গুড়া, চাটমোহর
	সিরাজগঞ্জ	বেলকুচি, কামারখন্দ, রায়গঞ্জ, শাহজাদপুর, উল্লাপাড়া
সিলেট	হবিগঞ্জ	বাহুবল, বানিয়াচং, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ সদর, লাখাই, নবীগঞ্জ
	মৌলভীবাজার	মৌলভীবাজার সদর, রাজনগর, শ্রীমঙ্গল
	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ সদর, জামালগঞ্জ, বিশ্বম্ভরপুর, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ, ছাতক, দোয়ারাবাজার, তাহিরপুর, বিশ্বম্ভরপুর, ধর্মপাশা, জগন্নাথপুর, শাল্লা,
	সিলেট	বিয়ানীবাজার, বিশ্বনাথপুর, কোম্পানীগঞ্জ, ফেঞ্চুগঞ্জ, গোলাপগঞ্জ, গোয়াইনঘাট, সিলেট সদর, জকিগঞ্জ, দক্ষিণ সুরমা, কানাইঘাট, জৈন্তাপুর, বালাগঞ্জ, ওসমানী নগর
চট্টগ্রাম	বান্দরবান	নাইক্ষ্যংছড়ি
	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	আখাউড়া, নাছিরনগর, কসবা, নবীনগর, সরাইল, বিজয়নগর
	চাঁদপুর	চাঁদপুর সদর, হাজীগঞ্জ, মতলব উত্তর, শাহরাস্তি
	কুমিল্লা	দেবিদ্বার, ব্রাহ্মণপাড়া, বুড়িচং, দাউদকান্দি, মুরাদনগর, নাঙ্গলকোট, কুমিল্লা আদর্শ সদর
	খাগড়াছড়ি	দীঘিনালা, খাগড়াছড়ি সদর
	রাঙ্গামাটি	বাঘাইছড়ি, জুরাছড়ি, বরকল, কাউখালি, কাপ্তাই, বিলাইছড়ি, লংগদু, নানিয়ারচর, রাজস্থলি, রাঙ্গামাটি সদর
খুলনা	বাগেরহাট	বাগেরহাট সদর, মোল্লাহাট
	যশোর	বাঘারপাড়া, চৌগাছা, যশোর সদর, ঝিকরগাছা
	ঝিনাইদহ	কালীগঞ্জ, কোটচাঁদপুর, শৈলকুপা
	খুলনা	ডুমুরিয়া
	কুষ্টিয়া	দৌলতপুর
	সাতক্ষীরা	কলারোয়া, সাতক্ষীরা সদর

২২.৩ প্রকল্পের মেয়াদ : অক্টোবর ২০১৮ হতে জুন ২০২৩

২২.৪ প্রকল্প ব্যয় : ৮২৬৩.০৬ লক্ষ টাকা

২২.৫ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ : ১৩১৬.০০ লক্ষ টাকা

২২.৬ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে অবমুক্ত : ১২৭২.০০ লক্ষ টাকা

২২.৭ ২০১৯-২০অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি : ১২৪৮.০০ লক্ষ টাকা

২২.৮ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

২২.৯ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৯-২০		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
১ কিউসেক সৌরশক্তিচালিত এলএলপির ভূগর্ভস্থ সেচনালার মালামাল ক্রয়	সেট	১০০	৩৪	৩৪	১০০
০.৫ কিউসেক সৌরশক্তিচালিত এলএলপির ভূগর্ভস্থ সেচনালার মালামাল ক্রয়	সেট	১০০	৩২	৩২	১০০
সোলার প্যানেল ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদিসহ ১-কিউসেক সৌরশক্তি চালিত এলএলপি ক্রয়	সেট	১০০	১৫	১৫	১০০
সোলার প্যানেল ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদিসহ ০.৫ কিউসেক সৌরশক্তি চালিত এলএলপি ক্রয়	সেট	১০০	০৮	০৮	১০০
১ কিউসেক সৌরশক্তিচালিত এলএলপির পাম্প হাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	১০০	০৯	০৯	১০০
০.৫ কিউসেক সৌরশক্তিচালিত এলএলপির পাম্প হাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	১০০	০৬	০৬	১০০
১ কিউসেক এলএলপির সেচনালা নির্মাণ	কি.মি.	৮০	১৮.৪	১৮.৪	১০০
০.৫ কিউসেক এলএলপির সেচনালা নির্মাণ	কি.মি.	৬০	১৩.৮	১৩.৮	১০০

২২.১০. ২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের তথ্যাদি

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন (কর্মকর্তা-কর্মচারী/ ডিলার/স্কিম ম্যানেজার/কৃষক)	২০১৯-২০		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা/জন)	অর্জন	
সৌর পাম্প স্থাপন ও আনুষাঙ্গিক সরঞ্জামাদি নির্বাচন ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে ০৫ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ	সহকারী প্রকৌশলী/ নির্বাহী প্রকৌশলী	২৫	২৫	১০০
সেচ যন্ত্রপাতি মেরামতের উপর মেকানিক/সহকারী মেকানিকদের প্রশিক্ষণ	মেকানিক/সহকারী মেকানিক	৩০	৩০	১০০
খামারে পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সেচ দক্ষতার উন্নয়ন বিষয়ে কৃষক/ম্যানেজার/অপারেটরদের প্রশিক্ষণ	কৃষক/ম্যানেজার/অপারেটর	৩৬০	৩৬০	১০০

২৩. বৃহত্তর খুলনা ও যশোর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প

২৩.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- খাল পুনঃখনন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেচ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে ১২৬৬৪ হেক্টর জমিতে ভুপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ **সুবিধা সম্প্রসারণ করে প্রতিবছর অতিরিক্ত ৫০৩৫.৬ মে.টন খাদ্যশস্য উৎপাদন ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা তত্ত্বাবধান;**
- আধুনিক সেচ প্রযুক্তি প্রয়োগ ও কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি;
- প্রকল্প এলাকায় আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন।

২৩.২ প্রকল্প এলাকা: ১টি বিভাগ, ৭টি জেলা, ৪৬টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
খুলনা	বাগেরহাট	বাগেরহাট সদর, চিতলমারী, কচুয়া, ফকিরহাট, মোল্লাহাট, মংলা, মোরেলগঞ্জ, রামপাল, শরণখোলা
	যশোর	অভয়নগর, বাঘারপাড়া, চৌগাছা, যশোর সদর, ঝিকরগাছা, মনিরামপুর, কেশবপুর, শার্শা
	ঝিনাইদহ	হরিনাকুন্ডু, ঝিনাইদহ সদর, কালিগঞ্জ, কোটচাঁদপুর, মহেশপুর, শৈলকুপা
	খুলনা	খুলনা সদর, রুপসা, বটিয়াঘাটা, ফুলতলা, দাকোপ, ডুমুরিয়া, কয়রা, পাইকগাছা, তেরখাদা
	মাগুরা	মাগুরা সদর, মোহাম্মদপুর, শালিখা, শ্রীপুর
	নড়াইল	কালিয়া, লোহাগড়া, নড়াইল সদর
	সাতক্ষীরা	আশাশুনি, দেবহাটা, কলারোয়া, কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা সদর, শ্যামনগর, তালা

২৩.৩ প্রকল্পের মেয়াদ	:	অক্টোবর ২০১৭ হতে জুন ২০২১
২৩.৪ প্রকল্প ব্যয়	:	১২৬৯৭.৫৪ লক্ষ টাকা
২৩.৫ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ	:	৩৫০০.০০ লক্ষ টাকা
২৩.৬ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে অবমুক্ত	:	৩৪৪২.০০ লক্ষ টাকা
২৩.৭ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	৩৪৩৯.০০ লক্ষ টাকা
২৩.৮ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি	:	১০০%

ঝিনাইদহ জেলার সদরে নির্মিত ফুট ব্রীজ

ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপায় নির্মিত ক্রসড্যাম

২৩.৯ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৯-২০		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
১-কিউসেক বিদ্যুৎচালিত লো-লিফট পাম্প সেট ক্রয়	সেট	১০০	৩০	৩০	১০০
২-কিউসেক এলএলপি'র জন্য ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ মালামাল ক্রয়	সংখ্যা	১৪০	৬৪	৬৪	১০০
১-কিউসেক এলএলপি'র জন্য ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ মালামাল ক্রয়	সংখ্যা	১০০	৫২	৫২	১০০
১-কিউসেক ক্ষমতাসম্পন্ন সোলার পাম্প স্থাপন	সেট	০৫	০৫	০৫	১০০
খাল পুনঃখনন (লেভেলিং ড্রেসিংসহ)	কি. মি.	৩০০	৭২	৭২	১০০
২-কিউসেক এলএলপি'র জন্য ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	সংখ্যা	১৪০	৫৪	৫৪	১০০
১ কিউসেক এলএলপি'র জন্য ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	সংখ্যা	১০০	৪০	৪০	১০০
বড় আকারের হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ	সংখ্যা	২০	০৪	০৪	১০০
মাঝারি আকারের হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ	সংখ্যা	৫০	১১	১১	১০০
ছোট আকারের হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ	সংখ্যা	২০০	৬২	৬২	১০০
২-কিউসেক এলএলপিতে বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ	সংখ্যা	১০০	৪০	৪০	১০০
১-কিউসেক এলএলপিতে বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ	সংখ্যা	১০০	৪০	৪০	১০০

২৩.১০. ২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের তথ্যাদি

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন (কর্মকর্তা-কর্মচারী/ডিলার/স্কিমম্যানেজার/কৃষক)	২০১৯-২০		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা/জন)	অর্জন	
সেচ দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সেচের পানি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি	স্কিম ম্যানেজার ও কৃষক	২১০ জন	২১০ জন	১০০

২৩.১১. ২০১৯-২০ অর্থ বছরে সেমিনার/কর্মশালার তথ্যাদি

সেমিনার/ কর্মশালার নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন (কর্মকর্তা-কর্মচারী/ ডিলার/স্কিম ম্যানেজার/কৃষক)	২০১৯-২০		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা/জন)	অর্জন	
সেচ বক্সকতর গুরুত্ব শীর্ষক সেমিনার	কর্মকর্তা-কর্মচারী, স্কীম ম্যানেজার ও কৃষক	৫০ জন	৫০ জন	১০০

২৪. স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (বিএডিসি অংশ)

২৪.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- জলবায়ু পরিবর্তনের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে চাহিদাভিত্তিক ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, বৈচিত্র্য আনয়ন ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন;
- উচ্চমূল্যের (High Value) ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি ও টেকসই প্রযুক্তির ব্যবহার;
- **উচ্চমূল্যের ফসল সম্পর্কে মূল্যায়ন এবং কৃষক দল গঠন;**
- **গবেষণা ও সম্প্রসারণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;**
- মার্কেট লিংকেজ উন্নয়ন;
- উচ্চমূল্য (High Value) ফসলের পোস্ট হার্ভেস্ট এবং প্রক্রিয়াজাতকরণে বিনিয়োগ বৃদ্ধিকরণ;
- খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বৃদ্ধিকরণ;
- জলবায়ু সহনশীল ভূপরিস্থ পানি ব্যবস্থাপনা;
- ভূপরিস্থ পানির টেকসই ব্যবস্থাপনা, নিষ্কাশন, সংরক্ষণ এবং ব্যবহার;
- ট্রেনিং অব ট্রেনার্স কার্যক্রম ও ফলো-আপ;
- সুবিধাজনক মনিটরিং ও মূল্যায়ন পদ্ধতির উন্নয়নে সহায়তা এবং
- ভ্যালু চেইন ও অন্যান্য বাজার গবেষণায় সহায়তা প্রদান।

বরগুনা জেলার তালতলি উপজেলায় বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ট্যাংক

চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ উপজেলায় বরুমতি খাল খনন/পুন:খনন

২৪.২ প্রকল্প এলাকা: ৩টি বিভাগ, ১১টি জেলা, ৩০টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
বরিশাল	পিরোজপুর	কাউখালী
	ঝালকাঠি	কাঠালিয়া, নলছিটি
	ভোলা	লালমোহন, চরফ্যাশন, মনপুরা
	পটুয়াখালী	মির্জাগঞ্জ, রাঙ্গাবালি, কলাপাড়া
	বরগুনা	আমতলী, বেতাগী, বামনা, তালতলী, পাথরঘাটা
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	সন্দ্বীপ, বোয়ালখালী, ফটিকছড়ি, চন্দনাইশ, বাঁশখালী, মিরশরাই
	নোয়াখালী	সুবর্ণচর, চাটখিল, কবিরহাট, হাতিয়া
	ফেনী	ছাগলনাইয়া
	লক্ষ্মীপুর	কমলনগর
খুলনা	বাগেরহাট	ফকিরহাট, কচুয়া
	সাতক্ষীরা	শ্যামনগর, কালীগঞ্জ

২৪.৩ প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৪
২৪.৪ প্রকল্প ব্যয় : ৩৩০১৫.৯৫ লক্ষ টাকা
২৪.৫ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ : ৮০৪০.০০ লক্ষ টাকা
২৪.৬ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে অবমুক্ত : ৮০৩০.৪০ লক্ষ টাকা
২৪.৭ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি : ৭৯৩৫.৪৮ লক্ষ টাকা
২৪.৮ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

২৪.৯ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৯-২০		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণ	কি.মি.	৫৫	৯.৪	৯.৪	১০০
খাল/নালা পুনঃখনন (ছোট খাল)	কি.মি.	২৯৪	১১০	১১০	১০০
খাল/নালা পুনঃখনন (সরকারি খাল)	কি.মি.	১৯০	৭৬	৭৬	১০০
ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ মালামাল ক্রয়	সেট	২৫০	৯৫	৯৫	১০০
ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ মালামাল ক্রয়	সেট	২১	১৪	১৪	১০০
(নতুন স্কীমের জন্য)					
ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	কি.মি.	২৫০	৬৩	৬৩	১০০
ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (পুরাতন স্কীমের জন্য)	কি.মি.	২৮	১৪	১৪	১০০
ফার্ম ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট স্ট্রাকচার নির্মাণ	সংখ্যা	২৬৩	৬৯	৬৯	১০০
সোলার পাম্পসেট সহ পুকুর খনন	সংখ্যা	৯৫	২৫	২৫	১০০
রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টার নির্মাণ	সংখ্যা	২০২৪	৭১০	৭১০	১০০
আর্টিসিয়ান ওয়েল নির্মাণ	সংখ্যা	১০০	২৫	২৫	১০০
বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ	সংখ্যা	১৫০	২৪	২৪	১০০

২৫. পাবনা-নাটোর-সিরাজগঞ্জ জেলায় ভূপরিস্থ পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন প্রকল্প

২৫.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- প্রকল্প এলাকায় খাল পুনঃখনন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন এবং সেচযন্ত্র পরিচালনার মাধ্যমে ৫৩,৪০০ **হেক্টর জমিতে ভূপরিস্থ পানি নির্ভর আধুনিক সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করে প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে প্রতি বছর অতিরিক্ত** ১,৩৩,৫০০ মে.টন ফসল উৎপাদন;
- সেচের পানির অপচয় রোধে আধুনিক ও স্থানীয় সেচ প্রযুক্তি প্রয়োগ ও কৃষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সেচ কাজে নূন্যতম পানির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
- প্রকল্প এলাকায় ইতিপূর্বে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষাকরণ এবং
- প্রকল্প এলাকায় দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা ও আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ

২৫.২ প্রকল্প এলাকা: ১টি বিভাগ, ৩টি জেলা, ২৫টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
রাজশাহী	পাবনা	পাবনা সদর, আটঘরিয়া, চাটমোহর, ভাঙ্গুড়া, ফরিদপুর, সাঁথিয়া, বেড়া, সুজানগর, ঈশ্বরদী
	নাটোর	নাটোর সদর, বাগাতিপাড়া, বড়াইগ্রাম, লালপুর, সিংড়া, গুরুদাসপুর, নলডাঙ্গা
	সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ সদর, কামারখন্দ, কাজিপুর, রায়গঞ্জ, তাড়াশ, উল্লাপাড়া, শাহজাদপুর, বেলকুচি, চৌহালি

২৫.৩ প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২৪
২৫.৪ প্রকল্প ব্যয় : ৫৬০৫৩.০০ লক্ষ টাকা
২৫.৫ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ : ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা
২৫.৬ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে অবমুক্ত : ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা
২৫.৭ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি : ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা
২৫.৮ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

২৫.৯ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৯-২০		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
২ কিউসেক পুরাতন গভীর নলকূপের ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের জন্য পাইপ ক্রয়	সেট	১০০	৫৪	৫৪	১০০
১ কিউসেক এলএলপি'র ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের জন্য পাইপ ক্রয়	সেট	৩০০	৪৪	৪৪	১০০
২ কিউসেক পুরাতন গভীর নলকূপের ভূগর্ভস্থ সেচনালা বর্ধিতকরণের জন্য পাইপ ক্রয়	সেট	৬০০	১৩৮	১৩৮	১০০
১.৫-কিউসেক সৌরশক্তিচালিত এলএলপি'র ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের জন্য পাইপ ক্রয়	সেট	১৫০	২৯	২৯	১০০
মটর সাইকেল ক্রয়	সংখ্যা	২০	২০	২০	১০০

২৫.১০. ২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের তথ্যাদি

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন (কর্মকর্তা-কর্মচারী/ স্কিমার/স্কিম ম্যানেজার/কৃষক)	২০১৯-২০		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা/জন)	অর্জন	
কৃষক/ম্যানেজার/পাম্প অপারেটরদের প্রশিক্ষণ	কৃষক/স্কীম ম্যানেজার	১৮০	১৮০	১০০

২৬. বরিশাল বিভাগ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প

২৬.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- ৩৪০ কি.মি. খাল/নালা পুনঃখনন এবং ২১৩টি সেচযন্ত্র স্থাপন ও স্থাপিত সেচ যন্ত্রের ব্যারিড পাইপ লাইন ও অন্যান্য সেচ অবকাঠামো নির্মাণ/উন্নয়নের মাধ্যমে ভূপরিস্থ পানি সংরক্ষণপূর্বক শুষ্ক মৌসুমে ১২,৩৫৫ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণপূর্বক প্রতি বছর অতিরিক্ত প্রায় ৪৬,২৪৩ মে. টন খাদ্য শস্য এবং ৩০,৮৮৮ মে. টন ফলমূল/শাক-সবজি উৎপাদন;
- ইতোপূর্বে নির্মিত সেচ অবকাঠামো ও প্রকল্পের স্থাপিত/স্থাপিতব্য সেচযন্ত্র ও ভূপরিস্থ পানি সম্পদের ব্যবহার, পুনঃখননকৃত খাল/নালা ও নির্মিত/নির্মিতব্য অন্যান্য সেচ অবকাঠামো দ্বারা ২৪,৩২২ হেক্টর জমিতে সেচ দিয়ে প্রতি বছর অতিরিক্ত প্রায় ৮৫,১২৭ মে. টন খাদ্যশস্য ও ৬০,৮০৫ মে. টন ফলমূল/শাক-সবজি উৎপাদন;
- প্রকল্প এলাকায় ৩০০ জন সেচ স্কীমের ম্যানেজার/অপারেটর/ফিল্ডম্যান এবং ৩০০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষতা বৃদ্ধিপূর্বক আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র দূরীকরণ।

ঝালকাঠির রাজাপুর উপজেলায় মোসেল হাওলাদারের খাল খনন/পুনঃখনন

২৬.২ প্রকল্প এলাকা: ১টি বিভাগ, ৬টি জেলা, ৩৩টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
বরিশাল	বরিশাল	বরিশাল সদর, বানারীপাড়া, উজিরপুর
	পিরোজপুর	কাউখালী, পিরোজপুর সদর, ভান্ডারিয়া, মঠবাড়িয়া, নাজিরপুর, নেছারাবাদ, ইন্দুরকানি
	ঝালকাঠি	কাঠালিয়া, নলছিটি, রাজাপুর, ঝালকাঠি সদর
	ভোলা	ভোলা সদর, দৌলতখান, বোরহানউদ্দিন, তজুমদ্দিন, লালমোহন, চরফ্যাশন, মনপুরা
	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী সদর, বাউফল, দশমিনা, গলাচিপা, মির্জাগঞ্জ, দুমকি, কলাপাড়া
	বরগুনা	বরগুনা সদর, আমতলী, বেতাগী, বামনা, পাথরঘাটা

২৬.৩ প্রকল্পের মেয়াদ : এপ্রিল ২০১৫ হতে জুন ২০২০
২৬.৪ প্রকল্প ব্যয় : ১১৬৩০.৪৩ লক্ষ টাকা
২৬.৫ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ : ১৫২১.০০ লক্ষ টাকা
২৬.৬ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে অবমুক্ত : ১৫২১.০০ লক্ষ টাকা
২৬.৭ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি : ১৫১৮.০০ লক্ষ টাকা
২৬.৮ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

২৬.৯ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৯-২০		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
১-কিউসেক ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের জন্য ইউপিভিসি পাইপ ক্রয়	সেট	৬২	১৯	১৯	১০০
২-কিউসেক ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের জন্য ইউপিভিসি পাইপ ক্রয়	সেট	১৫৫	১৫	১৫	১০০
খাল/নালা পুনঃখনন	কি.মি.	৩৪০	৪০	৪০	১০০
১-কিউসেক স্কীমে ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ ও ২০০ মিটার করে বর্ধিতকরণ	সংখ্যা	৬২	৬২	৬২	১০০
২ কিউসেক স্কীমে ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ ও ২০০ মিটার করে বর্ধিতকরণ	সংখ্যা	১৫৫	১৫৫	১৫৫	১০০
১-কিউসেক সোলার পাম্প ক্রয় এবং ৩০০ মিটার বর্ধিতকরণ	সেট	৩০	২৯	২৯	১০০

২৭. ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে ভূপরিস্থ পানির সাহায্যে সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)

২৭.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- প্রবাহমান নদী/প্রাকৃতিক জলাধার থেকে ডাবল লিফটিং সেচ প্রযুক্তি ব্যবহার করে ৬৫,২৭৫ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করে অতিরিক্ত ২,২৫,৫০০ মে.টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা;
- শুষ্ক মৌসুমে সঠিক সময়ে, সঠিক স্থানে উপযুক্ত পানি কৃষকের নিকট পৌঁছানো নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জমিতে পানি সরবরাহ ও পানি সংরক্ষণ পদ্ধতির উন্নয়নের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং 'অন ফার্ম ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট টেকনোলজি' ব্যবহার করে প্রকল্প এলাকার জনগণের আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;
- আধুনিক কারিগরি জ্ঞান উন্নয়নের মাধ্যমে সরকারি প্রতিষ্ঠান, পানি ব্যবহারকারী সমিতি/সংগঠন এবং কৃষকের কার্যদক্ষতার উন্নয়ন করা।

২৭.২ প্রকল্প এলাকা: ৫টি বিভাগ, ২৬টি জেলা, ৮৮টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	মানিকগঞ্জ	সিংগাইর, মানিকগঞ্জ সদর
	নারায়ণগঞ্জ	আড়াইহাজার, বন্দর
	মুন্সিগঞ্জ	গজারিয়া, সিরাজদিখান
	নরসিংদী	পলাশ, রায়পুরা, নরসিংদী সদর, শিবপুর
	কিশোরগঞ্জ	অষ্টগ্রাম, বাজিতপুর, নিকলী, ইটনা, কুলিয়ারচর, মিঠামোইন, কিশোরগঞ্জ সদর, হোসেনপুর
	গাজীপুর	কালীগঞ্জ, কাপাসিয়া
	মাদারীপুর	রাজৈর, কালকিনি, মাদারীপুর সদর
	শরিয়তপুর	শরীয়তপুর সদর, ডামুড্যা
	গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ সদর, টুঙ্গিপাড়া, মুকসুদপুর
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	গফরগাঁও, ত্রিশাল
	জামালপুর	জামালপুর সদর
	নেত্রকোনা	কলমাকান্দা, আটপাড়া, নেত্রকোনা সদর, মদন, মোহনগঞ্জ, বারহাট্টা, কলমাকান্দা
	শেরপুর	নালিতাবাড়ী, নকলা, ঝিনাইগাতি
বরিশাল	বরিশাল	উজিরপুর, গৌরনদী
	ভোলা	ভোলা সদর, বোরহানউদ্দিন, চরফ্যাশন, লালমোহন, দৌলতখান
	ঝালকাঠি	ঝালকাঠি সদর, নলছিটি
সিলেট	হবিগঞ্জ	আজমিরিগঞ্জ, বানিয়াচং, লাখাই, হবিগঞ্জ সদর, বাহুবল, চুনারুঘাট, নবীগঞ্জ
	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ সদর, জামালগঞ্জ, দিরাই, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ, বিশ্বম্ভরপুর, দোয়ারাবাজার, ছাতক, তাহিরপুর, ধর্মপাশা
	সিলেট	গোলাপগঞ্জ
	মৌলভীবাজার	শ্রীমঙ্গল
চট্টগ্রাম	কুমিল্লা	মুরাদনগর, মনোহরগঞ্জ, দেবিদ্বার, কুমিল্লা সদর
	চাঁদপুর	চাঁদপুর সদর, হাজীগঞ্জ, মতলব, শাহরাস্তি
	লক্ষীপুর	লক্ষীপুর সদর, রায়পুর, কমলনগর
	বি-বাড়িয়া	বি-বাড়িয়া সদর, নাসিরনগর, নবীনগর
	চট্টগ্রাম	রাউজান, ফটিকছড়ি, চন্দনাইশ
	কক্সবাজার	কক্সবাজার সদর, রামু, চকরিয়া

২৭.৩ প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২১

২৭.৪ প্রকল্প ব্যয় : ১৬৮৭৭.৫৯ লক্ষ টাকা

২৭.৫ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ : ৩৩০০.০০ লক্ষ টাকা

২৭.৬ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে অবমুক্ত : ৩৩০০.০০ লক্ষ টাকা

২৭.৭ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি : ৩২৯৫.০০ লক্ষ টাকা

২৭.৮ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

মানিকগঞ্জের [illegible] স্থাপিত ভাসমান পাম্প

[illegible] জেলার [illegible] উপজেলায় স্থাপিত সোলার পাম্প

২৭.৯ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৯-২০		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
ব্যারিড পাইপ লাইনের মালামাল ক্রয়	কি.মি.	৩১৮	১৫০	১৫০	১০০
৫-কিউসেক পরীক্ষামূলক সোলার পাম্প স্কিমে ব্যারিড পাইপ লাইন ও পাম্প হাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	০২	০১	০১	১০০
৫ কিউসেক পাম্প ও ভাসমান পাম্পের জন্য ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	কি.মি.	২৯৫	৫৭	৫৭	১০০
হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ	সংখ্যা	৬০	০৪	০৪	১০০
ভূপরিস্থ পাকা সেচনালা নির্মাণ	মি.	১১৬৮৯	৬০০	৬০০	১০০
বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ	সংখ্যা	১৫০	২১	২১	১০০

২৭.১০. ২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের তথ্যাদি

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন (কর্মকর্তা-কর্মচারী/ ডিলার/স্কিম ম্যানেজার/কৃষক)	২০১৯-২০		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা/জন)	অর্জন	
ইঞ্জিন/মটর ও পাম্প পরিচালনার জন্য পাম্প অপারেটরদের প্রশিক্ষণ	পাম্প অপারেটর	৫০ জন	৫০ জন	১০০

২৮. আশুগঞ্জ-পলাশ এগ্রো ইরিগেশন প্রকল্প-৫ম পর্যায় (১ম সংশোধিত)

২৮.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- সেচ অবকাঠামো নির্মাণ এবং যথাযথভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে অতিরিক্ত ২,৮৬০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান;
- লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগ করে আশুগঞ্জ এবং ঘোড়াশাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে যথাক্রমে ১১০০ ও ৮০০ কিউসেক নির্গত কুলিং ওয়াটার (ফ্লু ওয়াটার) দ্বারা আশুগঞ্জ-পলাশ এগ্রো-ইরিগেশন প্রকল্পের ৪র্থ পর্যায়ে আওতাভুক্ত ২২,০০০ হেক্টর জমিতে সেচ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা;
- ২২,০০০ হেক্টর জমি সেচের মাধ্যমে ৯৬,২৫০ মে.টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা ও ২,৮৬০ হেক্টর জমিতে সেচের মাধ্যমে ১২৫১২ মে. টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা এবং প্রতি বছর প্রায় ১০৮৭৬২ মে. টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা;
- প্রকল্প এলাকার কৃষকদেরকে সেচ, খাদ্যশস্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কর্মকান্ডে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন করা।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আশুগঞ্জ উপজেলায় নির্মিত আরসিসি মেইন ক্যানেল

২৮.২ প্রকল্প এলাকা: ২টি বিভাগ, ২টি জেলা, ৭টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	নরসিংদী	পলাশ, নরসিংদী সদর, শিবপুর
চট্টগ্রাম	বি-বাড়িয়া	বি-বাড়িয়া সদর, সরাইল, আশুগঞ্জ, নবীনগর

২৮.৩ প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২০
২৮.৪ প্রকল্প ব্যয় : ২৩৬১.৫২ লক্ষ টাকা
২৮.৫ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ : ৩৪৫.০০ লক্ষ টাকা
২৮.৬ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে অবমুক্ত : ৩৪৫.০০ লক্ষ টাকা
২৮.৭ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি : ৩৪৫.০০ লক্ষ টাকা
২৮.৮ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

২৮.৯ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৯-২০		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
আরসিসি মেইন ক্যানেল নির্মাণ	কি. মি.	০২	০.১৫	০.১৫	১০০
আরসিসি সেকেন্ডারী ক্যানেল নির্মাণ	কি. মি.	০১	০.১৩	০.১৩	১০০
টো/রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ	কি. মি.	০.২৯	০.০৫	০.০৫	১০০
মজা খাল পুনঃখনন	কি. মি.	৮.০০	২.০০	২.০০	১০০

২৯. কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূপরিস্থ পানি ব্যবহারের জন্য রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প

২৯.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- ১০টি ড্যাম (৮টি রাবার ড্যাম ও ২টি হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম) নির্মাণ করে ১১,১৫০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় এনে ৫০,১৭৫ মে.টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন করা।

নেত্রকোণা জেলার কলমাকান্দা উপজেলায় গণেশ্বরী নদী রাবার ড্যাম

[illegible] হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম

২৯.২ প্রকল্প এলাকা: ৪টি বিভাগ, ৮টি জেলা, ১০টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ময়মনসিংহ	নেত্রকোনা	কলমাকান্দা
বরিশাল	পিরোজপুর	নাজিরপুর
	ঝালকাঠি	নলছিটি
সিলেট	হবিগঞ্জ	বাহুবল
	সুনামগঞ্জ	দোয়ারাবাজার
চট্টগ্রাম	বান্দরবান	বান্দরবান সদর, নাইক্ষ্যংছড়ি
	চট্টগ্রাম	লোহাগড়া, আনোয়ারা
	কক্সবাজার	চকরিয়া

২৯.৩ প্রকল্পের মেয়াদ : জানুয়ারি ২০১৬ হতে জুন ২০২১
২৯.৪ প্রকল্প ব্যয় : ১৭৩০২.৬০ লক্ষ টাকা
২৯.৫ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ : ২১৫০.০০ লক্ষ টাকা
২৯.৬ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে অবমুক্ত : ২১৫০.০০ লক্ষ টাকা
২৯.৭ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি : ২১৪০.১৩ লক্ষ টাকা
২৯.৮ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

২৯.৯ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৯-২০		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম নির্মাণ	সংখ্যা	০২	০২	০১টি ১০০% এবং ০১টি ৯৭%	০১টি ১০০% এবং ০১টি ৯৭%
রাবার ড্যাম নির্মাণ (অন্যান্য অবকাঠামোসহ)	সংখ্যা	০৮	০৫	০১টি ১০০% ০৩টি ৬৫% এবং ০১টি ১৫%	০১টি ১০০% ০৩টি ৬৫% এবং ০১টি ১৫%
হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার/রেগুলেটর নির্মাণ	সংখ্যা	১২	০৫	০৫	১০০
গাইড বাঁধ/বেড়ী বাঁধ নির্মাণ	কি.মি.	৩৪	০৪	০৪	১০০
নদী/খাল খনন/পুনঃখনন	কি.মি.	৩০	১৪	১৪	১০০
ইরিগেশন ইন/আউটলেট নির্মাণ	মি.	৬০০	১৩৪	১৩৪	১০০

২৯.১০. ২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের তথ্যাদি

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন (কর্মকর্তা-কর্মচারী/ ডিলার/ভিজ ম্যানেজার/কৃষক)	২০১৯-২০		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা/জন)	অর্জন	
রাবার ড্যাম ও হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম নির্মাণ ও আধুনিক সেচ ব্যবস্থাপনা	নির্বাহী প্রকৌশলী/সহকারী প্রকৌশলী	৫০	৫০	১০০
রাবার ড্যাম ও হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম নির্মাণ ও আধুনিক সেচ ব্যবস্থাপনা	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	৬০	৬০	১০০

৩০. ময়মনসিংহ বিভাগ এবং ঢাকা বিভাগের টাঙ্গাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলায় ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প

৩০.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- খাল পুনঃখনন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন ও আধুনিক সেচ প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ১৫,৪৯৮ হেক্টর জমিতে ভূপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করে বছরে প্রায় ৭৭,৪৯০ মেট্রিক টন খাদ্য শস্য উৎপাদন;
- প্রকল্প এলাকায় ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত 'বৃহত্তর ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা;
- প্রকল্প এলাকায় কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি এবং আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন।

ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট উপজেলায় খাল পুনঃখনন ও খালের পাড়ে বৃক্ষরোপণ

৩০.২ প্রকল্প এলাকা: ২টি বিভাগ, ৬টি জেলা, ৫৬টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	টাঙ্গাইল	টাঙ্গাইল সদর, নাগরপুর, কালিহাতী, মধুপুর, ঘাটাইল, বাসাইল, সখিপুর, মির্জাপুর, দেলদুয়ার, ভূঞাপুর, গোপালপুর, ধনবাড়ী
	কিশোরগঞ্জ	কিশোরগঞ্জ সদর, করিমগঞ্জ, কটিয়াদি, ইটনা, মিঠামইন, কুলিয়ারচর, বাজিতপুর, অষ্টগ্রাম, হোসেনপুর, তাড়াইল, পাকুন্দিয়া, ভৈরব, নিকলী
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ সদর, গফরগাঁও, মুক্তাগাছা, হালুয়াঘাট, ঈশ্বরগঞ্জ, নান্দাইল, ফুলবাড়ীয়া, ধোবাউড়া, গৌরীপুর
	নেত্রকোণা	নেত্রকোণা সদর, দুর্গাপুর, মোহনগঞ্জ, কলমাকান্দা, কেন্দুয়া, পূর্বধলা, বারহাট্টা, মদন, খালিয়াজুড়ি, আটপাড়া,
	জামালপুর	জামালপুর সদর, সরিষাবাড়ী, মেলান্দহ, ইসলামপুর, দেওয়ানগঞ্জ, মাদারগঞ্জ, বকশীগঞ্জ
	শেরপুর	শেরপুর সদর, ঝিনাইগাতী, শ্রীবরদী, নালিতাবাড়ি, নকলা

৩০.৩ প্রকল্পের মেয়াদ	:	জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২২
৩০.৪ প্রকল্প ব্যয়	:	১৩৯০০.৫০ লক্ষ টাকা
৩০.৫ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ	:	৩৫০০.০০ লক্ষ টাকা
৩০.৬ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে অবমুক্ত	:	৩৫০০.০০ লক্ষ টাকা
৩০.৭ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	৩৪৯৭.২৬ লক্ষ টাকা
৩০.৮ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি	:	১০০%

৩০.৯ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৯-২০		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদিসহ ১-কিউসেক সৌরশক্তিচালিত এলএলপি'র জন্য সোলার প্যানেল, পাম্প মটর ও কন্ট্রোলার ক্রয়	সেট	২০	১০	১০	১০০
২ কিউসেক এলএলপি'র জন্য বৈদ্যুতিক মটর, পাম্প ক্রয়	সেট	২০০	১০০	১০০	১০০
৫ ও ২-কিউসেক এলএলপি স্কীমে বারিড পাইপ লাইন নির্মাণের জন্য ইউপিভিসি পাইপ ক্রয়	কি.মি.	২৬০	৮৬	৮৬	১০০
২-কিউসেক গভীর নলকূপ স্কীমের বারিড পাইপ লাইন নির্মাণের জন্য পাইপ ক্রয়	কি.মি.	৬২	০৯	০৯	১০০
খাল/নালা পুনঃখনন	কি.মি.	২৫০	৭৫	৭৫	১০০
পানি নির্গমন ব্যবস্থা নির্মাণ	সংখ্যা	২০০	৫০	৫০	১০০
৫/২ কিউসেক এলএলপি ও গভীর নলকূপ স্কীমে বারিড পাইপ লাইন স্থাপন	কি.মি.	৩২৫	১৯	১৯	১০০
সৌরশক্তিচালিত ডাগওয়েল খনন	সংখ্যা	৫০	১২	১২	১০০
পাম্প হাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	২৫০	২৫	২৫	১০০
বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ	সংখ্যা	২৩০	৪২	৪২	১০০
১-কিউসেক সোলার এলএলপি স্কীমের বারিড পাইপ লাইন নির্মাণের জন্য পাইপ ক্রয়/স্থাপন	কি.মি.	১৬	৫.০	৫.৬	১০০

৩০.১০. ২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের তথ্যাদি

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন (কর্মকর্তা-কর্মচারী/ ডিলার/স্কিম ম্যানেজার/ কৃষক)	২০১৯-২০		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা/জন)	অর্জন	
বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	কর্মকর্তা	০৭ জন	০৭ জন	১০০
অপারেশন এন্ড মেইনটেইনেন্স অব ইরিগেশন ইকুইপমেন্ট এর উপর প্রশিক্ষণ	কৃষক	১৮০ জন	১১০ জন	১০০
অনফার্ম ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট এবং ইরিগেশন ইকুইপমেন্ট এর উপর প্রশিক্ষণ	কৃষক	৩৬০ জন	৩৬০ জন	১০০

৩১. রংপুর অঞ্চলে ভূপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ শীর্ষক প্রকল্প

৩১.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- খাল পুনঃখনন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেচ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে ১৬,১৯৭ হেক্টর জমিতে ভূপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করে প্রতিবছর প্রায় ৭২,৮৮৭ মেট্রিক টন খাদ্য শস্য উৎপাদন ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ত্বরান্বিতকরণ;
- পরিবেশবান্ধব নবায়নযোগ্য সৌরশক্তি ব্যবহার ও আধুনিক সেচ প্রযুক্তি প্রয়োগ এবং কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি ও চলমান পার্শ্বব্যয় হ্রাসকরণ;
- প্রকল্প এলাকায় আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন।

মোবাইল এ্যাপসের মাধ্যমে সেচযন্ত্র বন্ধ, চালু ও মনিটরিং পদ্ধতির শুভ উদ্বোধন করছেন বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম

রংপুর সদর উপজেলায় ২-কিউসেক গভীর নলকূপের ভূগর্ভস্থ সেচনালা

৩১.২ প্রকল্প এলাকা: ১টি বিভাগ, ৪টি জেলা, ২৮টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
রংপুর	রংপুর	রংপুর সদর, গংগাচড়া, কাউনিয়া, পীরগাছা, পীরগঞ্জ, মিঠাপুকুর, বদরগঞ্জ, তারাগঞ্জ
	নীলফামারী	নীলফামারী সদর, সৈয়দপুর, কিশোরগঞ্জ, জলঢাকা, ডোমার, ডিমলা
	লালমনিরহাট	লালমনিরহাট সদর, আদিতমারী, কালীগঞ্জ, হাতীবান্ধা, পাটগ্রাম
	কুড়িগ্রাম	কুড়িগ্রাম সদর, উলিপুর, চিলমারী, রৌমারী, রাজীবপুর, নাগেশ্বরী, ভুরুঙ্গামারী, ফুলবাড়ী, রাজারহাট

৩১.৩ প্রকল্পের মেয়াদ : জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২২

৩১.৪ প্রকল্প ব্যয় : ১৪০৭৭.৮৩ লক্ষ টাকা

৩১.৫ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ : ৩৫০০.০০ লক্ষ টাকা

৩১.৬ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে অবমুক্ত : ৩৪৬৪.০০ লক্ষ টাকা

৩১.৭ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি : ৩৪৬৩.০৪ লক্ষ টাকা

৩১.৮ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

৩১.৯ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৯-২০		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
২ কিউসেক বিদ্যুৎ চালিত সাবমার্সিবল পাম্প ক্রয়	সেট	১০০	৫১	৫১	১০০
সৌরশক্তি চালিত ০.৫ কিউসেক এলএলপি ক্রয়	সেট	৫০	২০	২০	১০০
খাল পুনঃখনন	কি.মি.	২০০	৭৮	৭৮	১০০
বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ	সংখ্যা	১৬০	৩৪	৩৪	১০০
১-কিউসেক বিদ্যুৎ চালিত এলএলপি'র ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (প্রতিটি ১০০০ মিটার)	কি.মি.	১০০	৪০	৪০	১০০
২-কিউসেক সাবমার্সিবল পাম্পের ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (প্রতিটি ১০০০ মিটার)	কি.মি.	১৮০	৫৪	৫৪	১০০
০.৫-কিউসেক সৌরশক্তি চালিত এলএলপি'র ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (প্রতিটি ১০০০ মিটার)	সংখ্যা	৫০	২২	২২	১০০
ভূগর্ভস্থ সেচনালা বর্ধিতকরণ	সংখ্যা	১৫০	৬০	৬০	১০০
পাম্প হাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	১৫০	২০	২০	১০০

৩১.১০. ২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের তথ্যাদি

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন (কর্মকর্তা-কর্মচারী/ ডিলার/স্কিম ম্যানেজার/কৃষক)	২০১৯-২০		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা/জন)	অর্জন	
AWD কিট সরবরাহ	কৃষক, ম্যানেজার, অপারেটর, ফিল্ডম্যান	৫ ব্যাচ	৫ ব্যাচ	১০০

৩২. বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)'র অফিস ভবন এবং অবকাঠামোসমূহ সংস্কার, আধুনিকীকরণ ও নির্মাণ প্রকল্প

৩২.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- বিএডিসি'র বিদ্যমান পুরাতন অফিস ভবন ও অন্যান্য অবকাঠামোসমূহ সংস্কার, আধুনিকায়ন এবং নির্মাণের মাধ্যমে কাজের পরিবেশ উন্নয়নপূর্বক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিকরণ ও অবকাঠামো সমূহের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
- মাঠ পর্যায়ের প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন অফিস ভবন ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধি করে ক্ষুদ্রসেচ কার্যক্রম তদারকি জোরদারকরণ;
- সীমানা প্রাচীর সংস্কার ও নির্মাণ করে বিএডিসি'র সম্পদ অবৈধ দখলমুক্ত রাখা ও সংরক্ষিত সেচ যন্ত্রপাতি সুরক্ষা করা;
- খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেচ সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা, নিবিড় পর্যবেক্ষণ, পরিবীক্ষণ, অগ্রগতি তদারকি সহজীকরণ এবং সেচ নীতিমালা বাস্তবায়ন করা;

- ষাট দশকের স্থাপনা সমূহের সৌন্দর্যবর্ধন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থার লক্ষ্যে পুকুর সংস্কার, বৃক্ষরোপণ ও আনুষঙ্গিক কাজ এবং
- কৃষকদের প্রশিক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি এবং আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে [illegible] নিয়োজন।

প্রকল্পের আওতায় নির্মিত রংপুর সেচভবনের প্রধান ফটক

প্রকল্পের আওতায় নির্মিত পিরোজপুর অফিস ভবন

৩২.২ প্রকল্প এলাকা: ৮টি বিভাগ, ৬৩টি জেলা, ১৬৫টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	ঢাকা	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
	নরসিংদী	নরসিংদী সদর, পলাশ
	গাজীপুর	গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন কাপাসিয়া, কালীগঞ্জ, শ্রীপুর, কালিয়াকৈর
	কিশোরগঞ্জ	কিশোরগঞ্জ সদর, নিকলী, অষ্টগ্রাম, ইটনা, কুলিয়ারচর, মিঠামইন
	টাঙ্গাইল	টাঙ্গাইল সদর, মধুপুর, ঘাটাইল, মির্জাপুর
	রাজবাড়ী	বালিয়াকান্দি, পাংশা
	ফরিদপুর	ফরিদপুর সদর, সদরপুর
	মুন্সিগঞ্জ	মুন্সিগঞ্জ সদর, গজারিয়া, সিরাজদিখান
	নারায়ণগঞ্জ	আড়াইহাজার
	মানিকগঞ্জ	মানিকগঞ্জ সদর, সিংগাইর, দৌলতপুর
	শরীয়তপুর	শরীয়তপুর সদর
	মাদারীপুর	মাদারীপুর সদর, রাজৈর, কালকিনি
	গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ সদর, কাশিয়ানী, কোটালিপাড়া, মুকসুদপুর, টুঙ্গিপাড়া
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	গফরগাঁও, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ সদর, নান্দাইল, মুক্তাগাছা, ফুলপুর, ফুলবাড়িয়া
	নেত্রকোনা	খালিয়াজুড়ি, নেত্রকোনা সদর, বারহাট্টা, মোহনগঞ্জ
	জামালপুর	জামালপুর সদর, দেওয়ানগঞ্জ, সরিষাবাড়ি, মেলান্দহ
	শেরপুর	নালিতাবাড়ি, শেরপুর সদর, শ্রীবরদী
বরিশাল	বরিশাল	বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, বাকেরগঞ্জ, মুলাদী
	ভোলা	ভোলা সদর, বোরহানউদ্দিন
	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী সদর, কলাপাড়া
	ঝালকাঠি	ঝালকাঠি সদর, রাজাপুর
	পিরোজপুর	পিরোজপুর সদর, ইন্দুরকানী
রংপুর	রংপুর	রংপুর সিটি কর্পোরেশন
	নীলফামারী	নীলফামারী সদর
	লালমনিরহাট	কালীগঞ্জ, লালমনিরহাট সদর, পাটগ্রাম
	কুড়িগ্রাম	কুড়িগ্রাম সদর, উলিপুর, চর রাজিবপুর, নাগেশ্বরী
	দিনাজপুর	বিরামপুর, দিনাজপুর সদর
	পঞ্চগড়	পঞ্চগড় সদর
	ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও সদর
	গাইবান্ধা	গাইবান্ধা সদর, সুন্দরগঞ্জ, সাদুল্লাপুর, গোবিন্দগঞ্জ, পলাশবাড়ী

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
রাজশাহী	বগুড়া	বগুড়া সদর, গাবতলী, শেরপুর, শিবগঞ্জ, নন্দীগ্রাম, দুপচাঁচিয়া
	নওগাঁ	নওগাঁ সদর
	জয়পুরহাট	জয়পুরহাট সদর, পাঁচবিবি, কালাই
	পাবনা	পাবনা সদর
	রাজশাহী	রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন
	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর
	নাটোর	নাটোর সদর, গুরুদাসপুর, বড়াইগ্রাম
	সিরাজগঞ্জ	বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ সদর, কাজীপুর, উল্লাপাড়া
সিলেট	হবিগঞ্জ	বানিয়াচং, হবিগঞ্জ সদর, আজমিরিগঞ্জ
	মৌলভীবাজার	শ্রীমঙ্গল
	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ সদর, দিরাই, ধর্মপাশা, জগন্নাথপুর
	সিলেট	বিয়ানীবাজার, সিলেট সিটি কর্পোরেশন
চট্টগ্রাম	কুমিল্লা	কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন, চৌদ্দগ্রাম, লাকসাম, মুরাদনগর
	চাঁদপুর	চাঁদপুর সদর, হাজীগঞ্জ, মতলব
	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর
	নোয়াখালী	নোয়াখালী সদর
	ফেনী	ফেনী সদর, সোনাগাজী
	লক্ষ্মীপুর	লক্ষীপুর সদর, রামগঞ্জ
	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, হাটহাজারী, রাউজান, সাতকানিয়া, চন্দনাইশ
	কক্সবাজার	কক্সবাজার সদর, রামু, চকরিয়া
	বান্দরবান	নাইক্ষ্যংছড়ি, লামা, বান্দরবান সদর
	খাগড়াছড়ি	মাটিরাঙ্গা, খাগড়াছড়ি সদর
	রাঙ্গামাটি	বাঘাইছড়ি, রাঙ্গামাটি সদর
খুলনা	যশোর	বাঘারপাড়া, শার্শা, যশোর সদর, মণিরামপুর
	কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া সদর
	খুলনা	খুলনা সিটি কর্পোরেশন
	বাগেরহাট	বাগেরহাট সদর, ফকিরহাট, মোড়েলগঞ্জ
	সাতক্ষীরা	কলারোয়া, সাতক্ষীরা সদর
	মাগুরা	মাগুরা সদর, শালিখা
	মেহেরপুর	মেহেরপুর সদর
	চুয়াডাঙ্গা	চুয়াডাঙ্গা সদর
	নড়াইল	নড়াইল সদর, কালিয়া
	ঝিনাইদহ	কালীগঞ্জ, কোটচাঁদপুর, মহেশপুর, ঝিনাইদহ সদর

৩২.৩ প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৩

৩২.৪ প্রকল্প ব্যয় : ১৯৪৮৪.৩২ লক্ষ টাকা

৩২.৫ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ : ৩৬৪৭.০০ লক্ষ টাকা

৩২.৬ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে অবমুক্ত : ৩৬৪৭.০০ লক্ষ টাকা

৩২.৭ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি : ৩৬৪৬.০০ লক্ষ টাকা

৩২.৮ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

৩২.৯ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৯-২০		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
অফিস ভবন সংস্কার	সংখ্যা	৫৩	১৪	১৪	১০০
সীমানা প্রাচীর সংস্কার	র.মি.	৯১১৬	১১৩৮	১১৩৮	১০০
ড্রেন সংস্কার	সংখ্যা	৩৪	১০	১০	১০০
মিরপুরস্থ স্টাফ কোয়ার্টার সংস্কার	সংখ্যা	১	০১ (আংশিক)	০১ (আংশিক)	১০০
প্রধান কার্যালয় আধুনিকীকরণ	সংখ্যা	১	০১ (আংশিক)	০১ (আংশিক)	১০০
ঢাকাস্থ সেচ ভবন আধুনিকীকরণ	সংখ্যা	১	০১ (আংশিক)	০১ (আংশিক)	১০০
অফিস কাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ভবন নির্মাণ	সংখ্যা	৫০	১২ (আংশিক)	১২ (আংশিক)	১০০
রেস্ট হাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	১	০১ (আংশিক)	০১ (আংশিক)	১০০
বিদ্যমান ভবন উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	সংখ্যা	০২	০২ (আংশিক)	০২ (আংশিক)	১০০
গেট নির্মাণ	সংখ্যা	৩৫	০৬	০৬	১০০
সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	র.মি.	১২০৪০	৫০০০	৫০০০	১০০
ঘাট নির্মাণ	সংখ্যা	০৯	০২	০২	১০০

৩২.১০. ২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের তথ্যাদি

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন (কর্মকর্তা-কর্মচারী/ ডিলার/ডিজ ম্যানেজার/কৃষক)	২০১৯-২০		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা/জন)	অর্জন	
বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	কর্মকর্তা	০১ জন	০১ জন	১০০

৩৩. বৃহত্তর ঢাকা জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প

৩৩.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- খাল/নালা পুনঃখনন, লো-লিফট পাম্প (এলএলপি) স্থাপন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেচ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় ২৭,৮০০ হেক্টর জমিতে ভূপরিস্থ পানি নির্ভর আধুনিক সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করে ১,২৫,১০০ মে. টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা;
- প্রকল্পের আওতায় ভূপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের পাশাপাশি প্রকল্প এলাকায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও সবজিসহ অন্যান্য ফসল চাষে সম্পূরক সেচ প্রদান করা;
- প্রকল্প এলাকায় ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত 'বৃহত্তর ঢাকা জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প' শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষা ও টেকসইকরণ;
- আধুনিক সেচ প্রযুক্তি প্রয়োগ ও কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সেচদক্ষতা বৃদ্ধি ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচন।

৩৩.২ প্রকল্প এলাকা: ১টি বিভাগ, ৬টি জেলা, ৩০টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	মানিকগঞ্জ	হরিরামপুর, সিংগাইর, শিবালয়, মানিকগঞ্জ সদর, সাটুরিয়া, ঘিওর, দৌলতপুর
	মুন্সিগঞ্জ	গজারিয়া, লৌহজং, সিরাজদিখান, টঙ্গিবাড়ী, শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ সদর
	নরসিংদী	নরসিংদী সদর, রায়পুরা, শিবপুর, মনোহরদী, বেলাবো
	গাজীপুর	গাজীপুর সদর, কালিয়াকৈর, কালীগঞ্জ, কাপাসিয়া, শ্রীপুর
	ঢাকা	দোহার, নবাবগঞ্জ, ধামরাই, সাভার
	নারায়ণগঞ্জ	রূপগঞ্জ, আড়াইহাজার, সোনারগাঁও

৩৩.৩ প্রকল্পের মেয়াদ : অক্টোবর ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২২
৩৩.৪ প্রকল্প ব্যয় : ১৩৬৭২.৫০ লক্ষ টাকা
৩৩.৫ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ : ১৭৬০.০০ লক্ষ টাকা
৩৩.৬ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে অবমুক্ত : ১৭৬০.০০ লক্ষ টাকা
৩৩.৭ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি : ১৭৫৮.০০ লক্ষ টাকা
৩৩.৮ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

ঢাকার নবাবগঞ্জে আবদানী খাল পুনঃখননের পূর্বের ও পরের ছবি

৩৩.৯ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৯-২০		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
বৈদ্যুতিক মটর ও ৫ কিউসেক লো-লিফট পাম্প ক্রয় (২০-২৫ অশ্বশক্তি ক্ষমতাসম্পন্ন)	সেট	২০	০৬	০৬	১০০
বৈদ্যুতিক মটর ও ২ কিউসেক লো-লিফট পাম্প ক্রয় (১২-১৫ অশ্বশক্তি ক্ষমতাসম্পন্ন)	সেট	১২৫	২০	২০	১০০
২ কিউসেক বিদ্যুৎচালিত এলএলপির ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ মালামাল ক্রয়	সেট	১২৫	১৩	১৩	১০০
৫ কিউসেক পুরাতন এলএলপির ভূগর্ভস্থ সেচনালা বর্ধিতকরণ মালামাল ক্রয়	সেট	৫০	১৯	১৯	১০০
২ কিউসেক পুরাতন গভীর নলকূপ ভূগর্ভস্থ সেচনালা বর্ধিতকরণ মালামাল ক্রয়	সেট	১০০	২১	২১	১০০
গভীর নলকূপের পাম্প হাউস পুনঃনির্মাণ (ড্রেনিং ও ডিজাইনসহ)	সংখ্যা	১০০	৩৪	৩৪	১০০
খাল নালা পুনঃখনন	কি.মি.	৩৫০	৩৫	৩৫	১০০
৫ কিউসেক এলএলপির ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	সংখ্যা	২০	০৯	০৯	১০০
২ কিউসেক এলএলপির ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	সংখ্যা	১২৫	১৭	১৭	১০০
৫ কিউসেক পুরাতন এলএলপির ভূগর্ভস্থ সেচনালা বর্ধিতকরণ (প্রতিটি ১০০০ মিটার)	সংখ্যা	৫০	১৪	১৪	১০০
২ কিউসেক পুরাতন এলএলপির ভূগর্ভস্থ সেচনালা বর্ধিতকরণ (প্রতিটি ৬০০ মিটার)	সংখ্যা	১০০	৩৯	৩৯	১০০
বড় আকারের পানি সংরক্ষণ অবকাঠামো নির্মাণ	সংখ্যা	১০	০১	০১	১০০
মাঝারি আকারের পানি সংরক্ষণ অবকাঠামো নির্মাণ	সংখ্যা	৫০	০২	০২	১০০
ছোট আকারের পানি সংরক্ষণ অবকাঠামো নির্মাণ	সংখ্যা	১০০	০৩	০৩	১০০
বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ	সংখ্যা	১৫৫	২১	২১	১০০

৩৩.১০. ২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের তথ্যাদি

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন (কর্মকর্তা-কর্মচারী/ ডিলার/স্কিম ম্যানেজার/কৃষক)	২০১৯-২০		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা/জন)	অর্জন	
কৃষক প্রশিক্ষণ	কৃষক	৯০ জন	৯০ জন	১০০

৩৩.১১. ২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের তথ্যাদি

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন (কর্মকর্তা-কর্মচারী/ ডিলার/স্কিম ম্যানেজার/কৃষক)	২০১৯-২০		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা/জন)	অর্জন	
প্রকল্পের কার্যক্রম সংক্রান্ত এবং সেচের পানির প্রাপ্যতা ও ব্যবস্থাপনা	কর্মকর্তা	৫৫ জন	৫৫ জন	১০০

৩৪. কুমিল্লা-চাঁদপুর-ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প

৩৪.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- খাল পুনঃখনন, এলএলপি স্থাপন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেচ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে ১৯৮২৯ হেক্টর জমিতে বোরো ফসলের পাশাপাশি টি-আমন ও সম্পূরক সেচ এবং পাহাড়-সমতলীয় জমিতে ভূপরিস্থ পানি দিয়ে সেচসুবিধা সম্প্রসারণ করে প্রতি বছর ৯৯,১৪৫ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদন;
- আধুনিক সেচ প্রযুক্তি (ড্রিপ, স্প্রিংকলার, বারিড পাইপ, সোলার ইত্যাদি) প্রয়োগ ও কৃষক/কৃষাণীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি;
- সেচ কাজে নবায়নযোগ্য সৌরশক্তি ব্যবহার;
- প্রকল্প এলাকায় কৃষক/কৃষাণীদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন।

মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে বিনামূল্যে কৃষকদের মাঝে চারা ও সেচ প্রণোদনার চেক বিতরণ অনুষ্ঠান

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে কৃষক/কৃষাণীদের প্রশিক্ষণ

৩৪.২ প্রকল্প এলাকা: ০১টি বিভাগ, ০৩টি জেলা, ৩৪টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
চট্টগ্রাম	কুমিল্লা	আদর্শ সদর, সদর দক্ষিণ, লালমাই, বুড়িচং, ব্রাহ্মণপাড়া, বরুড়া, চান্দিনা, দাউদকান্দি, মনোহরগঞ্জ, চৌদ্দগ্রাম, নাঙ্গলকোট, দেবিদ্বার, মুরাদনগর, বাঙ্গরাকান্দি, হোমনা, মেঘনা, তিতাস
	চাঁদপুর	চাঁদপুর সদর, হাজীগঞ্জ, শাহরাস্তি, মতলব দক্ষিণ, মতলব উত্তর, হাইমচর, ফরিদগঞ্জ, কচুয়া
	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, কসবা, নবীনগর, নাসিরনগর, সরাইল, বাঞ্ছারামপুর, আখাউড়া, আশুগঞ্জ, বিজয়নগর

৩৪.৩	প্রকল্পের মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২৪
৩৪.৪	প্রকল্প ব্যয়	:	৩২৫৫৩.৩৬ লক্ষ টাকা
৩৪.৫	২০১৯-২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ	:	৯৪২.০০ লক্ষ টাকা
৩৪.৬	২০১৯-২০ অর্থ বছরে অবমুক্ত	:	৯৪২.০০ লক্ষ টাকা
৩৪.৭	২০১৯-২০ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	৯৪২.০০ লক্ষ টাকা
৩৪.৮	২০১৯-২০ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি	:	১০০%

৩৪.৯ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৯-২০		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
কম্পিউটার (ডেস্কটপ- ০৭টি, ল্যাপটপ- ০১টি)	সেট	০৮	০৮	০৮	১০০
ফটোকপিয়ার	সংখ্যা	০১	০১	০১	১০০
৫-কিউসেক পাম্পের ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের জন্য ইউপিভিসি পাইপ ও ফিটিংস ক্রয়	মিটার	২৪০০০	২৪০০০	২৪০০০	১০০
২ কিউসেক পাম্পের ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের জন্য ইউপিভিসি পাইপ ও ফিটিংস ক্রয়	মিটার	৩০০০০	৩০০০০	৩০০০০	১০০
১-কিউসেক পাম্পের ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের জন্য ইউপিভিসি পাইপ ও ফিটিংস ক্রয়	মিটার	২০০০০	২০০০০	২০০০০	১০০
রাবার কটন হস পাইপ ক্রয়	মিটার	১০০০০	১০০০০	১০০০০	১০০

৩৪.১০. ২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের তথ্যাদি

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন (কর্মকর্তা-কর্মচারী/ ডিলার/স্কিম ম্যানেজার/কৃষক)	২০১৯-২০		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা/জন)	অর্জন	
কৃষক, কৃষাণী, ম্যানেজার, পাম্প অপারেটরদের প্রশিক্ষণ	স্কীম ম্যানেজার/ কৃষক	০৩ ব্যাচ	০৩ ব্যাচ	১০০

৩৫. বৃহত্তর ফরিদপুর সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প

৩৫.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- খাল/নালা পুনঃখনন, এলএলপি স্থাপন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেচ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে ২০,২৯০ হেক্টর জমিতে বোরো ফসলের পাশাপাশি টি-আমন ও সম্পূরক সেচ এবং পাহাড়-সমতলীয় জমিতে ভূপরিস্থ পানি নির্ভর সেচসুবিধা সম্প্রসারণ করে প্রতি বছর ৯১,৩০৫ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদন;
- প্রকল্পের আওতায় ভূপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের পাশাপাশি প্রকল্প এলাকায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও সবজিসহ অন্যান্য ফসল চাষে সম্পূরক সেচ প্রদান করা;
- প্রকল্প এলাকায় ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত 'বৃহত্তর ফরিদপুর সেচ এলাকা উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষা ও টেকসই করা;
- প্রকল্প এলাকার কৃষকদের আধুনিক সেচ প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কার্যদক্ষতা বৃদ্ধি ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিকরণ।

প্রকল্পের আওতায় ইউপিভিসি পাইপ ক্রয়

৩৫.২ প্রকল্প এলাকা: ০১টি বিভাগ, ০৫টি জেলা, ২৯টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	ফরিদপুর	ফরিদপুর সদর, বোয়ালমারী, মধুখালী, আলফাডাঙ্গা, চরভদ্রাসন, সদরপুর, নগরকান্দা, সালথা, ভাঙ্গা
	গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ সদর, কাশিয়ানী, কোটালীপাড়া, মুকসুদপুর, টুঙ্গিপাড়া
	রাজবাড়ী	রাজবাড়ী সদর, গোয়ালন্দ, পাংশা, কালুখালি, বালিয়াকান্দি
	মাদারীপুর	মাদারীপুর সদর, রাজৈর, কালকিনি, শিবচর
	শরীয়তপুর	শরীয়তপুর সদর, নড়িয়া, জাজিরা, ডামুড্যা, ভেদরগঞ্জ, গোসাইরহাট।

৩৫.৩	প্রকল্পের মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২৪
৩৫.৪	প্রকল্প ব্যয়	:	২০০৫৯.৫০ লক্ষ টাকা
৩৫.৫	২০১৯-২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ	:	১০৮৩.০০ লক্ষ টাকা
৩৫.৬	২০১৯-২০ অর্থ বছরে অবমুক্ত	:	১০৮৩.০০ লক্ষ টাকা
৩৫.৭	২০১৯-২০ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	১০৮২.০০ লক্ষ টাকা
৩৫.৮	২০১৯-২০ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি	:	১০০%

৩৫.৯ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৯-২০		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
১- কিউসেক বিদ্যুৎ চালিত এলএলপির ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের জন্য ইউপিভিসি পাইপ/ ফিটিংস ক্রয়	সেট	৩০	১০	১০	১০০
২- কিউসেক বিদ্যুৎ চালিত এলএলপির ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের জন্য ইউপিভিসি পাইপ/ ফিটিংস ক্রয়	সেট	১৪৪	৪৮	৪৮	১০০
৫- কিউসেক বিদ্যুৎ চালিত এলএলপির ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের জন্য ইউপিভিসি পাইপ/ ফিটিংস ক্রয়	সেট	০৪	০২	০২	১০০
২- কিউসেক পুরাতন গভীর নলকূপের বিদ্যমান সিসি পাইপের সেচনালা ভূগর্ভস্থ ইউপিভিসি সেচনালায় রুপান্তরের জন্য ইউপিভিসি পাইপ ও ফিটিংস ক্রয়	সেট	১১০	৪০	৪০	১০০

অধ্যায়-৪

সার ব্যবস্থাপনা উইং

অধ্যায়-4

সার ব্যবস্থাপনা উইং

১৯৬২-৬৩ সালে ৫০ হাজার মে.টন সার সংগ্রহ ও বিতরণের মাধ্যমে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম শুরু হয় এবং ১৯৯১-৯২ সাল পর্যন্ত সরকারি পর্যায়ে এককভাবে বিএডিসি কর্তৃক সার বিতরণ কার্যক্রম চলমান থাকে। পরবর্তীতে সরকারি সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯২-৯৩ সাল হতে ২০০৫-০৬ সাল পর্যন্ত বিএডিসি'র সার বিতরণ কার্যক্রম বন্ধ থাকে। গত ২০০৬-০৭ সাল হতে বিএডিসিতে পুনরায় সীমিত আকারে নন-নাইট্রোজেনাস (টিএসপি ও এমওপি) সার আমদানি ও বিতরণের কার্যক্রম পুনরায় শুরু করে। টিএসপি ও এমওপি সার আমদানি ও বিতরণে বিএডিসি'র সাফল্যে সরকার কর্তৃক বিএডিসিকে ডিএপি সার আমদানি ও বিতরণের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। বর্তমানে বিএডিসি'র মাধ্যমে আন্তঃরাষ্ট্রীয় চুক্তির আওতায় তিউনিশিয়া ও মরক্কো হতে টিএসপি, মরক্কো ও সৌদি আরব হতে ডিএপি এবং বেলারুশ, রাশিয়া ও কানাডা হতে এমওপি সার আমদানি কার্যক্রম অব্যাহত আছে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বিএডিসি'র মাধ্যমে টিএসপি ২.৩৬ লক্ষ মে.টন, এমওপি ৪.০৬ লক্ষ মে.টন ও ডিএপি ৫.৫১ লক্ষ মে.টন, সর্বমোট ১১.৯৩ লক্ষ মে.টন সার আমদানি করা হয়েছে। উক্ত সময়ে টিএসপি ২.৬১ লক্ষ মে.টন, এমওপি ৩.৩২ লক্ষ মে.টন ও ডিএপি ৬.২৭ লক্ষ মে.টন, সর্বমোট ১২.২১ লক্ষ মে.টন সার কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে। বিএডিসি'র ২১টি সার অঞ্চলের ৪৭টি বিক্রয় কেন্দ্র হতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ মোতাবেক সারা দেশব্যাপী বিএডিসি নিবন্ধিত সার ডিলারের মাধ্যমে সার বিক্রয়/বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

বিএডিসি'র সার গুদাম

সারণী ১. ২০১৯-২০ অর্থ বছরে সার আমদানি ও বিতরণ: (লক্ষ মে.টন)

সারের নাম	২০১৯-২০	
	আমদানি	বিতরণ
টিএসপি	২.৩৬	২.৬১
এমওপি	৪.০৬	৩.৩২
ডিএপি	৫.৫১	৬.২৭
মোট	১১.৯৩	১২.২১

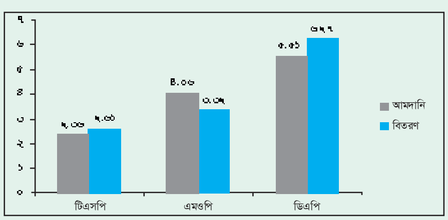

২০১৯-২০ অর্থবছরের সার আমদানি ও বিতরণের চিত্র

সারণী ২. ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বিএডিসি'র নন-নাইট্রোজেনাস সারের ডিলার ও কৃষক পর্যায়ে ভর্তুকিমূল্য নিম্নরূপ:

সারের নাম	ডিলার পর্যায় (টাকা/কেজি)	কৃষক পর্যায় (টাকা/কেজি)
টিএসপি	২০.০০	২২.০০
এমওপি	১৩.০০	১৫.০০
ডিএপি	১৪.০০	১৬.০০

সারণী ৩. বিএডিসি'র নিবন্ধিত সার ডিলারের সংখ্যা

ক্রমিক নং	ডিলার	ডিলার সংখ্যা
১.	বিএডিসি	৪,৭৭৬
২.	বিসিআইসি	১,৭০৭
	মোট	৬,৪৮৩

১. বিএডিসি'র বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন এবং নতুন গুদাম নির্মাণের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)

১.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- গুদাম নির্মাণের মাধ্যমে বিএডিসি'র সার ব্যবস্থাপনা বিভাগের নন-নাইট্রোজেনাস সার সংরক্ষণ ক্ষমতা বর্তমান পর্যায়ের চেয়ে ৫০% বৃদ্ধির মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ;
- সুষ্ঠুভাবে ও সময়মত প্রান্তিক কৃষকের দোরগোড়ায় সার সরবরাহ নিশ্চিত করা;
- গুদাম, অফিস রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সরবরাহের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা ।

প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত ফর্কলিফট

১.২ প্রকল্প এলাকা: ৮টি বিভাগ, ৫৯টি জেলা, ১২৮টি উপজেলা ও ৮টি সিটি কর্পোরেশন

বিভাগ	জেলা	সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/উপজেলা
বরিশাল	বরিশাল	বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, বাকেরগঞ্জ
	বরগুনা	বরগুনা সদর, বেতাগী
	ভোলা	ভোলা সদর
	ঝালকাঠি	নলছিটি
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, চন্দনাইশ, বাঁশখালী
	কক্সবাজার	কক্সবাজার সদর
	বান্দরবান	বান্দরবান সদর
	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, কসবা, সরাইল, নাসিরনগর
	চাঁদপুর	ফরিদগঞ্জ, কচুয়া
	কুমিল্লা	কুমিল্লা সদর, দাউদকান্দি, চান্দিনা, লাকসাম, দেবিদ্বার, মুরাদনগর
	ফেনী	ফেনী সদর, পরশুরাম
	নোয়াখালী	নোয়াখালী সদর, কোম্পানীগঞ্জ
	রাঙ্গামাটি	রাঙ্গামাটি সদর, লংগদু, কাউখালী
	খাগড়াছড়ি	পানছড়ি, রামগড়

বিভাগ	জেলা	সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/উপজেলা
ঢাকা	ঢাকা	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন
	ফরিদপুর	ফরিদপুর সদর
	গাজীপুর	কালীগঞ্জ
	গোপালগঞ্জ	মুকসুদপুর
	কিশোরগঞ্জ	কিশোরগঞ্জ সদর, ভৈরব, হোসেনপুর, করিমগঞ্জ, কটিয়াদী, কুলিয়ারচর, নিকলী, বাজিতপুর, অষ্টগ্রাম
	শরীয়তপুর	শরীয়তপুর সদর
	মানিকগঞ্জ	মানিকগঞ্জ সদর
	মুন্সিগঞ্জ	মুন্সিগঞ্জ সদর
	নারায়ণগঞ্জ	আড়াইহাজার
	নরসিংদী	নরসিংদী সদর
	রাজবাড়ী	রাজবাড়ী সদর
	টাঙ্গাইল	টাঙ্গাইল সদর, মধুপুর, কালিহাতী, নাগরপুর,মির্জাপুর
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন
	নেত্রকোণা	নেত্রকোণা সদর, আটপাড়া, মদন , খালিয়াজুরী, দুর্গাপুর, মোহনগঞ্জ
	শেরপুর	নালিতাবাড়ী, ঝিনাইগাতী, শ্রীবরদী
	জামালপুর	জামালপুর সদর, দেওয়ানগঞ্জ, ইসলামপুর, মাদারগঞ্জ, সরিষাবাড়ী, মেলান্দহ
খুলনা	খুলনা	খুলনা সিটি কর্পোরেশন, ফুলতলা
	বাগেরহাট	বাগেরহাট সদর, মোড়েলগঞ্জ
	চুয়াডাঙ্গা	চুয়াডাঙ্গা সদর, জীবননগর
	যশোর	যশোর সদর, ঝিকরগাছা
	ঝিনাইদহ	কোটচাঁদপুর
	কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া সদর, মিরপুর, খোকসা, ভেড়ামারা, কুমারখালী
	মাগুরা	মাগুরা সদর
	মেহেরপুর	মেহেরপুর সদর, গাংনী
	নড়াইল	নড়াইল সদর
	সাতক্ষীরা	সাতক্ষীরা সদর, আশাশুনি
রাজশাহী	রাজশাহী	রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন
	বগুড়া	বগুড়া সদর, শেরপুর, শিবগঞ্জ, ধুনট,আদমদিঘি
	জয়পুরহাট	ক্ষেতলাল
	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	গোমস্তাপুর
	নওগাঁ	নওগাঁ সদর, আত্রাই, বদলগাছী, নিয়ামতপুর, মহাদেবপুর
	নাটোর	নাটোর সদর
	পাবনা	পাবনা সদর, ভাঙ্গুরা, চাটমোহর, ঈশ্বরদী
	সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ সদর, উল্লাপাড়া, রায়গঞ্জ, কামারখন্দ
রংপুর	রংপুর	রংপুর সিটি কর্পোরেশন, কাউনিয়া, বদরগঞ্জ
	দিনাজপুর	দিনাজপুর সদর, বিরামপুর, বীরগঞ্জ, হাকিমপুর, বোচাগঞ্জ, ঘোড়াঘাট, পার্বতীপুর
	গাইবান্ধা	গাইবান্ধা সদর
	লালমনিরহাট	লালমনিরহাট সদর
	নীলফামারী	সৈয়দপুর
	পঞ্চগড়	পঞ্চগড় সদর
	ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও সদর
সিলেট	সিলেট	সিলেট সিটি কর্পোরেশন, গোলাপগঞ্জ, ফেঞ্চুগঞ্জ
	হবিগঞ্জ	হবিগঞ্জ সদর, আজমিরীগঞ্জ
	মৌলভীবাজার	কুলাউড়া
	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ সদর

১.৩	প্রকল্পের মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২৪
১.৪	প্রকল্প ব্যয়	:	৩১১০০.০০ লক্ষ টাকা
১.৫	২০১৯-২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ	:	১১০০.০০ লক্ষ টাকা
১.৬	২০১৯-২০ অর্থ বছরে অবমুক্ত	:	১১০০.০০ লক্ষ টাকা
১.৭	২০১৯-২০ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	১০৮৭.৪৫ লক্ষ টাকা
১.৮	২০১৯-২০ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি	:	১০০%

১.৯ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৯-২০		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
অফিস ভবন রক্ষণাবেক্ষণ	সংখ্যা	১১৫	১১	১১	১০০
বিদ্যমান গুদাম রক্ষণাবেক্ষণ	সংখ্যা	১৩২	০৭	০৭	১০০
আনসার্ভে শেড গ্যারেজ/লোডিং আনলোডিং শেড	সংখ্যা	১০০	০১	০১	১০০
আরসিসি সড়ক	ব.মি.	২৫০০০	২৩৫৬	২৩৫৬	১০০
সীমানা প্রাচীর	রা.মি.	১৬৫৭০	৪৫০	৪৫০	১০০
ভূমি উন্নয়ন	ঘ.মি.	১২৫০০০	৮০০০	৮০০০	১০০
পিকআপ	সংখ্যা	০৫	০৫	০৫	১০০
ব্যাগ সেলাই মেশিন	সংখ্যা	৫০	৫০	৫০	১০০
ওজন মাপক যন্ত্র	সংখ্যা	৫০	৫০	৫০	১০০
মোটর সাইকেল	সংখ্যা	১০	১০	১০	১০০
ফটোকপিয়ার	সংখ্যা	২১	২১	২১	১০০
ফর্কলিফট	সংখ্যা	০৫	০৫	০৫	১০০
ডেস্কটপ কম্পিউটার	সংখ্যা	৪৫	৪৫	৪৫	১০০

অধ্যায়-৫

অর্থায়ন

৪. অর্থায়ন

বিএডিসি ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) আওতায় ২৬টি প্রকল্প ও ২৫টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। ২৬টি প্রকল্পের মধ্যে ৮টি প্রকল্প ফসল সাব-সেক্টর এবং ১৮টি প্রকল্প সেচ সাব-সেক্টরের আওতাধীন। ২৫টি কর্মসূচির মধ্যে ৮টি ফসল সাব-সেক্টর এবং ১৭টি সেচ-সাব সেক্টরের আওতাধীন।

সারণী ১.১: রাজস্ব বাজেটের আওতায় ২৫টি কর্মসূচির মোট বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)

সাব-সেক্টর: সংখ্যা	জিওবি	নিজস্ব	পিএ	মোট
ফসল: ৮টি	১৩১০৪.৯২	৩৪৬৭৩.৩৩	--	৪৭৭৭৮.২৫
সেচ: ১৭টি	৪২২৮.৯১		--	৪২২৮.৯১
মোট: ২৫টি	১৭৩৩৩.৮৩	৩৪৬৭৩.৩৩	--	৫২০০৭.১৮

সারণী ১.২: রাজস্ব বাজেটের আওতায় ২৫টি কর্মসূচির মোট ব্যয় (লক্ষ টাকা)

সাব-সেক্টর: সংখ্যা	জিওবি	নিজস্ব	পিএ	মোট
ফসল: ৮টি	১৩১০৪.৯২	২৭৬৮৯.৮৭		৪০৭৯৪.৭৯
সেচ: ১৭টি	৪২০৬.৫২	--	--	৪২০৬.৫২
মোট: ২৫টি	১৭৩১১.৪৪	২৭৬৮৯.৮৭		৪৫০০১.৩১

সারণী ১.৩: এডিপিভুক্ত ২৬টি প্রকল্পের মোট বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)

সাব-সেক্টর: সংখ্যা	জিওবি	নিজস্ব	পিএ	মোট
ফসল: ৮টি	১৫৩৪৪.০০	--	--	১৫৩৪৪.০০
সেচ: ১৮টি	৩৯৪৮৫.০০		৫৫৭৩.০০	৪৫০৫৮.০০
মোট: ২৬টি	৫৪৮২৯.০০		৫৫৭৩.০০	৬০৪০২.০০

সারণী ১.৪: এডিপিভুক্ত ২৬টি প্রকল্পের মোট ব্যয় (লক্ষ টাকা)

সাব-সেক্টর: সংখ্যা	জিওবি	নিজস্ব	পিএ	মোট
ফসল: ৮টি	১৫২৩২.৫৪			১৫২৩২.৫৪
সেচ: ১৮টি	৩৯২৩৬.০৪		৫৪৯৮.৯০	৪৪৭৩৪.৯৪
মোট: ২৬টি	৫৪৪৬৮.৫৮		৫৪৯৮.৯০	৫৯৯৬৭.৪৮

পরিশিষ্ট-ক

২০১৯-২০ অর্থ বছরে ফসল সাব-সেক্টরের কার্যক্রমসমূহের বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)

ক্র. নং	কার্যক্রমের নাম	জিওবি	নিজস্ব	মোট
১	বীজ বর্ধন খামারের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম	১৭৫০.০০	৫৩০০.০০	৭০৫০.০০
২	চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম	৬৫০.০০	৪৫০.০০	১১০০.০০
৩	উন্নতমানের দানাশস্য বীজ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ কার্যক্রম	৮২৫০.০০	২৪১১৩.০০	৩২৩৬৩.০০
৪	পাটবীজ উৎপাদন কার্যক্রম	৫০০.০০	২১৯২.৫০	২৬৯২.৫০
৫	বীজের আপদকালীন মজুদ ও তার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম	৮০০.০০	২১০৭.৮৫	২৯০৭.৮৫
৬	জাতীয় সবজি বীজ উৎপাদন কার্যক্রম	৫৫০.০০	২৭০.০০	৮২০.০০
৭	এগ্রো সার্ভিস সেন্টার কার্যক্রম	৫০০.০০	২৪০.০০	৭৪০.০০
৮	ভিয়েতনামী খাটো সিয়াম গ্রীন ও সিয়াম ব্লু জাতের নারিকেলের মাতৃবাগান স্থাপন কর্মসূচি	১০৪.৯২	-	১০৪.৯২
	মোট–	১৩১০৪.৯২	৩৪৬৭৩.৩৫	৪৭৭৭৮.২৭

২০১৯-২০ অর্থ বছরে ফসল সাব-সেক্টরের কার্যক্রমসমূহের ব্যয় (লক্ষ টাকা)

ক্র. নং	কার্যক্রমের নাম	জিওবি	নিজস্ব	মোট
১	বীজ বর্ধন খামারের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম	১৭৫০.০০	৪৫০০.০০	৬২৫০.০০
২	চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম	৬৫০.০০	৩১৬.৭৫	৯৬৬.৭৫
৩	উন্নতমানের দানাশস্য বীজ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ কার্যক্রম	৮২৫০.০০	১৮৫৪৩.৮৫	২৬৭৯৩.৮৫
৪	পাটবীজ উৎপাদন কার্যক্রম	৫০০.০০	১৮৫০.০৫	২৩৫০.০৫
৫	বীজের আপদকালীন মজুদ ও তার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম	৮০০.০০	২০২১.৭৬	২৮২১.৭৬
৬	জাতীয় সবজি বীজ উৎপাদন কার্যক্রম	৫৫০.০০	২৭৬.০০	৮২৬.০০
৭	এগ্রো সার্ভিস সেন্টার কার্যক্রম	৫০০.০০	১৯৭.৪৮	৬৯৭.৪৮
৮	ভিয়েতনামী খাটো সিয়াম গ্রীন ও সিয়াম ব্লু জাতের নারিকেলের মাতৃবাগান স্থাপন কর্মসূচি	১০৪.৯২		১০৪.৯২
	মোট=	১৩১০৪.৯২	২৭৬১৯.৮৭	৪০৭২৪.৭৯

পরিশিষ্ট-খ

২০১৯-২০ অর্থ বছরে ফসল সাব-সেক্টরের প্রকল্পসমূহের বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	জিওবি	নিজস্ব	মোট
১	ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদনের মাধ্যমে টেকসই পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরণ প্রকল্প	২৯৮৯.০০		২৯৮৯.০০
২	ধান, গম ও পাটের উন্নততর বীজ উৎপাদন ও উন্নয়ন প্রকল্প	৪৫১৭.০০	-	৪৫১৭.০০
৩	বিএডিসি'র উদ্যান উন্নয়ন বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উদ্যান জাতীয় ফসল সরবরাহ ও পুষ্টি নিরাপত্তা উন্নয়ন প্রকল্প	২৩৩০.০০	-	২৩৩০.০০
৪	বিএডিসি'র বিদ্যমান বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থাদির আধুনিকীকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প	৪৭.০০	-	৪৭.০০
৫	বিএডিসি'র সবজি বীজ বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প	১০২৫.০০	-	১০২৫.০০
৬	প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত চাঁদপুর বীজ আলু উৎপাদন জোনের চুক্তিবদ্ধ চাষি পুনর্বাসন এবং বীজ আলু সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প	৫৭৬.০০	-	৫৭৬.০০
৭	মানসম্পন্ন বীজআলু উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং কৃষক পর্যায়ে বিতরণ জোরদারকরণ প্রকল্প	২৫০০.০০	-	২৫০০.০০
৮	বিএডিসি'র বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন এবং নতুন গুদাম নির্মাণের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)	১১৬০.০০	-	১১৬০.০০
	মোট–	১৫১৪৪.০০		১৫১৪৪.০০

২০১৯-২০ অর্থ বছরে ফসল সাব-সেক্টরের প্রকল্পসমূহের ব্যয় (লক্ষ টাকা)

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	জিওবি	নিজস্ব	মোট
১	ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদনের মাধ্যমে টেকসই পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরণ প্রকল্প	২১৪৭.৯৪	-	২১৪৭.৯৪
২	ধান, গম ও পাটের উন্নততর বীজ উৎপাদন ও উন্নয়ন প্রকল্প	৪৪৭৪.১৮	-	৪৪৭৪.১৮
৩	বিএডিসি'র উদ্যান উন্নয়ন বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উদ্যান জাতীয় ফসল সরবরাহ ও পুষ্টি নিরাপত্তা উন্নয়ন প্রকল্প	২৫৮২.২৫	-	২৫৮২.২৫
৪	বিএডিসি'র বিদ্যমান বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থাদির আধুনিকীকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প	৪৫.৭০		৪৫.৭০
৫	বিএডিসি'র সবজি বীজ বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প	১০২৭.৪৫		১০২৭.৪৫
৬	প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত চাঁদপুর বীজ আলু উৎপাদন জোনের চুক্তিবদ্ধ চাষি পুনর্বাসন এবং বীজ আলু সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প	৫৭৬.০০		৫৭৬.০০
৭	মানসম্পন্ন বীজআলু উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং কৃষক পর্যায়ে বিতরণ জোরদারকরণ প্রকল্প	২৪৯৯.৫৫	-	২৪৯৯.৫৫
৮	বিএডিসি'র বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন এবং নতুন গুদাম নির্মাণের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)	১০৬৭.৪৫	-	১০৬৭.৪৫
	মোট=	১৪২৬২.৫৪	-	১৪২৬২.৫৪

পরিশিষ্ট-গ

২০১৯-২০ অর্থ বছরে সেচ সাব-সেক্টরের কর্মসূচিসমূহের বরাদ্দ ও ব্যয় (লক্ষ টাকা)

ক্র. নং	কর্মসূচির নাম	বরাদ্দ	ব্যয়
১	নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি	৩১৮.৭০	৩১০.৩৫
২	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বিজয়নগর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলায় ভূপরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ কর্মসূচি	৪৭.৬০	৪৬.৪৬
৩	শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলায় চেল্লাখালীতে নির্মিত রাবার ড্যামের তীর সংরক্ষণ ও পানির ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গভীরতা বৃদ্ধি কর্মসূচি	২২২.৫০	২৫২.৫০
৪	নেত্রকোনা জেলার কলমাকান্দা উপজেলায় হাওরে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও কৃষকদের নিরাপদ ও দ্রুত ফসল পরিবহন সুবিধা প্রদান কর্মসূচি	১০৬.০০	১০৫.০০
৫	চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও সম্পূরক সেচ উন্নয়ন কর্মসূচি	৩৯৫.০০	৩৯০.২২
৬	বান্দরবান জেলায় সৌরশক্তিচালিত পাম্পের সাহায্যে ভূপরিস্থ পানি ব্যবহার করে ফল ও সবজি বাগানে সেচ সম্প্রসারণ কর্মসূচি	৫৭৭.৩৪	৫৭৭.১৪
৭	নবায়নযোগ্য জ্বালানী ব্যবহার করে খাগড়াছড়ি পাহাড়ী এলাকায় ভূপরিস্থ পানির মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি	৩৩৯.৫২	৩৩৬.৭৯
৮	কুড়িগ্রাম জেলার সদর, উলিপুর ও চিলমারী উপজেলার চরাঞ্চলে পৌর্টেবল সেচ বিতরণ ব্যবস্থা নির্মাণের মাধ্যমে সেচ এলাকা সম্প্রসারণ কর্মসূচি	৩২৫.৪০	৩২৪.৪০
৯	যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলায় ফুল এবং সবজি উৎপাদন সম্প্রসারণে ড্রিপ ইরিগেশন কর্মসূচি	২৪৭.০০	২৫৬.২৬
১০	বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলার বীরশ্রেষ্ঠ মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর ইউনিয়ন ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি	২৩৮.৫৭	২৩৬.৭০
১১	পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলায় ভূপরিস্থ পানির সাহায্যে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি কর্মসূচি	২৭৫.৫০	২৬৯.৫০
১২	সাম্প্রতিক বন্যায় (আগস্ট-২০১৭) দিনাজপুর জেলায় ক্ষতিগ্রস্থ লো-লিফট পাম্প (এলএলপি) ও গভীর নলকূপ পুনর্বাসন কর্মসূচি	২১১.৫০	২১১.৫০
১৩	মুন্সিগঞ্জ জেলায় ভূপরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি	২৭১.৯৬	২৭১.২২
১৪	গোপালগঞ্জ জেলার গোপালগঞ্জ সদর উপজেলায় সেচকাজে ভূপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি কর্মসূচি	৪১৬.৫০	৪১৬.৪৪
১৫	গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী ও মুকসুদপুর উপজেলার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ এবং সেচ এলাকা সম্প্রসারণ কর্মসূচি	৩৫৫.৫০	৩৫৫.৪৭
১৬	নোয়াখালী জেলার কবিরহাট ও কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও সম্পূরক সেচের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি কর্মসূচি	২১.০০	২০.৯৯
১৭	খুলনা জেলার ডাকাতিয়া বিল জলাবদ্ধতা নিরসন ও ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি	৩৪.১২	৩৪.৩৬
	মোট=	৪২২৮.৯১	৪২০৫.৫২

পরিশিষ্ট-ঘ

২০১৯-২০ অর্থ বছরে সেচ সাব-সেক্টরের প্রকল্পসমূহের বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	জিওবি	নিজস্ব	পিএ	মোট
১.	ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়নে জরিপ ও পরিবীক্ষণ ডিজিটাল ইঞ্জিনকরণ-৪র্থ পর্যায় (১ম সংশোধিত) প্রকল্প	১৫২৫.০০	-	-	১৫২৫.০০
২.	নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলায় ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প	৩৪৫৫.০০			৩৪৫৫.০০
৩.	বৃহত্তর বগুড়া ও দিনাজপুর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প	২৯৫৪.০০	-	-	২৯৫৪.০০
৪.	লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা উপজেলার সানিয়াজান ইউনিয়নে ভূপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সম্প্রসারণের মডেল স্থাপনের লক্ষ্যে পাইলট প্রকল্প	১০২০.০০	-	-	১০২০.০০
৫.	সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প	১৩৩৬.০০	-	-	১৩৩৬.০০
৬.	বৃহত্তর খুলনা ও যশোর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প	৩৫০০.০০	-	-	৩৫০০.০০
৭.	স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট	২৪৫৭.০০		৫৫৮৩.০০	৮০৪০.০০
৮.	পাবনা-নাটোর-সিরাজগঞ্জ জেলায় ভূপরিস্থ পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন প্রকল্প	১৫০০.০০	-	-	১৫০০.০০
৯.	বরিশাল বিভাগ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প	১৫২৫.০০	-	-	১৫২৫.০০
১০.	ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে ভূপরিস্থ পানির সাহায্যে সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	৩৩০০.০০	-	-	৩৩০০.০০
১১.	জামালপুর-শেরপুর গ্রো-ইরিগেশন প্রকল্প ৫ম পর্যায় (১ম সংশোধিত)	৩৪৫.০০			৩৪৫.০০
১২.	কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূপরিস্থ পানি ব্যবহারের জন্য রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প	২১৫০.০০	-	-	২১৫০.০০
১৩.	ময়মনসিংহ বিভাগ এবং ঢাকা বিভাগের টাঙ্গাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলায় ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প	৩৫০০.০০	-	-	৩৫০০.০০
১৪.	রংপুর অঞ্চলে ভূপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প	৩৫০০.০০	-	-	৩৫০০.০০
১৫.	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)'র অফিস ভবন এবং অবকাঠামোসমূহ সংস্কার, আধুনিকীকরণ ও নির্মাণ প্রকল্প	৩৬৪৭.০০	-	-	৩৬৪৭.০০
১৬.	বৃহত্তর ঢাকা জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প	১৭৬০.০০	-	-	১৭৬০.০০
১৭.	কুমিল্লা-চাঁদপুর-ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প	৯৪২.০০	-	-	৯৪২.০০
১৮.	বৃহত্তর ফরিদপুর সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প	১০৮৩.০০	-	-	১০৮৩.০০
	মোট –	৩৮৪৮৫.০০		৫৫৮৩.০০	৪৪০৬৮.০০

২০১৯-২০ অর্থ বছরে সেচ সাব-সেক্টরের প্রকল্পসমূহের ব্যয় (লক্ষ টাকা)

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	জিওবি	নিজস্ব	পিএ	মোট
১.	ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়নে জরিপ ও পরিবীক্ষণ ডিজিটালাইজেশনকরণ ৪র্থ পর্যায় (১ম সংশোধিত) প্রকল্প	১৫২২.০৩			১৫২২.০৩
২.	নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলায় ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প	৩৪৫৫.০০			৩৪৫৫.০০
৩.	বৃহত্তর বগুড়া ও দিনাজপুর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প	২৯৫০.০০			২৯৫০.০০
৪.	লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা উপজেলার সানিয়াজান ইউনিয়নে ভূপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সম্প্রসারণের মডেল স্থাপনের লক্ষ্যে পাইলট প্রকল্প	১০১৯.০০	-	-	১০১৯.০০
৫.	সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প	১২৪৮.০০	-	-	১২৪৮.০০
৬.	বৃহত্তর খুলনা ও যশোর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প	৩৪৯৯.০০	-	-	৩৪৯৯.০০
৭.	স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট	২৪৩৩.৫৮	-	৫২৯৮.৯০	৭৭৩২.৪৮
৮.	পাবনা-নাটোর-সিরাজগঞ্জ জেলায় ভূপরিস্থ পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন প্রকল্প	১৫০০.০০			১৫০০.০০
৯.	বরিশাল বিভাগ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প	১৫১৮.০০	-	-	১৫১৮.০০
১০.	ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে ভূপরিস্থ পানির সাহায্যে সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	৩২৯৬.০০	-	-	৩২৯৬.০০
১১.	জামালপুর-শেরপুর গ্রো-ইরিগেশন প্রকল্প-৫ম পর্যায় (১ম সংশোধিত)	৩৪৫.০০	-	-	৩৪৫.০০
১২.	কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূপরিস্থ পানি ব্যবহারের জন্য রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প	২১৪০.১৩			২১৪০.১৩
১৩.	ময়মনসিংহ বিভাগ এবং ঢাকা বিভাগের টাঙ্গাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলায় ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প	৩৪৯৭.২৬	-	-	৩৪৯৭.২৬
১৪.	রংপুর অঞ্চলে ভূপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প	৩৪৬৩.০৪			৩৪৬৩.০৪
১৫.	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)'র অফিস ভবন এবং অবকাঠামোসমূহ সংস্কার, আধুনিকীকরণ ও নির্মাণ প্রকল্প	৩৬৪৬.০০			৩৬৪৬.০০
১৬.	বৃহত্তর ঢাকা জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প	১৭৫৮.০০			১৭৫৮.০০
১৭.	কুমিল্লা-চাঁদপুর-ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প	৯৪২.০০	-	-	৯৪২.০০
১৮.	বৃহত্তর ফরিদপুর সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প	১০৮২.০০	-	-	১০৮২.০০
	মোট –	৩৯৪৩৬.০৪	-	৫২৯৮.৯০	৪৪৭৩৪.৯৪

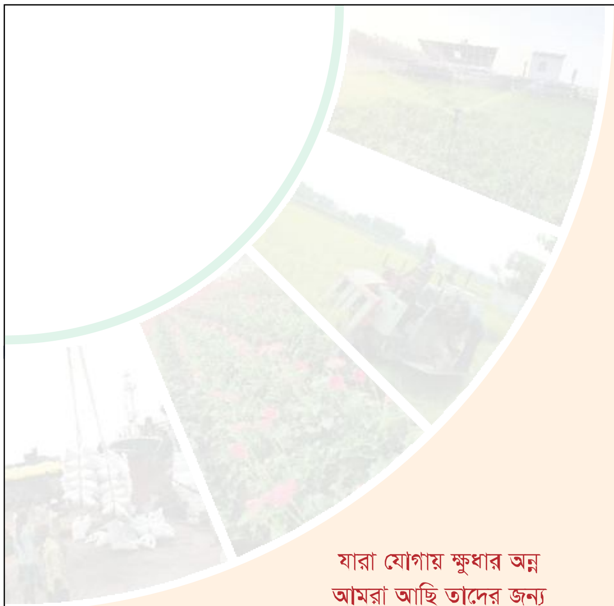

যারা যোগায় ক্ষুধার অন্ন
আমরা আছি তাদের জন্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)
কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
ওয়েবসাইট: www.badc.gov.bd
বিএডিসি, বাংলা